١

সিংহল-বিজয়।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

উত্তরপাড়া "সাহিত্য সম্মিলনীর" উদ্যোগে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
বি, এণ্ড বি, ডাইরি প্রেস, ৮১ নং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট হইতে
সি, এল, আগরওয়ালা দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন-

আমাদের দেশের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের কাহিনী আজ আমাদের কাছে গল্প ও কিম্বদন্তিতে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্য গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া পৌরাণিক ঘটনাকে আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে কুণ্ঠিত। ভারত মহাসাগরে যে কত শত অপরিজ্ঞাত রত্ন প্রচ্ছন্ন আছে, তাহার ইয়ত্তা ও নির্ণয় করিবার ক্ষমতা এখনও এ বিশ্বে হয় নাই। ভারতবর্ষের ও বঙ্গের যথার্থ ইতিহাস নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, পি, আর, এস্ মহাশয় প্রকৃষ্ট প্রতিভাবলে তাঁহার লিখিত "Maritime Activities of India" শীর্ষক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের নৌ-শক্তি ও সামুদ্র কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া কেবল মাত্র বঙ্গবাসীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। রাধাকুমুদ বাবুর উক্ত গ্রন্থ ও ৺ রাজ নারায়ণ বসু মহাশয়, কবিগুরু ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়কে "সিংহল-বিজয়" কাব্য লিখিতে যে অনুরোধ পত্র লিখেন, এতদ উভয়ের সামঞ্জস্যের অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র "সিংহল-বিজয়" গ্রন্থ নাটকাকারে লিখিত। গুণগ্রাহী নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ আমার যথেষ্ট ত্রুটি সত্বেও এই গ্রন্থ পাঠে একটুও আনন্দ অনুভব করিলে আপনাকে সফল প্রযত্ন বোধ করিব। ইতি—

উত্তরপাড়া,
১৫ ফাল্গুন ১৩১৯।

গ্রন্থকারস্য।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সিংহবাহু। (বঙ্গের রাজা, রাজধানী লালপুর)

বিজয় কুমার সিংহ ও সুমিত্র সিংহ। (সিংহবাহুর পুত্রদ্বয়)

গৌতম। (বিজয় কুমার সিংহের বন্ধু)

পাণ্ডুরাজ। (পাণ্ডুমালা দেশের রাজা)

সর্দ্দার। (তাম্রপর্ণ দেশ বা সিংহলের সর্দ্দার)

যাস্ক। (সর্দ্দারের পালিত পুত্র)

শুভঙ্কর ব্রহ্মচারী। (সুমিত্র সিংহের গুরু)

মন্ত্রী, সেনাপতি, নাবাধ্যক্ষ, বঙ্গ-সৈনিকগণ ; উদো, মাদা (ধীবর-দ্বয়) ; নগরপাল, অঙ্গাধিপতি, কলিঙ্গাধিপতি প্রভৃতি রাজগণ ; কাণ্ডারী, দুত ও চরগণ ; অম্ব, ভেমো, বেঁগো প্রভৃতি অন্যান্য তাম্রপর্ণ অধিবাসীগণ ; মণ্ডলগণ, পুরোহিত, হোতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ : বৌদ্ধ ভিক্ষু, মঠধারী ও ধর্ম্মযাজকগণ।

নারী।

বঙ্গের রাজমহিষী। (সিংহবাহুর স্ত্রী)

পাণ্ডু রাজমহিষী। (পাণ্ডুমালা দেশের রাণী)

ইন্দুবালা। (পাণ্ডু রাজকুমারী)

অনুপমা ও নিরূপমা। (পাণ্ডু রাজকুমারীর সখীদ্বয়)

মানি, জ্ঞানি। (ধীবর-দ্বয়ের স্ত্রী)

বঙ্গ ললনাগণ। (বঙ্গ সৈন্যগণের স্ত্রী)

কুবেণী। (সর্দ্দারের কন্যা)

সহচরীগণ। (পাণ্ডু রাজকুমারীর অন্যান্য সহচরীগণ)

সংশোধন।

অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
(প্রস্তাবনা) "ভারত গৌরব রবি ডুবেছে এখনি "	"তোমার গৌরব রবি ডুবেছে জননী"
(৪ পৃষ্ঠা) "কর্ম্ম অনুসরি"	"কর্ম্ম আচরিয়া"
,, "অলসের দল"	(পরে) " ; " চিহ্ন
(৫ পৃষ্ঠা) "মহামন্ত্র যার"	(পরে) " , " চিহ্ন
,, " * * * * হেন ধর্ম্ম গ্লানি করা অনুচিত তব মন্ত্রি।"	* * * * হেন ধর্ম্ম গ্লানি, মহাপাপ অনুচিত তব মন্ত্রি'
,, "ধর্ম্ম অনুসরি "	"কর্ম্ম আচরিয়া"
,, "সকলের"	(পরে) " , " চিহ্ন
(৬ পৃষ্ঠা) সুবিশাল	,, ,, ,,
(৭ পৃষ্ঠা) "গতজীব, আমারে সম্ভাষি"	"গতজীব আমারে সম্ভাষি,"
(৯ পৃষ্ঠা) "ইতিহাস মাঝে"	"ইতিহাস মাঝে।"
(১০ পৃষ্ঠা) "তারে বন্ধু ভাবে"	"তাঁরে বন্ধু ভাবে"
"যোগ দিতে বঙ্গসেন সনে।"	যোগ দিতে সদা মম বঙ্গসেনা সনে।"
"কি সংবাদ তব ?"	"কি সংবাদ ?"
"দেব, আসিয়াছে হেথা "	"দেব ! আসিয়াছে"
(১১ পৃষ্ঠা) "অহো ! কি আশ্চর্য্য"	"কি আশ্চর্য্য !"
(১৪ পৃষ্ঠা) "শাসিত"	"শাসিত,"
"নিজ কার্য্যে"	"নিজ কার্য্যে,
(১৫ পৃষ্ঠা) "নিজ ব্যয়ে"	"নিজ ব্যয়ে."
"সবাকার"	"সবাকার।"
"পক্ষপাতে অনুসরি সূত বল তবে কোন"	"পক্ষপাত আচরণে ; বল তবে কোন্"
"মোরে অকারণ।"	"মোরে। অকারণ"

অশুদ্ধ।	
(১৬ পৃষ্ঠা) "হে কুমার !"	"কুমার !"
(১৯ পৃষ্ঠা) "তরী, এই সব তত্ত্ব"	"তরণী, এই সব তত্ত্ব"
(২২ পৃষ্ঠা) "পার নাহি তার"	"পার নাহি তার,"
(২৬ পৃষ্ঠা) "মুখ চেয়ে"	"মুখ চেয়ে,"
(৩০ পৃষ্ঠা) "এস সখা উৎসাহি সৈন্যগণে" এবে, বহে যায় বিদায়ের	"এস সখা উৎসাহি" সৈন্যগণে এবে, বহে যায় বিদায়ের"
(৩১ পৃষ্ঠা) "সন্তানের, দল"	"সন্তানের দল,"
(৩৩ পৃষ্ঠা) "পোতগুলি"	"পোতগুলি,"
(৪০ পৃষ্ঠা) "ভক্ষ"	
(৪১ পৃষ্ঠা) "আগার, পথে,"	"আগার পথে,"
(৬১ পৃষ্ঠা) "আক্রমন"	"আক্রমণ"
"যাথা"	"যথা"
৬৪ পৃষ্ঠা "ত্যাজি কায়া করিব তোমার তপ,"	"ত্যজি কায়া, করিব তোমার তপ"
(৬৭ পৃষ্ঠা) "রোধে তার গতি,"	"রোধে তার গতি ;"
(৭১ পৃষ্ঠা) "এত আয়োজন শুধু	"মা। এত আয়োজন শুধু"
(৭৩ পৃষ্ঠা) "আশু কর নির্ব্বাপিত"	"ললনা ! আশু কর নির্ব্বাপিত'
(৮০ পৃষ্ঠা) "মোরেও তব"	"মোরে, তব"
(৮১ পৃষ্ঠা) "তার ভালবাসা তোমা, একবার পেয়ে"	"তার ভালবাসা তোমা পরে শেষে পেয়ে"
(") "আমি নাহি যাবে ফিরি"	"আমি, নাহি যাবে ফিরি"
(৯৩ পৃষ্ঠা) "পাপাত্মার"	"পাপাত্মারি !"
(৯৬ পৃষ্ঠা) ""নিরপরাধী"	"নিরপরাধ"
(৯৯ পৃষ্ঠা) "যুদ্ধক্ষেত্রে।"	"যুদ্ধক্ষেত্রে"
(১০৩ পৃষ্ঠা) "পলায়ণ"	"পলায়ন"
(১১০ পৃষ্ঠা) "হচ্ছি"	"হচ্ছি—"
(১২৭ পৃষ্ঠা) "শিরমনি"	"শিরোমণি"
(১৩৭ পৃষ্ঠা) ""অনুতাপ"	অনুতাপ
(১৩৫ পৃষ্ঠা) "মহাত্মনগণ"	"মহাত্মগণ"

প্রস্তাবনা।

গীত।

আঁধার ভারতে আজি ঘোরা রজনী ,—
ভারত-গৌরব-রবি ডুবেছে এখনি।
ভারত ধরমভূমি, ভারত স্বরগ,
অতীত ভারত-গাথা প্রাণে আজি জাগে গো ;—
ভারত শিখাল ধর্ম্ম, ভারত শিখাল কর্ম্ম,
সসাগরা বসুন্ধরা হ'য়ে আছে ঋণী।
ভারতের নৌবাহিনী, যেত সদা স্বর্ণভূমি,
সিংহল মিশর যাভা রোম ও ইরাণী—
উচ্চ করি উচ্চ শিরে, নাহি বাঁধা মানি নীরে,
ল'য়ে যেত দেশে দেশে পণ্যবাহিনী।
ভারতের বীরগণ, করেছিল কত রণ,
ভারত-সাগর-মাঝে কত জাতি সনে ;—
এখনও রয়েছে তথা, সিংহল বিজয় গাথা
বঙ্গের বিজয়সিংহ গিয়া নির্ব্বাসনে ॥

সিংহল-বিজয়।

—০(০)০—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লালপুর-রাজপ্রাসাদস্থ মন্ত্রণা-গৃহ—মহারাজ সিংহবাহু ও মন্ত্রী আসীন।

সিংহবাহু। মন্ত্রিবর, কহ মোরে রাজ্যের কুশল।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিধি-ইচ্ছাক্রমে বঙ্গভূমি
ধরামাঝে শ্রেষ্ঠ স্থান ; তব রাজ্যে কভু
অভাব নাহিক কিছু ! রাজকোষ এবে
পরিপূর্ণ ধন-ধান্যে। প্রজাগণ নিজ
ধনে সুখী। জানে নাক দুর্ভিক্ষ কেমন,
কিংবা ব্যাধি-ক্লেশ। মহাবৃক্ষ-ছায়া-তলে
বসি, ঘর্ম্মাক্ত পথিক যথা অপনীত
করে পথশ্রম ; সেই মত প্রজাগণ
সুশীতল রাজ্য-ছায়া-তলে, হরে নিজ
জীবনের ভার। তব পুণ্যফলে, ধর্ম্মে
প্রতিষ্ঠিত রাজ্য তব। নিকৃষ্ট স্বার্থের
মায়া দিয়া জলাঞ্জলি ভ্রাতৃভাবে করে
জীবিকা-নির্ব্বাহ সবে। প্রবল হইয়া
কেহ নাহি করে দুর্ব্বলেরে অত্যাচার।

সিংহ। মন্ত্রি ! নহে সত্য ইহা ; বাহিক দৃশ্যেতে
হওয়া ভ্রান্ত, উচিত কি তব মন্ত্রিবর ?
দুর্ব্বল নর, জড়িত সদা কামনার
দাসত্ব-শৃঙ্খলে, মুগ্ধ কামনার বশে
হ'য়ে ভ্রান্ত সবে, প্রতিক্ষণ করে মনে
পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ হোক শুধু
মম ভোগ্য।—নাহি দেখে চেয়ে, নিজ স্বার্থ
আচরিতে দেয় বলি স্বার্থ অপরের।
জীব যতদিন ভবে, না বুঝিবে বৌদ্ধ
ধর্ম্ম প্রকৃত মহিমা ততদিন সবে
আচরিবে হিংসা দ্বন্দ্ব দ্বেষ পরস্পরে।

মন্ত্রী। মহারাজ, বাল্যকাল হ'তে শিখি নাই
মিথ্যা চাটুকার-ভাষা। সত্য, প্রজাগণ
তব সুখী ; কিন্তু নহে শুধু ধর্ম্ম-জ্ঞান-
বলে। অনাদি অনন্ত কাল হ'তে আর্য্য-
ভূমি মাঝে প্রচলিত জ্ঞান কর্ম্ম এক
যোগে শিক্ষা। স্বীয় কর্ম্ম অনুসরি লভে
উপযুক্ত জ্ঞান সবে—নাহি দেয় মনে
স্থান দুরাশায়। তাই আজি নির্ব্বিরোধে
করে সবে নিজ নিজ কর্ম্ম। কিন্তু যদি
অনুসরি নব ধর্ম্ম-নীতি—সর্ব্ব-কর্ম্ম
ত্যাগ করি ভাবে শুধু নির্ব্বাণের পথ,
প্রকৃত বিবেকহীন জন নিশ্চয়
হবে, শুধু অকর্ম্মণ্য অলসের দল

হৃদয়ে কামনানলে প্রতিক্ষণ হ'য়ে
জর্জ্জরিত, মুখে শুধু উচ্চারিবে সবে,
এজগতে অনিত্য সকলি ;—ধার্ম্মিকের ভাণ
করি আচরিবে যা কিছু অধর্ম্ম। হবে
বিশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ রাজ্য তব সদা।

সিংহ। নাহি নিন্দ নূতন ধর্ম্মেরে "অহিংসা
পরমো ধর্ম্মঃ" মহা-মন্ত্র যার ঈশ্বর
স্বয়ং বুদ্ধ প্রবর্ত্তক যার, হেন ধর্ম্ম গ্লানি
করা অনুচিত তব মন্ত্রি।

মন্ত্রী। মহারাজ, ধর্ম্ম-গ্লানি করি নাই কভু,
আমি শুধু বুঝি—নীচ-উচ্চ-অধিকার
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রচলিত
করা। জীবনের যাহা কিছু কর্ম্ম, স্বীয়
ধর্ম্ম অনুসারে হোক সদা নিয়মিত ;
কিন্তু সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য এক সেই
হৃষীকেশ! বিনা নিজ কর্ম্ম অনুসরি
নাহি পায় কেহ কভু তাঁরে এ জগতে।

সিংহ। হেন ধর্ম্ম, ভেদজ্ঞান লয়ে আসে মনে,
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-হেতু, বিরোধ হইবে
অবশ্যম্ভাবী সদা, ফল অবনতি ;
কিন্তু যদি এক জাতি মাঝে, জাগে এক
ভাব, একই মন্ত্রেতে হয় সুদীক্ষিত,
এক উচ্চ আদর্শ, লক্ষ্য সকলের এই
ধরা মাঝে স্বীয় ধর্ম্ম করিতে প্রচার

বাসনা সবার, সেই জাতি হয় উচ্চ ;—
মহান দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্ভবে তাদের।

মন্ত্রী। মানিলাম তব যুক্তি প্রভো, কিন্তু যেই
সেই ভাব হয় অন্তর্হিত,—অমনি সে
জাতি মাঝে আসে অবনতি, লুপ্তপ্রায়
হয় ধর্ম্ম সবাকার ;—প্রভো, চিরস্থায়ী
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ; যত কেন অবনতি
হ'ক জাতি মাঝে, ভিত্তি তার টলিবে না
কভু ;—অবশ্য হইবে তার অভ্যুত্থান পুনঃ।

সিংহ। সকল ধর্ম্মের মাঝে রয়েছে নিহিত,
এক সেই মহান্ ভাব সুবিশাল বৃথা
তর্কে কালক্ষেপ, কাল-ধর্ম্ম কেহ নাহি
পারিবে রোধিতে, চল রাজ-সভা-মাঝে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা—মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্যান্য সভাসদগণ।

সিংহ। সেনাপতি, সুসংবাদ আজি, কলিঙ্গেরা
এবে হয়েছে শাসিত ; ইচ্ছা—ছিল নিজ-
হস্তে দণ্ড দেই সবে। ভাল, বন্দি তুমি
কর নাই অবশিষ্ট জনে ?

সেনাপতি । মহারাজ,
অবশিষ্ট ছিল দুটী মাত্র প্রাণী, তারা
হয়েছিল গত-জীব, আমারে সম্ভাষি
আর সব যুঝেছিল, যতক্ষণ ছিল
এক বিন্দু ধমনীতে, কেবল প্রজারা
সবে করেছিল, অন্তর্হিত পূর্ব্ব হতে
রাজ-পরিবারে ।

সিংহ । অদ্ভুত বীরত্ব-কাহিনী,
বিস্তারিয়া কহ শুনি বিবরণ তার ।

সেনাপতি । তব আজ্ঞা মত দেব, করিলাম সৈনা-
সংস্থাপন নীলগিরি অধিত্যকা-ভূমে,
অকস্মাৎ নৈশ অন্ধকারে বরিষার
ধারা মত করি তীর-বরিষণ, গুপ্ত-
ভাবে, অস্থির করিল মোর চমু, অশ্ব-
হস্তি-পদ-তলে, মরে কত শত জন ।
জানিলাম পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমে
অসংখ্য পর্ব্বত-গুহা-মাঝে আছে শত্রু ।

সিংহ । কঠিন সমস্যা অতি যোঝা গুপ্ত শত্রু
সনে, কেমনে জিনিলে তবে রণ ?

সেনা । সহস্র সৈন্যের হস্তে দীপাবলি দিয়া
শিবির হইতে দূরে করিয়া প্রেরণ
আরোহিতে দিনু আজ্ঞা শৈলোপরি সবে ।
জানি অনিবার্য্য মৃত্যু । অবশিষ্ট সৈন্য
অন্য গিরি পথে আক্রমি প্রচ্ছন্ন ভাবে

তাড়াইল শত্রু-সৈন্য উপত্যকা হতে।
পর্ব্বত হইতে যথা স্রোতস্বিনী ধায়
সিন্ধু পানে, সেইমত প্রচণ্ড বেগেতে
বাহিরিয়া সবে ঊর্দ্ধশ্বাসে দিল রড়।

সিংহ। নারিলে রোধিতে একজনে ?

সেনা। নহে প্রভো !
মম সৈন্যগণে পুনঃ করি সংযোজিত
আসিলাম গোদাবরী-তীরে, কিন্তু হায়
নাহি তরী মাত্র তীরে, নাহি চিহ্ন কোন
অরাতির, অতি কষ্টে হয়ে পার, দেখি—
যতেক কলিঙ্গবাসী ছিল সে প্রদেশে,
লয়েছে আশ্রয় গিয়া অমরাবতীর
দুর্গে ; অবরোধি দাঁড়ালাম দুর্গ-দ্বারে,
কত যে হইল যুদ্ধ উভ' দলে, নাহি
পারি প্রকাশিতে তাহা , সামান্য অরাতি
নহে কলিঙ্গের বীর, শুনেছিনু তিন
মাস পরে হয়েছিল আহারীয় শেষ
দুর্গ মাঝে।

সিংহ। তথাপিও দেয় নাই ধরা ?

সেনা। ধরা ! একদিন অবসর লয় নাই
রণে। ষষ্ঠ মাস হলে গত, পাই নাই
শব্দমাত্র দুর্গের ভিতর।

সিংহ। প্রবেশিলে
তার পর দুর্গে ?

সেনা । বজ্র সম রুদ্ধ দ্বার ।
প্রাচীর উপরে উঠি হেরিনু যে দৃশ্য
এখনও রোমাঞ্চ হয় মনে হ'লে সে
দিনের কথা ; রাজ-পথ ছেয়ে গেছে
শব রাশি দিয়া, অসংখ্য মাংসাশী বসি
শবের উপর, প্রাণ ভরি মিটাইছে
ক্ষুধা ।

সিংহ । কি ভীষণ দৃশ্য ! ছিল না জীবিত
কেহ ?

সেনা । শুধু দুটী বৃদ্ধ, শব সম উঠি
বসি, সম্বোধিল মোরে, স্বাগত হে বঙ্গ-
সেনাপতি ! আছি মোরা দুটি প্রাণি বেঁচে,
তব জয়োল্লাস হেরিবার তরে ; কর
অধিকার আসি কলিঙ্গ, অমরাবতী ;
ঘুষুক জগতে কলিঙ্গের এক প্রাণী
দেয় নাই ধরা, অধীনতা এত হেয়
জ্ঞান করে তারা । এত বলি ধরা মাঝে
পড়িল লুটায়ে তারা শব হয়ে শব-
রাশি মাঝে ।

সিংহ । ধন্য ধন্য কলিঙ্গের বীর
মরণে অমর সব ইতিহাস মাঝে
মন্ত্রী ! রাজকোষ করি মুক্ত দাও অর্থ
যত সৈন্য-পরিবারে ; আর দিনু আজ্ঞা
আজ হতে কর দিতে নাহি হবে কভু

কলিঙ্গের রাজে, তারে বন্ধু-ভাবে এবে
করিনু বরণ। শুধু বিদেশীয় শত্রু-
আগমনে আসে যেন কলিঙ্গের সেনা
যোগ দিতে বঙ্গ সেনা সনে।

[প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী, কি সংবাদ তব ?

প্রতি। দেব আসিয়াছে হেথা
রাজদূত স্বর্ণভূম হতে, আজ্ঞা হলে
লয়ে আসি ত্বরা দূতে।

সিংহ। বৃথা এ প্রতীক্ষা
জান তুমি চর, দূত গণে অবারিত
রাজ-দ্বার মম, সমাদরে লয়ে এস।

(দূত, স্বর্ণভূমবাসী ও বাসিনীর প্রবেশ)

স্বর্ণভূম। অভিবাদি মহারাজ, মোরা।

সিংহ। জয় হ'ক।

স্বর্ণ। শুন মহারাজ, আমাদের সম্ভাষণ।

গীত।

কাননে পশুর রাজা সিংহ যেমন আছে গো'
ধরাতে সিংহবাহু মানুষের রাজা গো' !
জলে তারে সবাই ডরে,
স্থলে নাম শুনেই মরে,
দস্যু তার সামনে এলে
এমনি করে কাঁপে গো' ॥

স্বর্ণভূমি রাজার তরে,
আরাকানি দস্যু মেরে,
পেয়েছ কত যশ গো' ॥
কি আর মোরা তোমায় দিব,
তোমায় দিতে কোথায় পাব,
সামান্য এ উপহার
লয়ে ধন্য কর গো' ॥

(অঙ্গভঙ্গে নৃত্যগীত) মগের নৃত্য

সিংহ। মনোহর অঙ্গভঙ্গী নৃত্য, সুললিত
স্বর অতি, মনোলোভা আহা! এই মুক্তা-
আর প্রবালের হারে কিবা শোভা হবে
বৃদ্ধ-অঙ্গে। মন্ত্রী রাজকোষে রাখ এই
হার, দূত বহুদূর হতে আসিয়াছ
হেথা, আশা করি, আমাদের অতিথির
শালে লভি উপযুক্ত পরিচর্য্যা, পথ-
শ্রম করিয়াছ অপনীত। স্বর্ণভূমি-
মহারাজ, আছেন কুশলে সদা ; কোন
দৌত্যকার্য্য তরে আগমন হেথা তব ?

স্বর্ণ। মহারাজ সিংহবাহু বন্ধু যে রাজার
সদাই কুশল তাঁর ; শুধু আরাকানি
জলদস্যুগণ—মাঝে মাঝে আসি করে
উৎপীড়িত ; প্রয়োজন শুধু উপহার
দিতে।

সিংহ। অহো! কি আশ্চর্য্য! দুষ্ট জলদস্যুগণ

এখনও হলনা দমিত! নাহি পারি
তায় প্রতিবিধিৎসিতে? এই বার হবে
শেষ চেষ্টা মোর। দূত কহিয়ো সে স্বর্ণ-
ভূমি-রাজে, অচিরেই দিব শিক্ষা ভাল
দস্যুগণে; আর মহামূল্য উপহার
লভি হইয়াছি, অতি আনন্দিত আজি!
অকৃত্রিম প্রণয়ের তার নাহি মূল্য,
আজীবন ধরিব হৃদয়ে তাহা অতি
সযতনে।

স্বর্ণ। যথা আজ্ঞা, নমি তব পদে!

[প্রস্থান।

সিংহ। মন্ত্রি, যাইতেছি এবে বিশ্রাম-আগারে।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিশ্রাম- আগার কোথা তব?
সারা দিন করি রাজকার্য্য, আরম্ভিতে
পুন, তাহা নিরজন মাঝে হয় তব
বিশ্রাম-আগার; প্রভো, নহে ভাল এত
পরিশ্রম; নিবেদন মোর, এবে লন
অবসর কঠোর এ রাজ কার্য্য হতে।

বিদূষক। ভাল বলিয়াছ মন্ত্রি! নাহি যদি যান
মহারাজ ভোজন-আগারে এবে, হবে
এ রাজ্যের অসীম বিপদ! একেই ত'
ক্ষীণ কটি সিংহ, কিছুদিন পরে হবে
দ্বিখণ্ডিত—যস্য ইচ্ছামাত্রেণ প্রাপ্তব্যং
ভক্ষ্যং ভোজ্যং পেয়ং সদা,—কেমনে সে থাকে

হইয়া বিভোর শুধু চরগণ-কথা-
মৃত পানে।

সিংহ। ক্ষান্ত হও, পণ্ডিতপ্রবর।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিশ্রাম-কক্ষ।

সিংহবাহু ও চর।

সিংহ। কি সংবাদ দূত! সত্য বিজয় কুমার
করেছে কি অত্যাচার প্রজাগণে মোর?
উৎপীড়িত করিয়াছে ব্রাহ্মণের দলে,
দিয়া সবে বৌদ্ধ-মঠ নির্ম্মাণের ভার?
কারাবদ্ধ করিয়াছে সবে সেই আজ্ঞা
অবহেলা-হেতু?

চর। সব সত্য ইহা প্রভো!

সিংহ। এসেছে কি বিজয় কুমার মম আজ্ঞা
মত? অহো আকুল কি প্রাণ মম এবে!
কেমনে শুনাব তারে রাজ-বিধি-মতে
নির্ব্বাসন-দণ্ড তার ভাগ্যে, অকারণ
প্রজাগণে উৎপীড়িত করে যেই জন।
তথাপিও, প্রিয়জন যদি করে দোষ
তখনি সে হয় ত্যাজ্য, লয়ে এস তারে।

[দূতের প্রস্থান।

সিংহ। (স্বগত) রাজবিধানের কাছে নাহি উচ্চ নীচ

(বিজয় সিংহের প্রবেশ।)

তাত, প্রণত ও পদে দাস, কোন কার্য্য
তরে দেব আহ্বান মোরে ? শুনিয়াছি,
হইয়াছে কলিঙ্গ শাসিত প্রভু বুদ্ধ
দেবের ইচ্ছায়, শান্তিময় রাজ্য তব ;
বুঝি কোন বিদেশীয় শত্রু-আগমন
রোধিবার তরে সৈন্য ভার অর্পিবেন
মোরে ; একি—কেন হেরি মৌন ভাব ?
বিস্ফারিত নেত্রে তব নাহি আনন্দাশ্রু-
ধারা মম আগমনে,—ব্যাকুলিত চিত্ত
মোর,—কর সুশীতল প্রিয়-সম্বোধনে।
বাল্যকাল হ'তে সদা লালিত পালিত
তব স্নেহে ; শিক্ষা দীক্ষা তব পদতলে।
তব আজ্ঞামত শাসিতেছি সপ্তগ্রাম
বঙ্গভূমি-মাঝে গৌরবের স্থল ; বৌদ্ধ
প্রজাগণ শান্ত অতি, রত নিজ কার্য্যে
অদ্ভুত নৈপুণ্য সহ সৃজি মনোহর
বস্ত্র আদি পণ্য, বেচে তায়—লয়ে আসে
ধন-রত্নরাশি দেশ-দেশান্তর হ'তে।
প্রভুর মহিমা করিতে প্রচার যত্ন
সদা মম ; কিন্তু শুধু ভণ্ড ব্রাহ্মণের
কুশিক্ষার ফলে প্রবর্ত্তিত এখনও
যাগ-যজ্ঞ-বিধি ; পশুঘাতী করে সদা

কলুষিত রাজ্য তব, সেই হেতু দিনু
আজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতে বৌদ্ধ-মঠ তাহাদের
নিজ-ব্যয়ে পাষণ্ডেরা করি অবহেলা
মমাদেশ, করে নিন্দা মহান ধর্ম্মের ;
সেই কর্ম্মফলে সবে ভুঞ্জি কারা-ক্লেশ
হয়েছে শাসিত এবে। হেন কার্য্যে কেন
অনুমোদনের ভাব নাহি হেরি তব
মুখে ; অপরাধ করেছি কি পিতঃ ?

সিংহ। অপরাধ ! মহা অপরাধ তব, পুত্র !
নিরীহ স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণের দল
কোন্ দোষে দোষী তারা ? তারাও তোমার
প্রজা ; স্বীয় ধর্ম্ম আচরিয়া করে নাই
কাহারও অনিষ্ট ; স্বীয় ধর্ম্ম আচরিতে
তুল্য অধিকার সবাকার রাজার
কর্ত্তব্য শুধু প্রজার রঞ্জন, বিনা
পক্ষপাতে অনুসরি' সুত ! বল তবে কোন
নীতি-বলে করিয়াছ ভেদ আচরণ—
প্রজাদের মাঝে ? আর্য্যগণ ভ্রান্ত সদা,
পূর্ণ কুসংস্কারে, যদি এই ধারণার বশে
দণ্ড দিয়ে থাক; তা'হলেও দোষ তব।
বিদ্বেষ-প্রসূত এই কর্ম্ম তব ক্ষেন,
অতি বিগর্হিত, সপ্তগ্রাম বাসিগণ
ধিক্কার দিতেছে সদা মোরে, অকারণ।
না করি বিচার কারাবাস-দণ্ড দিয়া

ব্রাহ্মণের দলে বধেছ অনেক প্রাণী।
পরিবার তাহাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা
শিশু পুত্র কন্যা পাইয়াছে অনশনে
কত ক্লেশ, জেনেছ কি তাহা? পশে নাই
তাহাদের আর্ত্তনাদ কর্ণে তব? হেন
হীন কর্ম্ম করি হয় নাই আত্মগ্লানি?

বিজয়। পিতঃ! অপরাধ করে থাকি দণ্ড দাও
মোরে। মুছে যাক্ তব রোষদীপ্ত
নয়নের ভাব! শান্ত হো'ক্ ক্রোধ-বহ্নি!
অপরাধী হয়ে তব হস্তে লব দণ্ড
এ'ত মোর সৌভাগ্যের কথা! কি ছার এ
রাজ্য ভোগ, তব আজ্ঞা হলে দেব, তুচ্ছ
করি প্রাণ! অতি উচ্চ শৈল শৃঙ্গ হতে
পড়ি-ভূমি তলে, পশি অতল সলিলে
কিংবা অবহেলে এবে প্রবেশি অনলে?
বল বল দেব, কিবা দণ্ড মোর!

সিংহ। হে কুমার,
দণ্ড দিয়া আমি তোমা, যে দণ্ড ভুঞ্জিব
স্বয়ং ঈশ্বর বিনা কে আর জানিবে?
রাজবিধি অনুসারি নির্ব্বাসন-দণ্ড
তব!

বিজ। মম পক্ষে সব দণ্ড চেয়ে পিতঃ,
কঠিন এ দণ্ড। তব পদছায়া হতে
দেব, হব অন্তর্হিত, শেল সম বাজে

মোর প্রাণে। তার চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল।
তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড দাও প্রভো!
না না প্রভো নাহি হবে তাহা, ভাঙ্গিবনা
কভু রাজবিধি; দূরে যাব তব রাজ্য
হতে। নিবিড় কাননে পশি' হিংস্র জন্তু
সম পালিব এ হিংস্রক জীবন।

সিংহ। বৎস,
কভু ঘটিবেনা তাহা।

বিজ। তাত! রাজবিধি
হবে কি লঙ্ঘিত?

সিংহ। সেই ইচ্ছা জাগে প্রাণে,
কিন্তু হায় নিয়মের দাস আমি সদা,
রাজবিধি অনুসরি নির্ব্বাসিত এবে
করিব তোমায়। রাজ-নির্ব্বাসন হবে
উপযুক্ত ভাবে। জলে স্থলে যথা যাবে
চতুরঙ্গ বল তব যাবে সদা সাথে,
এবে রচিয়া নূতন রাজ্য যথা ইচ্ছা
কর উপভোগ। আসিবেনা শুধু নিজ-
রাজ্যের ত্রিসীমানা মাঝে।

বিজ। যথা আজ্ঞা।
বহুদিন হতে ছিল সাধ মম মনে
বাহিরিব দিগ্বিজয় তরে, তাই ভাবি
এ দণ্ড আদেশ মম মঙ্গলের তরে।
যে শান্তি বিরাজে এবে আর্য্যভূমি মাঝে

প্রভু বুদ্ধের কৃপায়, নাহি সাধ তথা
পুনঃ করি দাবানল প্রজ্জ্বলিত যুদ্ধ-
বিগ্রহেরে করি আবাহন, একমাত্র
স্থান আছে মোর অনন্ত সলিল রাশি
মাঝে ; ব্রত মম জীবনের এবে, আছে
যত স্থান সুদূর সাগর মাঝে, গিয়া
তথা বিতরিব জ্ঞানালোক। অজ্ঞান ও
তিমিরাচ্ছন্ন জনে শিখাইব মহিমা
বুদ্ধের, লয়ে আনি সভ্যতা আলোকে।
হায় পিতঃ! সসাগরা বসুন্ধরা হয়
যদি মম অধিকার, তিল মাত্র নাহি
সুখ তাহে। তব পদছায়া হীন হয়ে
এ জীবনভার হইবে দুর্ব্বহ, চিত্ত
সদা বাঁধা রবে তব সিংহাসন পদ-
তলে। পিতঃ! নির্ব্বাসিত হই যদি তব
রাজ্য দেশ হ'তে, তবু যেন নাহি হই
নির্ব্বাসিত কভু তব স্নেহ হ'তে। দেব
হয়োনা কাতর স্নেহভরে। রাষ্ট্র হ'ক
এই দণ্ডে আজ্ঞা তব, সপ্তগ্রামে আর
লালপুরে কালি হবে বিজয়কুমার
নির্ব্বাসিত, শেষ বার দিয়া আলিঙ্গন
বিদায় দিউন মোরে মহারাজ এবে।

[আলিঙ্গন ও প্রস্থান।

সিংহ মৃত্যু, মৃত্যু মোর একমাত্র মহৌষধি।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

লালপুর রাজপথ ।

নাবাধ্যক্ষ । না পারি বুঝিতে রাজ আজ্ঞা, নির্ব্বাসনে
যাবে একা বিজয় কুমার—পঞ্চদশ
উর্দ্ধভের কিবা প্রয়োজন, শত শত
যোগ্য পোতকার অহরহ পরিশ্রম
করি, গঠিতেছে কত শত পোত তবু
এ রাজ্যের মিটেনা অভাব। নিশিদিন
খেটে নিজে নাহি পাই একদণ্ড তরে
অবসর ; কোথা বিনা শুল্কে লয়ে যায়
পণ্য, কোথা বিদেশী বণিক আসি পায়না
আশ্রয়, কোথা নদী হয়েগেছে অগম্য
পোতের, কোথা নদী তরিবারে নাহিক
তরী, এই সবই তত্ত্ব সদা করেছে
পাগল মোরে ; ওঃ কোথা হ'তে কোলাহল
আসে এই দিকে ?

(পদাতিক সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

নাবাধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের জন্ম কোন বন্দরে উর্দ্ধভ প্রস্তুত রাখা হয়েছে ? আমরা সকলেই রাজকুমারের সঙ্গে যাব।

নাবা। উন্মাদ হয়েছ নাকি ? নির্ব্বাসন 'ত অপরাধীরই হয়ে থাকে তোমরা সকলেই কি অপরাধী ?

সৈন্য। আজ্ঞে না মহাশয়! আমরা সকলেই স্বইচ্ছায় তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি।

নাবা। সেকি?

সৈন্য। কেন আপনি কি রাজাদেশ শুনেন নাই যে, বিজয়কুমারের সৈন্য মধ্যে যার ইচ্ছা তার সঙ্গে যেতে পারে।

নাবা। হ'ল কি? রাজাও কি উন্মাদ হলেন নাকি?

সৈন্য। কেন মহাশয়? মহারাজ ত অন্যায় বলেননি যারা যাবে সকলকে এক বৎসরের খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে দেবেন, আর জন্মের মত তাদের বৃদ্ধ বাপ মা ও অসহায় পরিবারবর্গকে খেতে দিবেন।

নাবা। এতে আর কার না যেতে সাধ হয়?

সৈন্য। কি বলেন মহাশয়? মহারাজ যদি ব্যবস্থা নাও করতেন তা হ'লেও আমরা যেতেম। যিনি আমাদের আপদে বিপদে সহায় আমাদের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারেন সেই কুমারের জন্য আমরা কি না করিতে পারি; এসময়ে তাঁর সঙ্গে যাওয়া ত আহ্লাদের কথা।

নাবা। ধন্য তোমাদের প্রভুভক্তি হায়! যে দেশ থেকে এরূপ বীর-হৃদয় ব্যক্তিগণ বিদায় হচ্ছে সে দেশের শীঘ্রই অবনতি হবে, মহারাজের এরূপ আজ্ঞা দেওয়া ভাল হয় নাই।

সৈন্য। মহাশয়, আমাদের সময় নাই, বলুন কোন বন্দরে গেলে আমাদের উর্দ্ধত দেখতে পাব?

নাবা। তাম্রলিপ্ত বন্দর।

[বিজয়কুমারের প্রবেশ]

নাবা। কুমার, একি নির্ম্মম নিষ্ঠুর রাজ আজ্ঞা,

হেন রাজবিধি মনে হয় সদা
নিশ্চয় অবিধি, দুষ্ট ব্রাহ্মণের মন-
স্তুষ্টি জন্য করেছেন নির্ব্বাসিত তোমা।
কুমার ! এ নহে শুধু নির্ব্বাসন তব,
করিলেন মহারাজ নির্ব্বাসিত স্বীয়
রাজলক্ষ্মী । রব শুধু মোরা হতভাগ্য ।

বিজ । হেন অশুভ আশঙ্কা নাহি দাও ঠাঁই
মনে । কি দোষ পিতার, রাজবিধি পারে
কে লঙ্ঘিতে ? স্বীয় পুত্রে করিয়া দণ্ডিত
প্রতিষ্ঠিত করিলেন কীর্ত্তি ধরামাঝে ;
করেছ কি আয়োজন এবে পঞ্চদশ
উর্দ্ধভের ?

নাবা । অবশ্যই করিয়াছি প্রভু ।
তাম্রলিপ্ত নগর বন্দরে শোভিতেছে
পঞ্চদশ পোত, বঙ্গের মহার্ঘ্য রত্ন
বহিতে বিদেশে । সৈন্য তব গাভী অশ্ব
হস্তী আহারীয় দ্রব্য বহিবে অবাধে
তাহা । ঐ সব উর্দ্ধভের তলে নাহি
লৌহ সংস্পর্শ অতি নিপুনতা সহ,
গঠিত হয়েছে সবে ক্ষাত্র কাষ্ঠ দিয়া ।
ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে উত্তাল তরঙ্গাঘাতে
গিরি শৃঙ্গ সম রহিবে অটল স্থির ।
প্রভু, তব নির্ব্বাসনে ব্যাকুল হয়েছি,
যদি ত্রুটি হয়ে থাকে কিছু, ক্ষমা কর
মোরে ।

বিজ। নাবাধ্যক্ষ! জানি আমি সদা
এ রাজ্যের অতিশয় বিশ্বস্ত বন্ধু তুমি,
তাই করিয়াছ এত কষ্ট রাজ আজ্ঞা
করিতে পালন। আমি গেলে চলি, দিয়ো
তোমা সবে সান্তনা, বৃদ্ধ মহারাজে।

নাবা। তোমার অভাব দেব ঘুচিবেনা কভু
যাই এবে আয়োজন করিবারে শেষ।

বিজ। প্রিয়তম, বঙ্গ বীরগণ যাব আমি
নির্ব্বাসন রাজ-বিধি করিতে পালন,
নহে রাজাদেশ, নির্ব্বাসন তোমাদের।
কেন তবে পুত্র কলত্রের মায়া, দিয়া
বিসর্জ্জন, হবে মম অনুগামী, ঝাঁপ
দিবে সাগরের মাঝে? বিপদ সঙ্কুল
সিন্ধু, পার নাহি তার যাত্রা মম আজি
ত্যাজি জীবনের মায়া। যাহাদের শিশু
বৃদ্ধ আছে প্রতিপাল্য ফিরে যাও তারা
হৃষ্ট চিত্তে দিতেছি বিদায়, আর যারা
যেতে চাহ যুঝিবারে বায়ু উল্কা সহ
লভিতে বিজয় মাল্য যুদ্ধক্ষেত্র মাঝে
স্বীয় কৃপানের করিয়া নির্ভর, হও
আগুয়ান।

সৈন্য। সবে মোরা হব অগ্রসর।

[সকলের প্রস্থান।

(বঙ্গ ললনাগণের প্রবেশ।)

১মা। বল বোন একি হয়ে থাকে কভু, পতি
যাবে স্বেচ্ছা নির্ব্বাসনে, হতে নিজ প্রভু
সহচর, আর মোরা রব গৃহ কোণে
অকর্ম্মণ্য অপদার্থ হয়ে? ছায়া কায়া
আশৈশব হ'তে শিখিয়াছে যারা, রবে
পতি হীনা চির বিধবার প্রায়? সত্য
নিষেধ করেছে সবে যেতে, নিষেধ না
মানি হবে লঘু পাপ, তার চেয়ে হবে
মহাপাপ যদি স্বইচ্ছায় কর ত্যাগ
পতি সঙ্গ। না মানিব হেন আজ্ঞা।

২য়া। হয়ে পতিহীনা এ জীবনে মরা পলে
পলে, তার চেয়ে একবার মরা ভাল।

৩য়া। যদি নাহি যাও সাথে এ ধরার মাঝে
নিন্দা হবে বঙ্গ ললনার, অগ্নিকুণ্ডে
ঝাঁপ দিতে ডরেনা যাহারা, হবে ভীরু
অপবাদে কলঙ্কিত—ধিক্ হেন প্রাণে।

৪র্থা বীরপত্নী বীরাঙ্গনা বীর প্রসবিনী,
কি ছার মরণে ভয় চল যাই সবে
পতি সাথে জলে স্থলে অনলে অনিলে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

তাম্রলিপ্ত নগর বন্দর।

বিজয়কুমারের চিন্তিত ভাবে পাদচারণ।

(রাণীর প্রবেশ।)

রাণী। কৈ, কোথায় কুমার আমার, বিজয় রে
কি দোষে ত্যজিলি, বৎস অভাগিনী মায়ে,
দুঃখিনী জননী তোর, বল শুনি বৎস
কেমনে ভুলিলে মোরে ? আশৈশব তোরে
দিয়াছিনু বুকভরা স্নেহ ভালবাসা, দিলি
কিরে বৎস তার এই প্রতিফল ? চলে
যাবি জনমের মত আমারে না দিয়ে
দেখা ? ভুলেছ কি বৎস, মহারাজ
রুষ্ট হলে কভু, অভিমানে আনত
বদনে মা বলিয়া সম্ভাষি আমায়
আসিতে যখন কাছে, শত বার চুমিয়া
বদন তোর, আবেদন করি, আশু
পাঠাতাম মহারাজ কাছে, তুষিতে
তোমারে সুমিষ্ট বচনে ; রাজা আসি
তব স্নেহ পরবশে অন্তঃপুরে মম
কত বুঝাতেন তোমা। জানিনু এখন
বৎস, পাষাণের উপাদানে গড়েছেন
ধাতা পুরুষের হিয়া, কেমনে নতুবা

ভুলি পুত্রস্নেহ পাঠালেন নির্ব্বাসনে
মহারাজ, কেমনে তুমিও বৎস, না
বলিয়া মায়ে, উপেক্ষিয়া মাতৃস্নেহ
চলে এলে মোর কাছ হতে, মনে হয়
এবে, জঠরে ধরিনি তোরে, তাই হেন
স্নেহ পাশ করিয়া ছেদন, দলিয়া
মায়ের প্রাণ, যাইতেছ নির্ব্বাসনে ।

বিজ । মাতঃ, নাহি নিন্দ মোরে, নির্ব্বাসন
আজ্ঞা পেয়ে মুহ্যমান পুত্তলিকা সম
আসিয়াছি চলি পিতার প্রাসাদ হতে ।
মনে হ'ল, মাতঃ আজ হতে রব আমি
আত্মীয় স্বজন কাছে চির জীবনের
তরে মৃত ; ভেবেছিনু মাগো, যদি যাই
তব পদে লইতে বিদায়, শুনি এই
নিদারুণ আজ্ঞা হইতে আকুল তুমি,
ডাকি মহারাজে ঘটাতে প্রমাদ, হেরি
কাতরতা তব, ব্যাকুলিত চিতে পিতা
ভাল মন্দ না করি বিচার ফিরাতেন
নির্ব্বাসন আজ্ঞা, মাগো তোর স্নেহ-স্রোতে
যেত সব ভেসে, হত সত্য ভঙ্গ মম ।

রাণী । তাই হ'ক তাই হ'ক, এস ফিরে এস
হৃদয়ে আমার । করি রোধ এই আজ্ঞা
দেওয়াইব রাজ্য ভার তোমা । মম বাক্য
হবেনা লঙ্ঘন কভু, একান্তই

না মানেন মহারাজ, তখনি যাইব
চলি তোরে লয়ে বৎস রাজগৃহ হতে,
বাঁধিয়া কুটীর রাজ্যের সুদূর প্রান্তে,
রব সদা তোর মুখ চেয়ে পশিবেনা
তথা পুনঃ নিঠুর নির্ম্মম রাজদণ্ড।
এস তবে ফিরে যাই গৃহে প্রাণাধিক।

বিজ। মাগো, ভুলায়োনা তব সন্তানে আজি।
জানি আমি তব স্নেহ আবরণে কভু
পশিবেনা রাজদণ্ড মোর হৃদে, কিন্তু
রটিবে বিষম নিন্দা প্রজাগণ মাঝে,
অমঙ্গল হবে রাজ্যে চির, একবার
যদি, রাজদণ্ডবিধি হয় প্রতিহত,
হইবে দৃষ্টান্ত তাহা বিচারের কালে;
কেমনে মা সব প্রাণে তুষ্ট প্রজাগণে
যবে, দুষিবে রাজারে, বলি স্ত্রৈণ মূঢ়
দুর্ব্বল হৃদয়; সামান্য অনর্থ হেতু
তব, বহুল অনর্থ হবে, মাতঃ তবে
কর আশীর্ব্বাদ, বীরপুত্র তব, বীর
সম দেখাই জগতে রাজদণ্ডে হলেও
দণ্ডিত পালিয়াছি তাহা বীরোচিত
ভাবে, যাও মাত সন্তাপিত মহারাজ
এবে মম অদর্শনে, সতত নিকটে
থাকি ভুলাও তাঁহারে, দেহ মা বিদায়।

রাণী। জেনেছি আমি, ফিরাতে তোমারে বৎস

না পারিব কভু, একবার শুধু শেষ
দেখা দেখে যাব বলি, আসিয়াছি হেথা,
কিন্তু স্থির জেনো বৎস! যদি আমি শূন্য
হৃদে যাই গৃহে ফিরি, আশু নিবারিব
শোকানল ভস্ম করি কায়া মম। প্রভো
দয়াময়, রাখুন কুশলে তোমা সদা

(দূতের দ্রুত প্রবেশ)

দূত। রাজ্ঞী! মহারাজ কুমারের শোকে কাতর হয়ে একেবারে মুর্চ্ছিত হয়েছেন, আমরা শত চেষ্টাতেও মুর্চ্ছা ভাঙ্গাতে পাচ্ছিনা, কি করব কিছু ভেবে পাই নাই মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে সংবাদ দিতে বল্লেন।

বিজ। যাও মাত ত্বরা

রাণী। ভাল যেতেছি এখনি,
প্রভো ইচ্ছা তব হ'ক পূর্ণ। (দীর্ঘশ্বাস সহিত)
[প্রস্থান।

বিজ। অহো কি আকুল প্রাণ মম আজি, নিজে
বুদ্ধদেব বিনা কে পারে ছিঁড়িতে মায়া
ডোর, হেন দুর্দ্দিনের মাঝে সখা বিনা
কে পারে সান্তনা দিতে।

(গৌতমের প্রবেশ)

গৌতম। আসিয়াছি সখা,
সত্যই কি করেছেন তোমা নির্ব্বাসিত
মহারাজ? এ বড় রহস্য বন্ধু, নিজে
হয়ে বৌদ্ধ মহারাজ, বুদ্ধ-ধর্ম্ম দ্বেষী

ব্রাহ্মণের কারাবাসে, করেছেন স্বীয়
উপযুক্ত পুত্রে নির্ব্বাসিত, ভাল যদি
একজন করে থাকে অপরাধ, হেন
দণ্ড হয়েছে বিধান যাহে, হবে লক্ষ
লক্ষ জন সদা ফলভোগী তার, অতি
চমৎকার এ বিচার। সামান্য বুদ্ধিতে
মোর এই লয় মনে, রাজ দণ্ড ছল
করি, পাঠালেন তোমা মহারাজ নব
রাজ্য অধিকার তরে; শত্রুগণ যাহে
রহে অতর্কিত ভাবে না পেয়ে সন্ধান
তব জলধির মাঝে, বলিহারি রাজ-
বুদ্ধি।

বিজ। যাই বলিহারি তোমার বুদ্ধির।
এত সৈন্য লয়ে নিঃশব্দে যাব আমি
অরাতির দেশে, আর তারা সব রবে
নিদ্রামগ্ন হয়ে. এত বড় মিথ্যা এক,
মহারাজ করিবে প্রচার, অগ্রগণ্য
ধার্ম্মিকের!

গৌতম। সত্য তবে নির্ব্বাসন তব?
ফিরিবে না কভু স্বর্গাদপি গরিয়সী
মাতৃসমা জন্মভূমি মাঝে? বড় আশা
মোর হ'ল জলাঞ্জলী। সাধ ছিল মনে
তুমি পেলে রাজ্যভার বসিতাম তব
পাশে রাজমন্ত্রী হয়ে; রাজত্ব পালিতে

তুমি সদা, আমি শুধু সকল কার্য্যেতে
তব দিইতাম সায়, আর মাঝে মাঝে
পণ্ডিতের মত কহিতাম "সাবধান
মহারাজ !" অপরূপ বাক্যের বিন্যাসে
মূর্খ ভীরুজনে করিতাম চমৎকৃত,
যেতে হবে কবে ?

বিজ। অদ্য মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে।

গৌতম। সারারাত দিন চলি আসিয়াছি সপ্ত-
গ্রাম হতে, পুনঃ এখনি চলিতে হবে
অবিশ্রান্ত পথে ?

বিজ। ফিরে যাও তবে সখা।
কেন যাবে মোর সাথে নির্ব্বাসিত হতে ?

গৌতম। হয়োনা নিষ্ঠুর বন্ধু ! আশৈশব হয়ে
তোমার প্রণয়ে বাঁধা, আজ মোরা হব
ভিন্ন ? কোন কার্য্যে তব হইনি সহায় ?
বুঝিয়াঝি, গৌরবের ডালি চাহিছ
লভিতে তুমি, একা নিজ শিরোপরি,
অংশ তার নাহি দিতে চাহ মোরে।

বিজ। মিথ্যা এ আশঙ্কা তব, জানি আমি
আমা ছাড়া রহিবেনা কভু, অসম্পূর্ণ
রবে আমার একার কার্য্য, নাহি গেলে
সাথে। বাহুবলে যদি জিনি রাজ্য দেশ,
একা তুমি ক'র জয় হৃদয় তাদের
দিয়া প্রেম ধর্ম্ম।

সৈন্যগণের প্রবেশ (জয় বিজয়সিংহের জয়)

এস সখা উৎসাহি সৈন্যগণে
এবে, বহে যায়—বিদায়ের
বেলা। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর এরা মোর।
আমা হেতু, দেয় প্রাণ অকাতরে সদা।
অপ্রতুল ধরা মাঝে হেন বীর সেনা।

(সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া।)

বিজ। বন্ধুগণ! একবার শেষ দেখা দেখে
লও মায়ে। বিদায় দেহ মা তব
অধম সন্তানে। মাগ' বড় আশা ছিল
মনে, চিরকাল সেবিব যুগল পদ,
তব তরে দিয়া প্রাণ করি ধন্য মোরে।
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি, না হলে জননী
দেখাতাম সবে এ জগতে আছে দেশ
যত, তা সবার মাঝে তুমি মহীয়সী
রাজলক্ষ্মী বলে পূজ্য সবাকার। মাগ'
জগদ্ধাত্রী অন্নদাত্রী তুমি, আপন পণ্যে
দেশে দেশে করিয়া প্রচার পালিতেছ
জগতের জনে। মাতঃ শান্তি প্রদায়িনী
তোমার শ্যামল অঞ্চল ব্যজনে ভুলে
যাই জীবনের যত দুঃখ শোক, অয়ি
ধর্ম্ম প্রসবিনী, তোমার সন্তানগণ
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম করিছে প্রচার
দেশে দেশে। অয়ি বীর প্রসবিনী

তব সন্তানের, দল কভু সহে নাই
অধীনতা অপমান, জননী গো আজি
বিদায়ের দিনে, মর্ম্মস্থল ভেদি হায়
বাহিরিছে শোকোচ্ছাস, আর না হেরিব
কভু ও চারু আনন তব, বিটপীর
স্নিগ্ধ ছায়ে বসি, আর না জুড়াব হিয়া,
প্রভাতের বিহঙ্গ কাকলী, মর্ম্মভেদী
পাপিয়ার গান, কোকিলের কুহু কুহু
রব আর না শুনিব কভু, মৃদুমন্দ
মলয়ের সনে, কুসুম সৌরভ, আর
না সেবিব কভু। তব ধর্ম্মপ্রাণ বীর
সন্তানের দল, মোর ডাকে দিবেনাক
সাড়া। কোন কর্ম্মফলে মাতঃ দিলে মোরে
এ যাতনা? কেন মাতঃ বহে অশ্রুধারা
নয়নের কোণে? কেন কাঁদ জননী আমার?
নাহি দুঃখ নির্ব্বাসনে মোর, আশিষ মা
তোমার মুরতী যেন রাজে সদা মম
হৃদয়ের মাঝে শুধু সাধিয়া তোমার
কার্য্য জীবনের শেষ হয়ে গেলে, লভিগো
বিশ্রাম কোলে তব। এস এস বীরগণ
সবে মিলি করি আজি মায়ের বন্দনা।

(সকলে মিলিয়া গীত।)

চরণ কমলে তব প্রণমি গ' জননী
আশিষ মোদের সবে চির-কল্যাণ-দায়িনী ॥

হৃদয়ে লইয়া মাগ' মোহিনী মুরতী তব,
তব কার্য্য সাধি মোরা, আজি সব ধন্য হব,
দাও মা, দাও মা শক্তি সদা শক্তি প্রদায়িনী ;
নাশ মা নাশ মা বিঘ্ন ওমা বিঘ্নবিনাশিনী ॥
অভয়া তুমি মা সদা, ভয় মোরা নাহি করি,
শমনে করিনা শঙ্কা কি ছার সে নর অরি,
মোদের শোণিতপাতে তোমার মুখ উজলি ;
দাও মা এই ভিক্ষা সে মরণে নাহি ভুলি ॥

(যবনিকা পতন।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

সমুদ্র-তট ।

গৌতম । সখা ! বহুদিন পরে স্থলে আসি, মনে
হয় যেন পাইয়াছি নূতন জীবন ।
সাগরের জল নিশিদিন উদ্বেলিত,—
নাচায়ে দোলায়ে পোতু গুলি এমনি
বিকার লয়ে আসে, যেন মনে হয়
উঠিতে নাপারি কোন মতে ; বিঘুর্ণিত
সদা হতেছে মস্তক; ভক্ষ্য ভোজ্য, লয়ে
এলে কাছে, ইচ্ছা হত ফেলে দিতে দূরে
একদিনও যায় নাই কিছু জঠরের
মাঝে, লবণাম্বুরাশি বিনা, বরং ছিল
যাহা কিছু অন্নপ্রাশনের অন্ন, বমন
করেছি তাহা । গত হল দুই দিন
তবু মনে হয় মাথা করে টল মল ;
কেন সখা হেরি সদা সাগরের জল
সচঞ্চল ? তরঙ্গের পর অবিশ্রান্ত
আসিছে তরঙ্গ, শিরে শুভ্র ফেন রাশি,
নাচিতেছে যেন পরি শত যুথিকার
মালা ।

বিজ। বোঝ নাই সখা! সেই মহাপ্রেমে
মজিয়াছে যার মন, পারে কি থাকিতে
স্থির কভু? মহানন্দে মত্ত হয়ে চলে
সে আপন মনে নাচিয়া নাচিয়া সদা,
করিতে সে আনন্দে ব্যাপ্ত চরাচরে।
গৌত। ভ্রান্ত যুক্তি তব, যদি হত সে, প্রকৃত
আনন্দের অধিকারী রাখিত সে তারে
বাঁধি নিজ সীমা মাঝে, থাকিত বিভোর
হয়ে আপন আনন্দে সদা, শান্ত মগ্ন
সুপ্ত ভাবে, নির্ব্বাণ লভিতে শেষে।
আমি বুঝি সখা, সদা অভিমান-রুষ্ট
সাগরের দেব, নিজে কিছু নাহি লন
অপরের, সেই হেতু ত্রস্ত সদা পাছে
হরে লয় কেহ তার ধন রত্নরাজি।
কিন্তু কার সাধ্য আঁটে কভু মানব-
তস্করে! যাই হক সখা, কিছু দিন
থাকি এই স্থানে ছাড় সাগরের মায়া,
পরিশ্রান্ত নাবিকের দল লভুক
বিশ্রাম এবে, এই বেলা ভূমি মাঝে।
বিজ। অতি মনোরম স্থান, অগুরু চন্দন
তরু, ছড়ায়ে সৌরভ কণা করিয়াছে
আমোদিত, শিরোপরি অবনত শাখা
নারিকেল দল, রয়েছে দাঁড়ায়ে যেন
জটা জুট বিলম্বিত সাধু, অদূরে

পর্ব্বত পশি সাগরের জলে, উচ্চ
করি গিরিশৃঙ্গ, সদা শাসিতেছে তারে,
আপনি তপন দেব সারাদিন হয়ে
দগ্ধ, জুড়াইতে হিয়া ডুবে সাগরের
মাঝে, হের সখা! কি সুন্দর সলিলে অনল
ভাব হইয়াছে তাহে! কোন দেশ ইহা
জান বন্ধু ডাকি ঐ ধীবরের দলে।

(ধীবরদ্বয়ের প্রবেশ)

উদো। ওরে মাদা, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি রে, ফেলতে না ফেলতেই যে জালভরে গেল।

মাদা। নে নে আজ যত পারিস ধরে নে আজিই তোর শেষ?

উদো। কেনরে মাদা সাগর কি তোর বাপের ধন যে তুই আজ বই আর কাল মাছ ধর্‌তে দিবিনি!

মাদা। কার ধন হয় তাই এখন দেখ, আমার ত নয়ই, আর আমার বাপের কোন কালে ছিলও না, আর হবেও না

উদো। এ ব্যাটা কি পাগল হ'ল নাকি? কি বকছিস রে?

মাদা। আমি কেন পাগল হবরে? তোর কি চোখ নেই, ওদিকে একবার তাকিয়ে দেখ দেখি, কত জাহাজ এসেছে, তীরে হাজার হাজার লোক, চুলির আগুনে মনে হচ্ছে ওদিকটাতে আগুন লেগে গেছে।

উদো। তাই ত রে মাদা কি হবে রে? এরা আমাদের মুল্লুকটা লুটে নিয়ে যাবে, সেপাই দুটো যে আমাদের দিকেই তাকাচ্ছেরে ওরে কি করবিরে?

মাদা। ওরে আয় আমরা এই বেলা মুড়ি দিয়ে একপাশে লুকুই।

(উভয়ের মুড়ি দিয়ে শয়ন।)

(ধীবরণীদ্বয়ের প্রবেশ।)

মানি। ওলো মিন্সেরা কি আজ ডুবে মরেছে নাকি, এই যে এখানে শুয়ে আছে দেখছি না।

জানি। ওগো, তোমরা এত মাছ ধরেছ, উঠে বাজারে গিয়ে বেচে ফেল না কত পয়সা হবে এখন, আর আসবার সময় আমাদের জন্যে দুপাত্র রস্‌কি কিনে নিয়ে এস।

মানি। কি হয়েছে রে মিন্সেরা, ওঠনা শিগ্‌গির, ওঠ, ওলো এদের নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে, র'স আজি তোদের ভূত ছাড়িয়ে দিচ্ছি

(প্রহার।)

উদো। ওরে মাদা, সেপাইয়ের চেয়ে এ যে এককাটি সরেশ, এরা মাগি নয়রে, সেপাইয়ের বাবা।

(উঠিয়া গায়ে হাত বুলান।)

গৌত। সখা, নহেত গতিক ভাল, উগ্রচণ্ডা
ধীবর রমণী আসি যদি দেয় রণ,
হবে উত্তম মধ্যম, ভঙ্গ দিতে হবে
রণে, এই বেলা, ত্বরা পথ দেখ বন্ধু।

বিজ। নাহি হবে তাহা কভু, অগ্রসর হয়ে
জিজ্ঞাস ওদের আসিয়াছি কোন দেশে?

গৌত। এক মুণ্ড বিনা দুই নাই স্কন্ধে মোর,
বড়ই কাতর সেটা দিতে ভয়ঙ্করা
ধীবর রমণী হস্তে, হওয়া অগ্রসর

উচিৎ তোমার, বীর সদা হয় রণে
অগ্রসর, আমি পারি যেতে তব পিছে।

বিজ। ভাল আমিই দিইব প্রাণ অগ্রে তব।

(অগ্রসর হওন)

ধীবরদ্বয়। ঐ এলরে ধরলেরে, পালা পালা মাগী পালা।

(পলায়ন।)

জানি। ওলো মানি দেখ ভাই দুইজন সেপাহি এদিকে আসছে।

মানি। ভয় কিলো! ওরা ত আর ধরে গিলে খাবে না।

জানি। ওরা কোন মুলুকের লোক ভাই—খুব বড় লোক বলে মনে হচ্ছে।

বিজ। শুভে, আসিয়াছি মোরা দৈব বশে, নাহি
জানি কোন দেশ ইহা, কেবা রাজা এই
দেশে, কি নাম তাহার, বল শুনি মোরা।

মানি। ওমা! তোমরা কেমন লোক গো, এ দেশকে আবার কেনা জানে! অত বড় মহারাজকে আবার কে না চেনে?

গৌতম। বৎসে, বিদেশী মোরা নাহি জানি কিছু।

জানি। তা আমরা অতশত জানিনা বাপু, দেশ টেশ যাহক, আমাদের পাণ্ডু দেশের রাজার মেয়ের সংবর হবে। হেগা তোমরা কি রাজকন্যার সংবর হতে এসেছ? নগরে যাওনা একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে। ওঃ ভারি ধুম গো ভারি ধুম। তা আজ না যেতে পার কাল সকালাই যেয়ো।

মানি। চুপ কর মাগি, কথা আর ফুরায় না, পণ্ডিত আর কি; হেঁগা, তোমরা মাছ নেবেগা, নাওনা খুব সুবিধা করে দিব। এত মাছ ধরে দিব যে, সব সেপাই খেয়েও ফুরাতে পারিবে না।

গৌত। বৎসে, মৎস্যাশী নহিক মোরা, জীব
হত্যা নাহি করি কভু, চাহ কত দাম ?

মানি। তা জেনে আর তোমাদের কি হবে বাপু, আমাদের সঙ্গে ন্যাকরা করছ বুঝি ?

বিজ। বৎসে, রহস্য করি নাই মোরা, লহ
দুই স্বর্ণ মুদ্রা দুই জনা, মৎস্য গুলি
দাও ফেলি সাগরের জলে, লহ মুদ্রা।

মানি! ওমা! অই তগ' তোমরা দেখছি বড়লোক, তা বড় লোকের অমন কত খেয়াল হয়, আচ্ছা মাছ ফেলে দিচ্ছি।

(জলে মৎস্য নিক্ষেপ)

বিজ। শুনিয়াছি সখা, পাণ্ডু মালাধিপ অতীব
উদার চেতা যেতে হবে রাজধানী কালি।

গৌত। বুঝিয়াছি সখা, সয়ম্বর নাম শুনে
হয়েছ অধীর, যেন ভুলনা আমায়,—
রাজকন্যা পেয়ে চল ফিরে যাই মোরা।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ধীবর দ্বয়ের অন্তরাল হইতে আগমন)

উদো। দে মাগি দে আমার টাকা দে, এ্যাঃ আমি শালা সারাদিন ধরে মাছ ধরব, আর উনি উড়ে এসে জুড়ে বসবেন ?

মানি। কে তোর মাছ নিয়েছে রে মিন্সে, তোর মাছ ত সব জলে ফেলে দিয়েছি টাকা ত আমাকে দিয়েছেরে আক্কেল খেক মিন্সে।

উদো। তোর রূপ দেখে দিয়েছে! দিবিনিত কি, তোর বাবাকে দিতে হবে।

মানি। খেংরা মুড়ো দেবো।

উদো। র বেটী আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। দাঁড়া আগে একটা ঠেঙ্গা নিয়ে আসি।

মানি। আমিও যাচ্ছি ত, তোর ঘাড় মটকাইগে।

(উদো ও মানির প্রস্থান)

মানি। ওরে জানি, তুই কি করবি রে আজ সমস্ত দিন ত কিছু জোটেনি, চ বাজারে গিয়ে রমকি কিনে নিয়ে আসি। আয় একটু ফুর্ত্তি করা যাক।

উদো। (নৃত্য)—(গীত)

(জানি)=তুইরে আমার প্রাণ, তুইরে আমার জান
তোর পয়সায় রম্‌কি কিনে, করি মোরা পান।

জানি। মিন্সে তোর মুখে আগুন নাই কোন গুণ,
কেবল নাক ডাকিয়ে থাকবি শুয়ে,
ফাটাবি মোর কান।

উদো। তোরি গুণে মরে থাকি, দিন রাত শুয়ে থাকি,
মিন্সে বলে ডাকলে পরে, হই আহ্লাদে আটখান,

জানি। মিন্সে তুইরে বড় কান, তুইরে বড় কান
ভাল কথায় ভুলিয়ে সদা নিলি রে মোর প্রাণ।

উভয়ে। তবে আয় দুজনে রমকি কিনে করি গিয়ে পান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পাণ্ডুনগর রাজোদ্যানের সম্মুখস্থ পথ।)

নগরপালের প্রবেশ।

নগর। আঃ!—কি বিপদেই পড়েছি, সয়ম্বর উৎসবে সকলেই আমোদ আহ্লাদ করছে, আর আমার এক দণ্ড বিশ্রাম কি আমোদ করবার সময় নাই। দেশ দেশান্তর হতে লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছে আয়োজনও কিছু কম করা হয় নাই স্থানে স্থানে চন্দ্রাতপে কত ভক্ষ ভোজ্য বিতরণ করা হচ্ছে, দরিদ্র লোকেরা সাধ মিটিয়ে উত্তম উত্তম খাদ্য ভোজন কচ্ছে, মধ্যে মধ্যে তোরণ প্রস্তুত করে, তাতে আবার মালা ও দীপ সজ্জিত করা হয়েছে, বৃক্ষের তলায় শ্বেত কৃষ্ণ পাথর দিয়া বাঁধাইয়ে দিয়ে পরিশ্রান্ত লোকের জন্য সুখাসন প্রস্তুত হয়েছে, তাহার পার্শ্বে ব্যজনকারীও রাখা হইয়াছে। নাট্যশালার চন্দ্রাতপের ঝালরে মুক্ত গেঁথে দিয়ে অতি সুন্দর দেখাচ্চে তার উপর সুন্দর যুবতীগণ তান-লয় সমন্বিত গানে শ্রোতাদের মন একেবারে হরণ কচ্ছে। বাটীতে উদ্যানে বৃক্ষে তোরণে চতুর্দ্দিকে লাল নীল শ্বেতবর্ণ পতাকা গুলি বায়ুতে যেন অগ্নি শিখার ন্যায় দুলে দুলে উড়ছে। জল ক্রীড়ার আয়োজন শুনেছি আরও ভাল করে করা হয়েছে, একবার সেইদিকে গিয়ে দেখা যা'ক। [প্রস্থান]

[বিজয় ও গৌতমের প্রবেশ]

বিজ। পরিক্রমি বহু পথ সখা হইয়াছি
শ্রান্ত এবে, এস কোথা লভিগে বিশ্রাম।

গৌতম। পরিহাস কর বুঝি সখা? ত্যজি বহু
বিশ্রাম আগার, পথে, পাছে কেহ পায়
তব পরিচয়, এসেছ এমন স্থানে
যথা বিশ্রামের নাহি কোন আশা তব।

বিজয়। নাহি প্রয়োজন বিশ্রাম আগারে কিছু
ক্ষণমাত্র বসি ঐ কাননের বৃক্ষ ছায়ে
ঘুচাইব পথ-শ্রম। আহা সখা দেখ
চেয়ে প্রস্ফুটিত কুসুমের শোভা ঐ
লতা মণ্ডপের গায়ে, হেথা বসি শিলা
তলে জুড়াইব হিয়া; চল যাই সখা।

গৌতম। গেলে অযাচিত ভাবে ঘটে যদি কোন
অমঙ্গল তোমা।

বিজ। বৃথা এ আশঙ্কা তব,
রয়েছে উন্মুক্ত দ্বার।—যদি থাকে কোন
বাধা, বিদেশীয়গণ কেমনে জানিবে
তাহা, নাহি দোষ কিছু।

গৌতম। ধীরে ধীরে আসে
সন্ধ্যা, এখনি ফিরিতে হ'বে সখা; চল।

[কাননে প্রবেশ ও শিলা তলে উপবেশন]

বিজ। হায় সখা পড়ে আজি মনে, রাজোদ্যানে
মম, বসি শিলাসনে হেরিতাম শোভা
প্রকৃতির, সুনীল আকাশ মাঝে কত,
নিশানাথ খেলিতেন লুকচুরি তারা-
রাজি সহ; শুভ্র মেঘ রাশি দিয়া আবরি

নিজেরে, কাঁদাতেন তা সবায়, দিয়া
পুন দেখা, হাসাতেন সবে। হাসিত
কুসুম রাশি মেখে সে চাঁদের হাসি,
চুমিয়া মলয় ফুলে, বহে যেত কোন
অজানিত দেশে, কি এক মোহিনী সুধা
ঢালিয়া পরাণে ; আজি কেন তবে সখা
স্বভাবের শোভা জাগাতেছে প্রাণে এক
অজানা অভাব, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মম ?

গৌত। সখা ! আগে আমা পেয়ে মিটিত সকল
অভাব তব, কি জানি কেন, স্বয়ম্বর
নাম শুনাবধি জেগেছে তোমার যত
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর প্রাণের অভাব,
কালি তোমা লয়ে যাব স্বয়ম্বর সভা।

রমা। বাতুল হয়েছ সখা ! নাহি জান রাজ-
কুল প্রথা, বিনা আহ্বানে স্বয়ম্বরে
যাওয়া অতিশয় হেয়।—নির্ব্বাসিত
আমি, স্বয়ম্বরে যাওয়া অসম্ভব।

গৌত। আমি হয়ে ভাট, দিব তব পরিচয়,
আপনি আসিয়া পাণ্ডু-রাজ লয়ে যাবে
সমাদরে স্বয়ম্বরে, সখা হয়ো' না
অধীর, কর শান্ত অশান্ত হৃদয় তব
হেরি প্রকৃতির শোভা ক্ষণেকের তরে।

[উভয়ে একদৃষ্টে সরোবরের দিকে অবলোকন পূর্ব্বক অবস্থান]

[অপর দিক হইতে পাণ্ডু রাজকন্যা ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ]

গীত।

আজি কেন প্রাণ আকুল আমার
গভীর বেদনা মম নাহি পারাপার ;
কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ মাঝে মাঝে
নাহি ভুলি হেরি প্রকৃতির সাজে।
কেন বাধা নাহি মানে অবোধ এ মন
বুঝি আজি হবে কোন অশুভ ঘটন।

রাজকুমারী। সখি আজ আমার প্রাণ অতি আকুল হয়েছে, মলয় বাতাসেও শান্তি পাচ্ছি না, চল আমরা লতা-মণ্ডপে গিয়া একটু বিশ্রাম করিগে।

অনু। সখি, তোমার মনোচোর আসতে না আসতেই এত ব্যাকুল হচ্চ; না জানি এলে কি করবে, বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখাই করবে না।

রাজকু। জানত সখি যতদিন পর্য্যন্ত মরণ না হচ্চে ততদিন পর্য্যন্ত একদিনও তোমাদের ছেড়ে থাকব না।

নিরু। তুমিত ছাড়চনা, তোমার বর যদি এদুটা আপদকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি না হয় ?

রাজকু। তাহলে আমিও তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি—

(অকস্মাৎ সরোবর দিকে চাহিয়া)

হের সখি সৌম্য মূর্ত্তি যুবরাজ কোন,
লভিছে বিশ্রাম বসি, লতা মণ্ডপের
শিলাতলে ; নির্নিমেষ আঁখি নেহারিছে
সরোবর শোভা ; এত আনমন সখি !
বুঝি বিরহ ব্যথায় রয়েছে ব্যথিত !

(স্বগত) একি হল মম! নাহি পারি নিবারিতে
আঁখি; চল যাই মোরা এ কানন হ'তে।
সখি ধর ধর আমা

(সখীদ্বয়ের বক্ষে নির্ভর)

অনু। ডাকিব কি রক্ষীগণে!

রাজকু। নানা ডেকোনা তাদের, নাহি প্রয়োজন।
আর একবার দেখি সখি পারি যদি
ফিরে যেতে গৃহে।

নিরু। হ'য়না কাতর সখি
হেন কমনীয় দেহ সম্ভবে কি কভু
অশিষ্ট জনের?

[বিজয়সিংহ অকস্মাৎ রাজকুমারীকে অবলোকন পূর্ব্বক]

বিজ। সখা একি, কোথা মোরা
এবে! কোথা হতে এলএই অপরূপ
সৌন্দর্য্যের ডালি! কেন ধায় মম মন
আজি পিইতে ও মধু! কেন হেরিতেছি
কাতরা বালায়? যাও সখা জেনে এস
কি কারণ আনত-বদনা বালা ম্লান মুখী
এবে; প্রাণ বিনিময়ে হয় যদি কোন
উপশম, এখনি সাধিব তাহা আমি।

গৌত। ধৈর্য্য ধর সখা, নহি পরিচিত মোরা;
কেমনে কহিব কথা পুরাঙ্গনা সনে।

বিজ। বিচারের নহেক সময় হিয়া মোর
যায় বুঝি ভেঙ্গে; হায় সখা নিদাঘের

তাপে, বিকচ পঙ্কজ যথা হয়ে জ্যোতি
হীনা, না পারে হেরিতে দিন নাথে, সেই
মত হেরিতেছি বালে ; অহো নিজ সখি
অঙ্গে শোভে বালা বিকসিত কুন্দপুষ্প
যথা হয় বিকীরিত চম্পকের দামে।
কেন বিধি লয়ে যাও মোরে মৃগ তৃষ্ণা
মাঝে, যদি না মিটাবে কভু আশা মম !

(অবনত মস্তকে অবস্থান)

অনু। রাজকুমারি অপরিচিত যুবাকে দেখে এত কাতর হওয়া কি তোমার উচিত হচ্চে? কি কুক্ষণেই আজ কাননে আসা হয়েছে।

রাজকু। সখি, আমি যে কিছুতেই শান্ত হতে পারছি না, হায় আমার জীবন কেন এখনই শেষ হল না।

অনু। দেখ নিরূপমা রাজকুমারী যে রকম কাতরা হয়েছেন এখন আশ্বাস দিয়ে রাজবাটীতে ফিরিয়ে নেযেতে পাল্লেই ভাল হয়। কোন উপায়ে ঐ যুবকের পরিচয় নিতে হবে ; যদি কোন রাজা কিংবা রাজপুত্র হয়, তাহলেই সব গোল মিটে যাবে। উনি কাল স্বয়ম্বর সভায় এলে, রাজকুমারী আর কারু পানে না চেয়ে একেবারে ওঁর গলায় মালা দিবেন।

(গৌতমের অগ্রসর হওন)

এই যে ওঁর সঙ্গীটি এই দিকেই আসচেন না ? পরিচয় নিতে আর দোষ কি ?

(অগ্রসর হওন)

গৌত। ভদ্রে, আমরা না জেনে এই কাননে প্রবেশ করেছি

নিরু। মহাশয়, কাননে আসতে আমরা কাহাকেও নিষেধ করি নাই। পাণ্ডুরাজকুমারী আমাদের সঙ্গে এই কাননে এসে হঠাৎ পীড়িতা হয়েছেন; মহাশয়েরা যদি এই কাননের বাহিরে গিয়া আমাদের বাহক ও রক্ষীগণকে সংবাদ দেন তাহলে বিশেষ উপকৃতা হই। আপনারা বোধ হয় স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে এই নগরে এসেছেন?

গৌত। না দেবি! আমরা নিমন্ত্রিত হয়ে আসি নাই।

নিরু। আপনার সঙ্গীর আকৃতিতে ও পরিচ্ছদে রাজকুমার বলে মনে হয়, উনিও কি স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে আসেননি?

গৌত। দেবি! আপনার অনুমান যথার্থ হয়েছে; আমার সহচর, বঙ্গাধিপ মহারাজ সিংহবাহু পুত্র বিজয় কুমার, কিন্তু উনি কেবল দৈব-বশেই এ নগরে উপস্থিত হয়েছেন।

নিরু। মহারাজ সিংহবাহুর নিকট কি নিমন্ত্রণ পাঠান হয় নাই? হলেও বোধ হয় আপনারা জ্ঞাত নন, যাই হ'ক উনি যখন রাজকুমার ওঁর মর্য্যাদা রক্ষা হওয়াই উচিত; রাজকুমারী স্বয়ং কুমারকে স্বয়ম্বর সভায় নিমন্ত্রিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আশা করি, তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা হবে।

গৌত। দেবি! অধিক আর কি বলিব আমার সখা এই নিমন্ত্রণ সংবাদ পেয়ে মৃত দেহে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হবেন। তিনি রাজকুমারীর নিমিত্ত অতিশয় কাতর হয়েছেন।

নিরু। তবে, উভয়েই এক ব্যাধিগ্রস্ত। আচ্ছা আপনারা এখন কাননের বাহিরে যেতে পারেন; কিন্তু দেখবেন যেন ভুলবেন না, কাল আপনার সখা যেন নিশ্চয়ই সয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন।

গৌত। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

(বিজয়ের নিকট আগমন)

কুমার! আপনি প্রজাপতি, কোন ছলে
সাধে নিজ কার্য্য, নহে বোধ-গম্য তাহা
সামান্য এ মানব বুদ্ধিতে। শত শত
রাজগণ সেধে ছিল সিংহ-বাহু রাজে
সমর্পিতে কন্যা তব করে। একদিন
চাহ নাই সখা প্রেমের নিগড় নিজ
পায়ে পরাইতে। অদৃষ্টের বশে কোথা
হতে লয়ে এল তোমা পাণ্ডুমালা দেশে,
ক্ষণিকের তরে হেরি পাণ্ডু রাজকন্যা,
একেবারে জর্জ্জরিত প্রণয় বিকারে!

বিজ। সত্য সখা ঘেরিয়াছে মোরে প্রণয়
বিকার ঘোর; হও তুমি রাজবৈদ্য
এবে, দাও হেন মহৌষধি সুশীতল
হয় যাহে অঙ্গ মোর, বল সখা বল,
আছে কি আশ্বাস মম কিছু! মিটিবে কি
এ পিয়াসা মোর?

গৌত। অচিরে মিটিবে আশা
তব। হইয়াছ নিমন্ত্রিত যোগ দিতে
স্বয়ম্বর সভা। আপনি রাজবালা
সাদরে ডেকেছে তোমা পরাইতে কণ্ঠে
ফুলহার স্বয়ম্বর মাঝে। চল যাই

এ কানন হতে, রাজবালা রক্ষীগণে
দিতে ডেকে।

(রাজ কুমারীকে দৃষ্টিপূর্ব্বক)

বিজ। যাব আমি প্রাণ মম রাখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

রাজকু। চলে গেল সখি না শুধায়ে কারে, হায়
সখি কি কঠিন প্রাণ তব কেমনে
বিদায় দিলে তারে।

নিরু। হ'য়োনা কাতর
কালি তুমি পাবে দেখা স্বয়ম্বর মাঝে
চল এবে ফিরে যাই মোরা গৃহে সখি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডুরাজ-কুমারীর স্বয়ম্বর সভা।

পাণ্ডুরাজ, অঙ্গাধিপতি, কলিঙ্গাধিপতি, চেলরাজকুমার, মিথিলাধিপতি, মৌর্য্যাধিপতি, অন্যান্য রাজা ও রাজকুমারগণ, ভাট, দূত ও রক্ষীগণ ও অন্যান্য সভাসদগণ উপস্থিত।

পাণ্ডু। স্বাগত হে রাজগণ এই সভা মাঝে,
স্বাগত হে রাজস্থতগণ স্বয়ম্বরে,
আমন্ত্রণে সবে ছাড়ি নিজ রাজ্য দেশ,
অতিক্রমি বহুপথ সহি কত ক্লেশ

এসেছেন এ দীন ভবনে আজি। অতি
ধন্য হইয়াছি আমি, করেছেন ধন্য
মম পুরী। আকিঞ্চন সদা, যাহে হয়
সবাকার মর্য্যাদা রক্ষিত। কিন্তু ত্রুটি
মম পদে পদে, ক্ষম অপরাধ মম।

কলি। নাহি কোনত্রুটি তব পাণ্ডু মালাধিপ।

পাণ্ডু। দূত ! আমন্ত্রিত রাজগণ সমাগত
সবে, স্বয়ম্বর কাল উপস্থিত, লয়ে
এস প্রাণাধিকা তনয়ারে মোর।

কলি। রাজন !
বহু রাজা রাজপুত্রগণ, হয়েছেন
সমবেত। কি কারণ নাহি হেরি আজি,
সিংহ বাহু রাজা কিম্বা কুমার তাহার ?
শ্রীহীন এসভা বিনা সেই রাজ শ্রেষ্ঠ,
কিম্বা বংশধর তাঁর। নিমন্ত্রিত হন
নাই তাঁরা ?

পাণ্ডু। পাঠায়েছি নিমন্ত্রণ যথা
যোগ্য ভাবে। সিংহবাহু রাজা এবে শোক
ভারে নিতান্ত কাতর, নিজ সুতে করি
নির্ব্বাসিত।

কলি। অতি নিদারুণ বাণী। সত্য
এ সংবাদ ? এত বিচক্ষণ হ'য়ে এত
ভ্রান্ত তিনি !

অঙ্গ। মহারাজ ! আসি নাই মোরা

শুনিবারে সিংহবাহু গুণ গান কিম্বা
অপবাদ তার। উপস্থিত রাজগণ
মাঝে কন্যা আসি বরিবেক যারে, সেই
হবে গুণবান।

(রাজকুমারী ও সখীদ্বয়ের প্রবেশ)।

পাণ্ডু। ভাল, ভাটগণ তবে
দিন পরিচয় কুমার ও রাজগণে।

১ম ভাট। হের আঁখি মিলি রাজবালা, অগ্রে তব
অঙ্গদের রাজ, শৌর্য্যে বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ ধরা
মাঝে, পরম ধার্ম্মিক ইনি, রাজ্যে এঁর
জ্ঞানবান তপস্বী ব্রাহ্মণ নিরুদ্বেগে
রত সদা ব্রহ্মের সাধনে। প্রজাগণ
লয়ে ধনধান্য স্বেচ্ছাক্রমে দেয় রাজ
কোষে; রণ মত্ত শতাশত হস্তী, রাজা
করেন পালন সহ সৈন্য অগনন,
সমরে দুর্ব্বার সবে। বর এই রাজে।

২য় ভাট। যদি চাও বালা উপহার পৃথিবীর
শ্রেষ্ঠ ধনরত্ন, প্রবাল আর হীরক
আকর, বর বালা চেল রাজকুমার,
নিজ রতন ভাণ্ডার করেন রক্ষণ
যিনি নিজ বাহু বলে, যাঁর রত্নরাজি
প্রভা ছড়ায়ে পড়েছে দেশ দেশান্তর,
আকৃষ্ট বিদেশী পণ্যজীবী জগতের
চারি ভিত হ'তে হ'য়ে, মুগ্ধ তার লোভে।

৩য় ভাট। ইনি মৌর্য্যরাজ, শত্রুর পীড়নকারী
রণে, নাহি সমতুল্য কেহ রূপে গুণে।
মুগ্ধ প্রজাগণ, সদা পুলকিত মনে
নাহি করে ব্যতিক্রম দৃঢ় রাজ বিধি,
তস্করতা হইয়াছে অপহৃত রাজ্য
হতে, বিদেশী বণিক আসি, রাখি পণ্য
রাজপথে, নিদ্রা যায় সুখে; সমৃদ্ধির
নাহি সীমা, হও মৌর্য্য-রাজ-লক্ষ্মী দেবী!

৪র্থ ভাট। ইনি মিথিলার পতি, পবিত্র এ রাজ
কুল, অনাদি অনন্ত কাল হ'তে পূজ্য
সদা ধরামাঝে। দেবগুণ পরিতুষ্ট,
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দৈব অধিতাপ,
নাহি জানে প্রজাগণ কভু, অকাতরে
দেয় প্রাণ শত্রু আগমনে; দাও মালা
রাজবালা এঁরে।

৫ম ভাট। বর বালা কলিঙ্গের
অধিপতি, বীর জাতি মাঝে বীর রাজা।
শিশু বৃদ্ধ যুবা নাহি ডরে শমনেরে।
শাল প্রাংশু মহাবাহু, যার বাহুবলে
ত্রস্ত সদা,—

(অকস্মাৎ কোলাহল)

কিসের ওই কোলাহল!

(গৌতম ও বিজয়কুমারের প্রবেশ)।

(স্বগত) কেবা এই দীপ্তিমান দ্যুতিমান যুবা,

রূপের প্রভায় যার হয়েছে মলিন
রাজগণ।

রাজকুমারী। (স্বগত) এসেছে কি বিজয়কুমার
রাখিয়াছি প্রাণ শুধু তার আশে।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

পাণ্ডু। কেন হ'ল অচেতন তনয়া আমার?
ত্বরা লয়ে এস রাজবৈদ্য। বৎসেগণ
কর সেবা পরম যতনে যাহে হয়
জ্ঞানের সঞ্চার, কর সলিল সিঞ্চন।

বিজয়। (রাজকুমারীর নিকট আগমন পূর্ব্বক)
আমিও রেখেছি প্রাণ শুধু আর একবার
হেরিতে তোমায়। কেন আছ শুয়ে
ধরাতলে? উঠ দেবী কর সম্ভাষণ।

পাণ্ডু। বাতুল এ যুবা, কাহার উদ্দেশে কহে
অসংলগ্ন প্রলাপ বচন। নাহি দেয়
পরিচয় মোরে।

অঙ্গ। আমি জানি পরিচয়,
রাজা সিংহবাহু পুত্র বিজয় কুমার
আপাততঃ নির্ব্বাসিত ইনি। রাজবিধি
অনুসারে হ'য়ে নির্ব্বাসিত, কেমনে
এসেছে এবে সম্রাজের মাঝে? বুঝি
করিয়াছে প্রতারিত তব তনয়ারে,
বামন হইয়া আশা লভিতে সুধাংশু!

কলি। ক্ষান্ত হও অঙ্গ অধিপতি, বৃথা নিন্দ

বিজয় কুমারে, আপনি মিলান বিধি
যোগ্যেতে যোগ্যেতে, স্বেচ্ছায় বরেছে বালা
আপনার পতি, পুনঃ স্বয়ম্বর সভা
কিবা প্রয়োজন? ভঙ্গ হ'ক এই সভা।
আপনি মাধবীলতা বেড়িয়াছে তরু
সহকারে।

অঙ্গ। ফিরে নাহি যাব মোরা তব
আজ্ঞামত। শুনি পাণ্ডু রাজের কি মত?

পাণ্ডু। (স্বগত) যোগ্য পতি বটে কিন্তু নির্ব্বাসিত যুবা।
(প্রকাশ্যে) শুন রাজগণ, ধরণীর শ্রেষ্ঠ রাজ-
বংশে জন্ম কুমারের, তস্কর সদৃশ
যুবা পশি মম অন্তঃপুরে, ভুলায়েছে
সরলা বালায়। লভিতে যে চায় তারে
দিয়া কলঙ্কের ডালি বংশে মম, হেন
হীন জনে রাজদণ্ডে করিব দণ্ডিত।
নির্ব্বাসিত যেই যুবা ধরা মাঝে স্থান
কোথা তার? নিমন্ত্রিত রাজগণ বিনা
নাহি দিব কন্যা। কিন্তু তনয়া আমার
রয়েছে পীড়িতা এবে, যথাকালে পুনঃ
স্বয়ম্বর সভা করিব ঘোষণা; বৎসে
লয়ে যাও এরে অন্তঃপুরে; রক্ষী-
গণ, বাঁধ এই নির্লজ্জ যুবারে ত্বরা।

(সখিদ্বয় ও রাজকুমারীর প্রস্থান।)

কলি। শান্ত হন মহারাজ, হটকারিতার

কিবা প্রয়োজন। নির্ব্বাসিত হলেও
কুমার আমি বন্ধু তার, যদি স্পর্শে কেহ
কেশাগ্রের ভাগ, হবে চির শত্রু মোর।

বিজ। সাধু, সাধু, কলিঙ্গের পতি, বাঁধিয়াছ
চির কৃতজ্ঞতা পাশে। নাহি প্রয়োজন
কলহের পাণ্ডুরাজ সনে। হে রাজন্!
বিচার করুণ অগ্রে মম অপরাধ;
পশি নাই তস্কর সদৃশ তব গেহে,
আসি নাই স্বয়ম্বরে বিনা আমন্ত্রণে।
অকস্মাৎ, কানন মাঝারে হেরি তব
তনয়ায়, পশিয়াছে মরমের মাঝে
সে পবিত্র রূপ রাশি। শুধু হেরিয়াছি
তায় নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে। জানি আমা
রাজপুত্র সহচরী পাশে, করিলেন
নিমন্ত্রিত মোরে, তব প্রতিনিধি হয়ে।—

পাণ্ডু। আমন্ত্রণ পাঠাইতে রাজগণে, আছে
শুধু মম অধিকার। লজ্জাহীনা মম
তনয়ার আচরণে অতি সন্তাপিত
আমি। কিন্তু নির্ব্বাসিত তুমি, নাহি স্থান
তব রাজবালা স্বয়ম্বরে কোন মতে।

বিজ। শুন তবে পাণ্ড্যমালাধিপ! নির্ব্বাসিত
সত্য, কিন্তু আছে চতুরঙ্গ বল সদা
সঙ্গে মোর, যদি ইচ্ছা হয় মম, এই
দণ্ডে করি অধিকার তব রাজ্য দেশ।

ধরা মাঝে নাহি হেন স্থান, যথা রুদ্ধ
মম অধিকার! যদি বন্দি কর মোরে
রাজা, মম অনুচর প্রত্যেকেই সম-
তুল্য বীর; মুহূর্ত্তেকে পশি, রাজ্য তব
দিবে ছার-খার; উপস্থিত রাজগণ
যদি হয় সম্মিলিত না পারে রক্ষিতে
তোমা। শুধু তব তনয়ার তরে নীরবে
সহিব যদি কর শত অপমান, পিতৃ-
সম মানি তোমা প্রভু।

পাণ্ডু। জানিলাম আজি,
ব্যভিচারিণী কন্যা মম কলঙ্কের মূল।
কিন্তু নহে ভীত তব আস্ফালনে, নাহি
দিব কন্যা তোমা। যদি ত্বরা পুনঃ পাই
তব যোগ্যতার পরিচয়, লভ যদি
কোন রাজ্য দেশ নিজ বাহুবলে, হয়ে
নিমন্ত্রিত, যোগ্যভাবে আসি লভ কন্যা
মম, এবে যাও ফিরি নির্ব্বাসনে যুবা।

গৌত। সখা! ভিক্ষুকের সম হয়ে বিতাড়িত
এখনও দাঁড়ায়ে আছ? এস সখা এস।

(বলপূর্ব্বক আকর্ষণ)

রাজা। কুক্ষণে আহুত সভা ভঙ্গ হ'ক এবে।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডুরাজ-অন্তঃপুর রাজকন্যা, অনুপমা ও নিরুপমা।

অনু। সখি, তোমার উষ্ণ শ্বাসে আমার মুখ জ্বলে যাচ্চে। একবার স্থির হও কেন এত উতলা হচ্চ, তাঁর ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তি কখনই একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন না।

রাজকু। আর বৃথা মোরে দিওনা আশ্বাস সখি,
আমা হারা হয়ে সে, যে, হারায়েছে জ্ঞান
তার। কে দিবে সান্তনা তারে, বন্ধুহীন
গৃহহীন রাজার কুমার! অভাগিনী
আমি, কেন নিরখিলে মোরে প্রিয়তম?
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে যাই তথা যথা
আছ তুমি, কেমনে যাইব নাথ আমি
পুরবালা! যদি নাহি পাই দেখা তব
হৃদয়েশ, আঁকিয়া মুরতি তব হৃদয়ের
মাঝে, পুজিব হে সদা। শুনিয়াছি তুমি
বীর ধরা মাঝে, লয়ে নিজ সৈন্যগণে
কর মুক্ত মোরে এই কারাবাস হতে।
ধিক্ মোরে পাপিয়সী আমি, করি
বাঞ্ছা পিতৃ অমঙ্গল এবে। মরণই
মঙ্গল মোর।

(অবনতমস্তকে অবস্থান।)

নিরু। সখি, একটু প্রকৃতিস্থা হও স্বয়ং মহারাণী তোমায় সংবাদ নিতে এই দিকেই আসচেন।

(পাণ্ডুমালা রাণীর প্রবেশ ।)

রাণী । হেন দশা কে করিল তনয়ার মোর ;
আলুলায়িত-কেশা, বিবশা পাগলিনী
প্রায়, স্পন্দন বিহীন আঁখি, বাহ্যজ্ঞান
শূন্যা । জানে নাই বালা আসিয়াছি আমি,
কি বলে সান্তনা দিব বাছারে আমার ?
কেমনে জানাব তারে পাণ্ডুরাজ ইচ্ছা
পুন স্বয়ম্বর সভা হয় আয়োজন
রাজগণে করিতে সন্তোষ ! হ'ল দায় ।

অনু । মহারাণী আপনি বুদ্ধিমতী হয়ে সখীকে যদি এই সংবাদ দেন, তাহলে নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘট'বে রাজ্ঞী, আমরা আর আপনাকে কি বুঝাব ।

রাণী । একবার ডেকে দেখি যদি দেয় সাড়া,
ইন্দুবালা ! উঠ হের জননীরে তব ।

রাজকু । ক্ষম অপরাধ মাতঃ হেরি নাই তোমা,
সেই ধ্যানে আছি মগ্ন হয়ে । কি কারণ—

রাণী । ছিছি বৎসে ছাড় তার আশ, কুলে কালি
দিয়'না তনয়া । রাজবংশে জন্ম তব
উপস্থিত রাজগণ শুধু উপযুক্ত
তব । নির্ব্বাসিত যুবা, আসি লয়ে যাবে
তোমা ? স্থান কোথা তার ? পোত মাত্র
আশ্রয় যাহার, কোথা তার জীবনের
আশা ! মগ্ন হয় পোত সদা ঝঞ্চা বায়ে ।

রাজকু । মাতঃ, মাতঃ হেন নিদারুণ বাণী শুনি

ইচ্ছি মরিবারে। বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা
কি অভাব তার বসুন্ধরা মাঝে? কিন্তু
দৈব যদি হয় প্রতিকুল, যদি বায়ু
ভরে মগ্ন হয় পোত; হা বিধাতঃ এই
আছে মনে, তার আগে লয়ে যাও মোরে।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

রাণী। একি হল, একি হল, বাছা যে আমার একেবারে মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল। ওঃ আমার কি নিষ্ঠুর প্রাণ, যে কোমল-প্রাণা রাজকুমারীকে এমন করে যাতনা দিলাম।

অনু। নিরু, তুমি একবার সখীকে দেখ। মহারাণী, সখীর অবস্থা যে রকম হয়েছে তাতে আর, সখীকে বিজয়কুমারের আশা হতে কিছুতেই নিরস্ত করা যেতে পারে না। রাজকুমারী অহরহ তার চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, শরীর যে রকম কৃশ হয়ে গেছে বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচবেন না মা, শীঘ্র কোন উপায় করুন।

রাণী। তোমরা রাজকুমারীকে যথার্থই সহোদরা অপেক্ষা ভালবাস, বাছা এজীবনে আর তোমাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারব না। রাজবালার অবস্থা যে রকম সঙ্কটাপন্ন হয়েছে তাতে আর কোন ক্রমেই, কোন কঠিন কথা বলা হবেনা। তোমরা যেরূপে পার ওকে সান্তনা দিতে চেষ্টা কর; আর আমিও যে রকমে পারি মহারাজকে স্বয়ম্বর আয়োজন হতে নিরস্ত করব। এই যে, জ্ঞান পুনরায় ফিরে আসছে, আমারে দেখলে এখনি কাতর হবে; মা তোমরা বাছাকে দেখ, আমি এখন যাই। (প্রস্থান)

অনু। দেখ নিরূপমা, এদের মিলন না হ'লে নিশ্চয় বিপদ ঘটবে। কোন সদুপায় কর, যাতে অন্ততঃ এরা উভয়ে পরস্পর সংবাদ পায় আর মনের ইচ্ছা উভয়ে উভয়কে জানাতে পারে; তাহলেও কিছু শান্তি পাবে।

নিরূ। দেখ ভগ্নি রাজপুরীর নিকটে আমার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আত্মীয় আছে, সে অতি বিশ্বস্ত, রাজকুমারী যদি কোন রকমে একখানা পত্র লিখে দিতে পারেন তাহলে সে নিশ্চয়ই বিজয় কুমারকে দিয়া আ'সতে পারে।

অনু। সেই ভাল কথা, রাজকুমারী! একবার উঠ তোমার আশা শীঘ্রই মিটাব। শোন, আমরা তোমার জন্য কি উপায় করেছি, একবার শান্ত হয়ে বস, সুসংবাদ শুনে আহ্লাদিতা হও।

(রাজকুমারী উপবেশনপূর্ব্বক)

রাজ-কু। বৃথা চেষ্টা তব ভুলাতে আমার মন,
সেকি আর আসিবেল' ফিরে—চলে গেছে
আমা তরে হইয়া লাঞ্ছিত। অভিমানে
ক্ষোভে গেছে ছাড়ি এই দেশ, তোমরাও
ছাড় মম আশা, কিহেতু রাখিব প্রাণ
বিনা সেই প্রাণেশ্বরে? আমি গেলে চলি
সে যদি আসে ফিরে কভু, ব'ল সখি
ব'ল তারে, তারই নাম করে জপ
মালা, হয়েছিল শ্বাস রোধ মোর। পারি
সখি মরিতে এখনি, যদি শুধু আর
একবার তারে হেরি এ নয়নে মম।

নিরূ। আর বৃথা কেন ভাব সুবদনী, আশু

পুরাইব মনসাধ। পত্র লিখি মনভাব
জানাও তাঁহারে, দেখি কেমনে সে
রসরাজ নাহি আসে হেথা, আপনি
প্রেমের ফাঁদে দিইবেন ধরা। আমার
আত্মীয়, লয়ে যাবে পত্র তার পাশে।

রাজ-কু। সখি, মনে হয় ভুলে গেছি ভাষা, মনে
মনে তবু, কহিতেছি কথা তাঁর সনে
এক অব্যক্ত ভাষায়, এক বিন্দু তার
নাহি পারি প্রকাশিতে।

অনু। কর চেষ্টা, চল
যাই নিরজন মাঝে, বাঁধ নিজ মনে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্রতীর।

বিজয়কুমার ও গৌতমের একপার্শ্বে চিন্তিতভাবে অবস্থান,
জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। অর্থের লোভে অন্ধকার রাত্রে একলা সমুদ্রের ধারে এসে, ভাল করিনি। ওখানে শ্মশান, ওখানে মশান, মনে হ'চ্ছে যেন সর্ব্বদাই কে সঙ্গ নিয়েছে। আঃ কি বিপদ। একেতে এক পা এগুতে তিন পা পেছুই তার উপর আবার বালিতে পা দুটা দশ মন ভারি হয়েছে; ফিরে যাওয়াই ভাল, ফিরবোই

বা কি করে? অনেক দূর এসে পড়িছি। যাই হ'ক চোখ কান বুজে রাম রাম করতে, করতে, আর একটু এগুনো যাক। রাম, রাম, রাম, রাম ঐ যে গো—ওখানে কে—দাঁড়িয়ে রয়েছে না! ও বাবা—ধড়টাই কেবল চক্‌চক্ কচ্ছে। গেছি গো গেছি! একেবারে কন্ধকাটার হাতে প'ড়তে হ'ল—রাম! রাম! রাম! (চক্ষু মুদিয়া উপবেশন)।

গৌত। সখা অদূরেই শুনিয়াছি মনুষ্যের বাণী,
হেন নৈশ অন্ধকারে; কেবা আসে
সাগরের তটে বিনা দুষ্ট অভিসন্ধি;
বোধ হয় পাণ্ড-অধিপতি পাঠায়েছে
চর, তব করিতে সন্ধান, অতর্কিত
ভাবে তোমা করি আক্রমন, লবে নিজ
অপমান প্রতিশোধ। হেন ঔদাসীন্য
উপেক্ষার ভাব নাহি সাজে এসময়ে।

বিজ। সুশীতল সমীরণে না জুড়াল জ্বালা
মম আজি; যে দিকে ফিরাই আঁখি শুধু
হেরি সেই মুখছবি, যুক্ত ইন্দ্রধনু
সম ভুরু আয়ত লোচন পরে,হেরে
ছিল বালা শরক্লিষ্ট প্রণয়ীরে তার
হেরে যথা সরলা হরিণী কাতরতা-
পূর্ণ দীন করুণ নয়নে; এলায়িতা
বেণী, কুচভারে ঈষৎ নমিতা বালা
করযুগে লয়ে বরমাল্য, আলেখ্যের
প্রায় ছিল দাঁড়াইয়া, বিকসিত স্থল-

পদ্ম যথা বায়ু-ভরে হ'য়ে ভগ্ন-শাখা,
হয় ধরাশায়ী, আবেগের ভরে, আমা
হেরে বালা পড়িল লুটায়ে ধরামাঝে ;
এখনও রয়েছে গাঁথা সেই মধুমাখা
কথা হিয়ার ভিতর। দেবতা দুর্লভ
নিধি এলো অযাচিত ভাবে, অভিমানে
ফেলে দিয়ে তায় কেমনে এসেছি চলি
ভুঞ্জি এবে শত বৃশ্চিকের জ্বালা, ছেড়ে
দাও'সখা যাব আমি পাণ্ডু-রাজ গৃহে,
যদি করে বন্দী, সেও ভাল তবু রব
তার পাশে।

গৌত। এত মত্ত নারী প্রেমে! বিধি
হেন তীক্ষ্ণ উপাদানে গঠে ছিল নারী
মুখ, হেরিলেই নর তারে দেয় ঢালি
উগ্র হলাহল প্রাণ মাঝে! আকৃষ্ট
সতত নর পতঙ্গের প্রায় নারী
বহ্নি মাঝে! হয়েছে কি হিতাহিত জ্ঞান
তিরোহিত তব? সম্মুখে তোমার আছে
মহান কর্ত্তব্য, অসম্পন্ন রাখি তায়
ভুলিলে হে কামিনীর বিলোল কটাক্ষে?
অগ্রে তব আছে শক্র ; ন্যস্ত তোমা হস্তে
অসংখ্য জীবন ভার, তব অনুচর
আর কত শত বঙ্গ-ললনার, মগ্ন
এবে রমণী মায়ায়? সখা একবার

মনে কর প্রভুর আদর্শ, পরহিত
ব্রতে, নিজ রূপসী রমণী, শশিকলা
সম সুতমায়া-পাশ, অনায়াসে ছেদি,
চলিলেন গৃহ হতে। বৃথা এ রোদন
মম, একবার ফিরে চাহ সখা।

বিজ। সখা,
আপনার পেয়েছি ফিরায়ে, মধুময়
তব বাণী, ঢালিয়াছে মৃতসঞ্জিবনী
সুধা প্রাণে। প্রভুর আদর্শে জেগেছে
কর্ত্তব্য জ্ঞান মম। অজ্ঞান তিমির
আচ্ছন্ন জনে, লয়ে আনি জ্ঞানালোকে
শিখাইব জীবনের মূল্য, পশিয়া
তাদের মাঝে পারি যাহে বিন্দু মাত্র
নিবারিতে জীবনের ক্লেশ, হেন কার্য্যে
সঁপিব জীবন আজি ; তবু স্মৃতি তার
ভুলেও যে পারিনা ভুলিতে, এ জনমে
বুঝি নাহি হ'ল দেখা।

গৌত। ভুলিও না এবে,
আছে অগ্রে গুপ্ত শত্রু তব অপেক্ষায়,
হেরিতেছি তারে, হের রয়েছে অদূরে।

বিজ। কোথা শত্রু, রণসাধ মিটাব এখনি।

(অগ্রসর হওন)

বাঙ্ক। ও বাবা এযে কন্ধকাটা ভূত নয় এযে সেপাই ভূত, হে বাবা সেপাই ভূত আমায় মেরনা বাবা। আমি কিছু জানিনা বাবা

আমার কোন দোষ নেই বাবা। হায় হায় কেন অর্থের লোভে রাজকুমারীর পত্র নিয়ে আসতে রাজি হলাম। কে বিজয়সিং আমি তার বাপ চৌদ্দ পুরুষকেও চিনি না কেন মেয়েমানুষের কথায় ভুলে তার কাছে আসতে রাজি হলাম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাবা।

বিজ। কে তুমি ব্রাহ্মণ কার পত্রের কথা বলছিলে ?

ব্রাহ্ম। হ্যাঁগা তুমি মানুষ না ভূত আগে সত্যি করে বল।

বিজ। ভয় নাই ব্রাহ্মণ, পত্র কাকে দিবে বিজয়সিংহকে ? আমায় দাও।

(পত্র গ্রহন)।

গৌত। (স্বগত) আবার বিপদ কি ঘটে দেখা যাক।

বিজ। সখা দীপ শীখা কর প্রজ্জলিত ত্বরা।

(গৌতমের দীপ জ্বালন।)

ভাসিতেছি নয়নের জলে, না পারি
হেরিতে কিছু, তুমি ত্বরা কর পাঠ।

(পত্র পাঠ।)

"হে বীরচুড়ামণি ! যদি নাহি দাও
পুনঃ দেখা ত্যজিব জীবন। বৎসরেক
তবু রব আমি তব আশে, পূজিয়া
মুরতি তব মম হৃদি মাঝে। নাহি যদি
লয়ে যাও দাসীরে তোমার বৎসরান্তে,
ত্যাজি কায়া করিব তোমার তপ, জন্ম-
জন্মান্তরে পাই যেন তোমা প্রভু ভাবে।"

বিজ। অহো! এই লিপি পাঠে পেয়েছি দ্বিগুণ
শক্তি। দেখায়েছে রাজবালা গন্তব্য
পথ মম। বৎসরেক মধ্যে করি নিজ
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত লয়ে যাব তাঁরে; সেই
ভাল। কিন্তু কেমনে কাটাব অনন্ত
যুগ ব্যাপী একটি বৎসর। চল সখা
শিবির মাঝারে করি আয়োজন যাহে
কালি মোরা করি যাত্রা প্রতিষ্ঠিতে নব
রাজ্য; হে ব্রাহ্মণ, লহ দুই স্বর্ণমুদ্রা,
এস মোর সাথে দিব প্রত্যুত্তর পত্রে,
লয়ে যেও এমনি বিশ্বস্তভাবে তাহা।

ব্রাহ্ম। তা যাচ্চি বটে, কিন্তু আপনারা যে বিজয়-কুমার-সিং, আগে তাঁর প্রমাণ দিন, তবে পত্রখানা নিন, নাহ'লে আমায় ফিরিয়ে দিন।

(সকলের প্রস্থান)।

(যবনিকা পতন।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তাম্রপর্ণ সমুদ্রতীর।

কুমার ও অনুচরগণ অচেতনভাবে শায়িত।

কুবেণীর প্রবেশ।

গীত।

মিশেছে আকাশে সুনীল সাগরে
মহা প্রেমে মুগ্ধ ভুঞ্জনায়!
অদূরে শিখর চুমিয়া অম্বর
প্রেমে স্তব্ধ হ'য়ে রয়॥
হৃদয়ে হৃদয় মিশাবার তরে,
কত উচাটন, প্রাণ মম করে;
এমনি মিলন ক্ষণিকের তরে
করিবে জীবন মধুরময়॥

কুবেণী। ব'য়েছে যে ঝড় সাগরের প'রে, বহে
মম হৃদিমাঝে তার চেয়ে, কি ভীষণ
দুর্য্যোগ! দিবারাত্র শুধু এক তমসা
আচ্ছন্ন। ঘন কৃষ্ণ মেঘরাশি কোথা হ'তে
আসি উড়ে, স্তরে স্তরে হ'য়ে সন্নিবিষ্ট,
ঘেরে ফেলে অনন্ত আকাশ; যেই দিকে
চাই শুধু আঁধার, আঁধার, মাঝে মাঝে

চমকি তড়িৎ, অন্ধকার আরও করে
ঘনীভূত। অকস্মাৎ নেচে উঠে পঞ্চ
মহাভূত, যেন প্রলয়ের কালে নাশিতে
প্রকৃতি, রুষিয়া পবনদেব নাশে তারে
যেবা রোধে তার গতি, জীব, জন্তু, হর্ম্ম্য
বৃক্ষ আদি টেনে ফেলে দেয় সাগরের
জলে ; না পারি সহিতে তেজ করে যুদ্ধ
সাগরের দেব, সলিল অনিলে রণ
মহাভয়ঙ্কর, বিস্তারি তরঙ্গমালা
ধায় উর্দ্ধে বিশ্ব গ্রাসিবারে ; উভয়ের
ভীষণ গর্জ্জনে মনে হয়, হ'ল সৃষ্টি
লোপ, স্বয়ং বিধাতা ছাড়ি বজ্র শত
শত, না পারেন শাসিতে তাহাদের।
অদৃষ্টের বশে, হেন কালে থাকে যদি
নর পোত মাঝে, পবনের ভরে লয়ে
যায় নিমিষে যোজন পথ ; মার্জ্জার
মুষিকে লয়ে যথা করে ক্রীড়া, তোলে
ফেলে পুনঃ তরঙ্গের মাঝে, শেষে করে
ভগ্ন তায়। কিন্তু কে পারে নাশিতে তারে
আয়ু আছে যার। আপনি বিধাতা করি
নিজ কোলে তারে, ফেলে দেন বেলাভূমি
মাঝে। মগ্ন-তরি চিহ্ন হেরি চারিভিতে !

(অগ্রসর হওন)

মরি মরি আছে কারা শুয়ে ? আয়ু হীন

সবে ? ডেকে আনি অনুচরগণে, সেবা
করি পারি যদি বাঁচাইতে কারে আমি।

(যাস্ক ও অনুচরগণের প্রবেশ।)

যাস্ক। কি করচ কুবেণী, এখানে বসে কেন ? এখন তুমি এমন হয়ে গেছ কেন বল দেখি ; এখন আর তোমার মৃগয়া ভাল লাগেনা, একলা একলা বেড়াও, গান গাও। পণ্ডিতের কাছে বই পড়ে এমনি হয়ে গেছ বুঝি ? আচ্ছা, এই মড়াগুল্যাকে ছুঁয়ে কি করছিলে ?

কুবে। যাস্ক ! জানিয়াছি আমি নহে মৃত এরা
বল, তব অনুচরগণে, লয়ে যেতে
আমাদের গৃহে, যদি পায় প্রাণ এরা
হবে বন্ধু আমাদের চির জীবনের।

যাস্ক। না কুবেণী, তুমি এখনও ঠাওরাতে পারচ না, এরা সভ্য দেশের লোক, এদের এমনি রীত যে উপকার শীঘ্রই ভুলে যায়, কেবল নিজের সুবিধা টুকুই খোঁজে, কখন অপরের মুখ চেয়ে কাজ করে না।

কুবে। কেন যাস্ক হইতেছ ভীত, বৃথা ভাবি
ভবিষ্যতে। আছে মাত্র সপ্তজন, যদি
পায় প্রাণ, অপকার কি করিবে এরা ?
হেরি কভু অনিষ্টের সম্ভাবনা, বন্দি
করি রেখে দিব দুর্গ মাঝে। কিন্তু শুধু
সেবার অভাবে হয় যদি গত জীব
সবে, বিষম পাপের বোঝা লয়ে, যেতে

হবে অনন্ত নরকে। যদি থাকে স্নেহ
আমা প্রতি, আজ্ঞা কর তব অনুচরে।

যাস্ক। কুবেণী! তুমি আমাকে পাগল করেছ, আচ্ছা, যদি সর্দ্দার এর জন্য আমাকে ভৎর্সনা করেন, তাহলে সব দোষ তোমায় নিতে হবে।

কুবে। পরম দয়াল পিতা, নাহি দুষিবেন
তোমা কভু। পর উপকার জীবনের
ব্রত যার, জলমগ্ন অল্পায়ু জনে
হেরি, পরিচর্য্যা ভার লবে পিতা
নিজ হস্তে, চিকিৎসকে ডাকি ঔষধ
প্রদানে, করিবেন শত চেষ্টা বাঁচাতে
এদের প্রাণ, বিলম্ব না সয়, বল'।

যাস্ক। তোমার কথা মত আজ্ঞা দিচ্ছি বটে, আমার কিন্তু ভাল বোধ হচ্চে না, যদি বেঁচে উঠেত' দেখবে দুধ কলা দিয়ে ঘরে কাল সাপ পুষতে নিয়ে যাচ্চ। নাওত' হে এদের কাঁধে করে।

(স্কন্ধে বহন ও সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তাম্রপর্ণ—সমুদ্রতীর, বঙ্গ-ললনাগণের বিলাপ।

১মা। হায় বিধি, কেন নাহি ডুবালে সাগর
জলে? কেন বাঁচালে মোদের? ভুলি পিতা
মাতা আত্মীয় স্বজনে, ত্যজিয়াছি জন্ম-
ভূমি শুধু পতি মুখ চাহি। ওরে দুষ্ট

বিধি কেড়ে নিল্লি তারে! অসহায়া মোরা,
এবে কে দিবে আশ্রয়। ধিক নারী জন্মে,
ছাড় পতি পদাশ্রয় এখনও বাঞ্ছা
আশ্রয়ের। হে জলধি, বলে দাও মোরে
হেরে'ছ কি পতি মোর? না দিবে উত্তর?
অহো! বুঝিয়াছি, হরিয়াছ মহামূল্য
রত্ন গর্ভে তব, তাই এত রয়ে'ছ
গম্ভীর। বল ভগ্নী, কি উপায় এবে?

২য়া। উপায়, কি উপায় অবলার আছে,
বিনা পতি পদাশ্রয়। পতি মাত্র গতি
অবলার। থাক তার আশে, যদি পাও
দেখা কোন মতে। ভগ্নি! আমাদের পোত
ছিল বাঁধা তাহাদের পোত সনে সদা,
বাঁধা ছিনু দৃঢ় যথা অন্তরে অন্তরে।
ছার রজ্জুর বল! সহস্র করী যদি
বাঁধা যায় তাহে, তবু না সহিতে পারে
পবনের বেগ। নিমেষের মাঝে হয়ে
ভিন্ন মোরা, না পাই দেখিতে তাহাদের।
আঁখি হ'ল অন্ধ লবণের জলে, কর্ণে
শুধু শুনিয়াছি ভীষণ গর্জ্জন; মাঝে
মাঝে আসিয়া তরঙ্গ, প্রবেশিল পোত
গৃহ মাঝে, সকলেই ছিল অচেতন,
একে একে ভেঙ্গে গেল দণ্ড, ভেঙ্গে গেল
উর্দ্ধভের আদি অন্ত ভাগ। কি আশ্চর্য্য

নির্ম্মাণ কৌশল, তবু নাহি ডুবে পোত !
শুধু মধ্যভাগ লাগিল ভাসিতে শেষে ;
হেলায়ে দোলায়ে তারে ছুঁড়ে দিল ফেলি
বেলাভূমি মাঝে। প্রাণ যদি রেখেছেন
বিধি, মনে হয় বোন, মিলাবেন পুনঃ
সবে নিজ পতি সনে।

৩য়া। বৃথা আশা তব,
গিয়াছে কাণ্ডারী কালি হ'তে অন্বেষণে ;
তথাপি, এখনও আসে নাই ফিরি; বল'
এবে কি উপায়ে রাখিবে জীবন সবে !

৪র্থা। বঙ্গের ললনা মোরা, যদি বাঁচিবারে
হয় পতি আশে, অবশ্য উপায় হবে।
হ'ব উপযুক্ত পত্নী মোরা বঙ্গ-সন্তানের ;
ত্যজি ছিন্ন বাস, পর সবে বৃক্ষের
বল্কল ; বন হতে ফল মুল কর
আহরণ ; হৃদয়ের রক্তে রাখ সবে
সীমন্তের চিহ্ন ; গড়িয়া কার্ম্মুক কর
নিজ রক্ষার উপায়। বীর পত্নী মোরা।
এত আয়োজন শুধু, ছার পতিহীন
জীবনের তরে ? জেনেছ কি কোন দেশে
আসিয়াছি মোরা! কোন জাতি করে বাস ?
আসে যদি শত শত শত্রু, মুষ্টিমেয়
মোরা নিশ্চয় হইব বন্দি তাহাদের
করে ; হবে কিবা দশা তখন মোদের ?

তার চেয়ে বন হতে করি আহরণ
কাষ্ঠ, সাজাইয়া চিতা, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি
মাঝে ভস্ম কর জীবনের জ্বালা সবে।

সকলে। সেই ভাল, সেই ভাল, বন হতে করি
কাষ্ঠ আহরণ, সাজাও লো চিতা সবে।

(চিতা সজ্জিত করণ)

৬ষ্ঠা। ভগ্নীগণ, বঙ্গের ললনা মোরা, কর
মাতৃ আরাধনা আজি আসন্ন সময়ে।

(প্রজ্জ্বলিত চিতা বেষ্টন করিয়া)

অয়ি স্নেহময়ি মাতঃ তব কোলে ছিনু
মোরা সবে পরম যতনে সদা। জানি
নাই কভু অভাবের লেশ, আদরিণী
পতিবাসে পেয়ে মান পতির সোহাগে।
কিন্তু আজি অদৃষ্টের দোষে, হয়ে পতি-
হীনা জলমগ্না নিরাশ্রয়া মোরা, অতি
দীনহীন কাঙ্গালিনী বেশে, কোন এক
দূর অজানিত দেশে, দুষ্ট সাগরের
বেলাভূমি মাঝে, রয়েছি দাঁড়ায়ে সবে
সতৃষ্ণ নয়নে মা'গ চাহি তোমা পানে।
দাও মা হৃদয়ে বল পশি চিতানলে।
ভগ্নিগণ ডাক তাঁরে সকাতরে এবে।

গীত।

(সকলে) কোথায় রহিলে মাতঃ হের দুঃখ দুহিতার:
পতিহীনা হয়ে মোরা ত্যজিতেছি এ সংসার।

ছিলাম যখন তোমার কোলে,
জা'ন্‌তাম না দুখ্‌ কারে বলে ;
শুধু পতিপদ সেবি, পেতাম সুখ অনিবার।
সাগরে দৈবের বশে এলাম সবে পতিবাসে,
তায় বিধি নিল হরি, অকালে কালের গ্রাসে।
পতিব্রতা বঙ্গসুতা, খ্যাত সবে এ ধরায়,
ত্যজি প্রাণ আজি মোরা জ্বলন্ত চিতায়।

করি পতিধ্যান দাও ঝাঁপ চিতানলে

(দ্রুতবেগে কাণ্ডারীর প্রবেশ।)

কাণ্ডারী। তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, সবে ; পাইয়াছি সুসংবাদ
হ'ক নির্ব্বাপিত চিতা ; অচিরে নিভাবে
সবে মনাগুণে, মিলিয়া পতির সনে।

ললনা। কাণ্ডারী সত্যই তুমি হয়েছ কাণ্ডারী ;
প্রভু তব করুন মঙ্গল ; বল দেব
কি সংবাদ পেয়েছ তাদের ? বল, বল।

কাণ্ডারী। অদূরে পর্ব্বত শিখরে উঠি, হেরেছি
তাদের, হেরিয়াছি বহুতরি ভ্রষ্টশ্রী
হয়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে। আমাদের পূর্ব্ব
স্থলভাগে আরোহীরা নেমেছে ভূভাগে,
কিন্তু ক্লিষ্টদেহে রয়েছে শায়িত সবে,
দুর হতে মনে হল আমাদের সঙ্গী।
আশু কর নির্ব্বাপিত পাবকের শিখা,
চল ত্বরা যথা আছে তারা ; যুদ্ধকালে

কিম্বা প্রবাসেতে আহত আতুর সেবা
কর্ম্ম বঙ্গ ললনার ; চল যাই ত্বরা।
(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তাম্রপর্ণ—সর্দ্দারের কক্ষ।

কুবেণী, কুমার ও অনুচরগণ।

কুবে। কুমার হয়েছ সুস্থ কিছু ? মুচে গেছে
জলমগ্ন ক্লেশ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যথা ?
কেন হেরি বিষাদিত ? পড়েছে কি মনে
জীবন সঙ্গিনী তব ?

কুমার। জীবন সঙ্গিনী
নাহি মম।

কুবে। নাহি তব জীবন সঙ্গিনী ?
তবে থাক কিছু দিন আমাদের দেশে,
ভুলায়ে রাখিব তোমা পরম্ যতনে।

কুমার দেবি ! যতনের কি আছে অভাব, তব
অবিরাম সেবা পরিচর্য্যা গুণে আছি
চির ঋণী হয়ে। পুনঃ বাঁচায়েছ সঙ্গী-
গণে মোর, সেই হেতু আরও ঋণী আমি,
কভু নাহি ছিল আশা মম, এ জীবনে
আর কব কথা সহচর সনে। হায়

দেবি ! কেন বাঁচালে আমায়, কোথা গেল
মম অনুগামী সৈন্যগণ চতুরঙ্গ
বল, সখা মম। হেরিয়াছি নিজে, তরী
সহ বায়ুভরে জলমগ্ন হ'তে, সবে।

কুবে। হ'য়োনা চিন্তিত কিছু, ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে
ঘটে ইহা। আঁখি প্রায় হয় প্রতারিত ;
হেরেছ যাদের যেতে সাগরের তলে
অর্দ্ধমগ্ন ভাবে পোতসহ বিতাড়িত
হয় তারা সাগরের উপকূলে কভু।

কুমার। তোমার অমৃতময়ী বাণী ঢালে কর্ণে
সুধা। তোমার আতিথ্য লভি মনে হয়
রব এই দেশে চির জীবনের মত।

কুবে। দেব ! এখনও মুছেনি কেন বিষাদ
কালিমা তব মুখ হ'তে। সঙ্গীগণ সবে
বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি। করি উল্লাসিত
তোমা সবে, ডাকি সহচরীগণে মম।

(প্রস্থান ও সহচরীগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ।)

গীত।

এসেছ যদি হে সখা থাক দুদিনের তরে।
চলে যাবে দেশান্তরে নাহি তোমা রাখবো ধরে ॥
(এবে) ভুলে যাও আপনারে, ছিলে যাদের আপন করে,
শুধু মোদের মুখ হেরে থাক এখানে।
নয়ন ভরে হেরব তোমায়, আর কারে ভাগ দিব না তায়,
ভুলায়ে রাখব তোমা পরম যতনে।

(যাস্কের প্রবেশ।)

যাস্ক। বাঃ! বাঃ! বেশ হ'চ্ছে বিদেশী বঁধু তোদের খুব ভাল বাসবে। আচ্ছা তোদের কি সরম ভরম কিছুই নেই? তোদেরই বা দোষ কি! এত বড় সর্দ্দারের মেয়ে হ'য়ে কুবেণীই যখন এ কাজ কচ্ছে, তখন তোদের আর কি বলব।

কুবেণী, একজন অজানা অচেনা বিদেশীকে নিয়ে এ রকম আমোদ করা কি ভাল হচ্ছে? ছি! কুবেণী ছি!!

কুবে। কি হ'য়েছে দোষ, বৃথা কেন রোষ যাস্ক?
যদি নাহি লাগে ভাল, চলে যাও দূরে।

যাস্ক। তা ত যাবই, আগে তোর ঐ বিদেশী যুবা, আর তার সঙ্গীদের সরাইয়ে দিই তার পর নিজে যাব। এমন যায়গায় রেখে আসব যে কোন সন্ধান পাবি না।

কুবে। সাবধান যাস্ক! যদি এই বিদেশীর
কিম্বা তার কোন অনুচরে ঘটে কোন
অমঙ্গল, দণ্ড দিয়া তোমা তাড়াইব
পিতৃ রাজ্য হ'তে। এই যুবা রাজবংশ-
ধর, সিংহবাহু পুত্র বিজয়কুমার;
বরিব ইহারে রাজপদে এদেশের!

যাস্ক। আর তুমি হবে রাণী, কুবেণী তোমার মনে এই ছিল? তোমাকে যে আমি ছেলে বেলা হ'তে ভাল বেসে আসছি। আচ্ছা চল আমিও সর্দ্দারকে জানাই, দেখি কোনও বিধান করতে পারি কি না? আচ্ছা দেখব কে রাজা হয়।

(যাস্কের প্রস্থান।)

কুমার। অহো, কি ভীষণ ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত
নয়নের কোনে; দেবী মিত্রভাবে কেন
লয়ে এলে মোরে, রাখি আমাদের প্রাণ
দিতে হবে নিজের জীবন শেষে, কেন
কর দয়া হেন হতভাগ্য জনে? হ'ক
যাই থাকে মম ভাগ্যে, কর তুষ্ট নিজ
আত্মীয় স্বজনে, নাহি এস হেথা কভু।

কুবেণী। নাহি হও ভীত দেব। তিলমাত্র করে
যদি অপকার যাস্ক, পাবে প্রতিফল
তার। থেক অতি সতর্কিত ভাবে, আমা-
তরে হ'য়োনা চিন্তিত, জেনে শুনে কেবা
চায় পশিতে সিংহের সম সর্দ্দারের
ক্রোধানলে। দেওয়াইব আদেশ আজি,
যাহে নাহি পারে যাস্ক প্রবেশিতে মম
পুরে। নাহি হ'ও ম্রিয়মাণ, পাঠাইব
দূত তব সৈন্যগণ সন্ধানের তরে।

(প্রস্থান)।

কুমার। হায় বিধি কেন চাও মিলাতে বালারে
মম সম অভাগার সনে? এ হৃদয়
হ'য়েছে শ্মশান; বন্ধুগণ রই সদা
সাবধানে।

অনুচর। মোরা সবে হয়েছি চিন্তিত

কেমনে তোমারে লয়ে যাব এ বিপদ-
সঙ্কুল পুরী হ'তে। ভগবন্! কর রক্ষা।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দুর্গের বর্হিকক্ষ সর্দ্দার ও যাস্ক।

সর্দ্দার। উত্তেজিত ভাবে কভু ক'রনা বিচার,
ঈর্ষাবশে, নাহি হও ভ্রান্ত, মিত্রভাবে
বর বিদেশী যুবারে, চাহ যদি নিজ
দেশ করিতে উন্নত, শিখ রাজনীতি
তার পাশ হ'তে।

যাস্ক। "উন্নতি" চাহি না মোরা
আছি সুখী সবে, না জানি অভাব। নিজে
আছ ভাল হৃষ্টচিত্তে প্রজাগণ তব,
দিয়ে যায় ধান্য ভাগ আপন ইচ্ছায়।
তারা সুখী, নহে কভু রুষ্ট তোমা পরে।

সর্দ্দার। বন্য পশুসম চিরকাল এক ভাবে
কাটান জীবন, অনুচিত মানবের।
নিজ বুদ্ধি বলে নর শ্রেষ্ঠ ধরা মাঝে;
দৈবশক্তি ধরে নর নিজ বুদ্ধি বলে।
বুদ্ধিহীন মোরা নাহি জানি কি অভাব,
নাহি জানি মিটাইতে তাহা। জেনে লও

সব বিদেশীর পাশে, চাহ যদি সত্য
সুখী হ'তে, কর গ্রাহ্য বৃদ্ধের বচন!

যাস্ক। সর্দ্দার! এ বৃদ্ধ বয়সে পড়িয়াছ
মহাভ্রমে; মিটাতে অভাব তব ডাকিতেছ
বিদেশী যুবারে? ভাল কথা, যে অভাব
আছে তব সহজে মোচন হয় তার;
কিন্তু করি নিত্য নব অভাব সৃজন
শত শত, পুনঃ মিটাইতে তাহে যদি
বাসনা তোমার, স্থির জেন, সে অভাব
মিটিবে না কভু। শুন প্রভু মোরে; নিজ
তনয়া মায়ায় হয়ে মুগ্ধ, দেখাও না
ঘরের সন্ধান কভু বিদেশী যুবকে।

সর্দ্দার। মানি বটে তব কথা যাস্ক, কিন্তু যদি
হয় সে আপন, পরিহরি স্বদেশের
মায়া এই দেশে করে বাস, চাহে শুধু
এ দেশ কল্যাণ, হেন জনে ন্যস্ত করা
রাজ্যভার অতি সৌভাগ্যের কথা।

যাস্ক। হেন আশা বাতুলের সম।

সর্দ্দার। না পার
বুঝিতে বিধিলিপি, হয় যদি তার
স্বার্থ বিজড়িত সদা আমাদের সনে,
অবশ্যই হবে শুভ কাজে এদেশের।

যাস্ক। অন্ধ তুমি, এত মায়া বিদেশীর, পরে।

সর্দ্দার। তবে শুন যাস্ক, আশৈশব মাতৃহীনা
কন্যা মম পালিয়াছি পরম যতনে,
শিখায়েছি বিদ্যা শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণের
পাশে। প্রাণাধিকা কুবেণীর মোর, নহে
রীতি নীতি এদেশের মত, তাই বিধি
মিলালেন আনি উপযুক্ত পাত্র তার।

যাস্ক। সর্দ্দার! সর্দ্দার! কেমনে কহিলে এই
নিদারুণ বাণী; পুত্রসম পালিয়াছ
মোরে; তব শিক্ষা গুণে নাহি মম সম
যোদ্ধা, শিখায়েছ ল'তে রাজ্যভার তব;
আশৈশব মোরা এক বৃন্তে যুগ্ম পুষ্প,
ছিন্ন করি তায় দিবে অর্ঘ্য বিদেশীর
পদে? হেন অবিচারে নাহি হবে রাজ্য।

তব । ভুলেছ কি আমি যাস্ক ! সাধিতে
নিজের কাজ প্রাণপণ মম ? ধিক্ !

প্রস্থান ।

সর্দ্দার । অতি অবিমৃশ্যকারি যাস্ক, নিজ দুষ্ট
অভিসন্ধি সাধিবারে চলে গেছে এবে ।
বন্দি করি তায়, অন্দকার গুহাবাস
দণ্ড দিয়া, মিটাইব রাজ্য তৃষা তার ।

(কুবেণীর প্রবেশ)

কুবেণী । পিতঃ ! পিতঃ ! নাহি মানে যাস্ক, নিষেধ
আমার, পশি মম পুরে, শাসায়েছে
মোরে, কহিয়াছে কটু, দণ্ড দাও পিতা ।

সর্দ্দার । আশু দিব দণ্ড তারে । কিন্তু বৎসে ! জান
ভাল বিদেশীর মন, ভুলিওনা কভু
তার প্রলোভনে, দেখ যেন আচরি
শঠতা, লভিতে এই রাজ্য দেশ শুধু,
তার, ভালবাসা তোমা, একবার পেয়ে
রাজ্যভার, দেখাইবে নিজ মূর্ত্তি সবে ।

কুবেণী । বিদেশী যুবক কভু বলে নাই মোরে,
কিবা ইচ্ছা তার ; ভাবে শুধু জানিয়াছি
আমি নাহি যাবে ফিরি নিজ দেশে পুনঃ ।
প্রতিষ্ঠিতে নব রাজ্য, নিজ সৈন্য
সহ এসেছিল জলধির মাঝে ; হয়ে
জলমগ্ন হয়েছে নিরাশ এবে । আমি
স্বইচ্ছায় রাখিব এ দেশে তারে, । জন্ম

যাঁর ধরণীর শ্রেষ্ঠ রাজবংশে, কভু
নীচ ভাব সাজে কি তাঁহারে পিতঃ! রাখ
তারে তোমা পাশে।

সর্দ্দার। দিয়া রাজ্যভার
মিলাইব তায় তোমা সনে, চল বৎসে।
(প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গের সম্মুখস্থ পথ,—নিদ্রিত রক্ষীগণ।

যাস্ক ও তাহার অনুচরবর্গের প্রবেশ।

যাস্ক। দেখ, ভাল করে দেখ, রক্ষীগণ সব নিদ্রিত হয়েছে?

অনুচর। (রক্ষীগণকে ধাক্কা দিয়া) হাঁ প্রভু, সব ঘোর নিদ্রায় অচেতন হয়ে আছে।

যাস্ক। (স্বগত) দ্বারও ত খোলা আছে। এইবার, দেখ সর্দ্দার, কেমন করে যাস্ক স্বকার্য্য সাধন করে; আগে তোমায় বেঁধে, তার পর তোমার সর্ব্বস্বধন সেই কুবেণীকে, আর তার বিদেশী যুবাকে এমন জায়গায় বন্দি করে রেখে আসব, যে যমেও সন্ধান পাবেনা, তাহলেই শোকে তুমি অন্ধ হয়ে মরবে। দেখি, কেমন করে তুমি কুবেণীর সঙ্গে তাঁর বে দাও, রাজ্য-ভার ত দূরের কথা। (প্রকাশ্যে) আগে এই রক্ষীদের বাঁধ।

(একজন রক্ষীর প্রলাপ)। যা শালা কুকুর, নাই পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছে, এসব ভাল ভাল মেঠাই ঘিয়ে পাক করা, এসব কি তোর পেটে হজম হবে? আঃ, তবু আসচিস, গা চাটচিস। কাল তোর লেজ কেটে মাথা মুড়িয়ে দেশ থেকে বিদেয় করে দেব। ওগো কুবেণী! তোমার মেঠাই সব কুকুরে খায় গো। (যাক্ষের অনুচর দণ্ডাঘাত করন) গুঁতোও কেন বাবা, তুমি মহাদেবের যাঁড়? তোমার লেজে বেঁধে আমায় স্বর্গে নিয়ে চল, অত লম্প ঝম্প কেন? দাঁড়া শালা, আর বেশি দিন নয়, শিগ্‌গির তোমায় সিঙ্গে ফুঁকৃতে হবে। তবুও টানাটানি করচিস, দাঁড়া বেটা, আগে চোদ্দপো হই তার পর চার পায়া নিয়ে আসিস।

[সর্দ্দারের গৃহের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া]

যাক্ষ। প্রতিফল! এইবার পাবে প্রতিফল;
দেখ, যাক্ষ কেমনে সাধিবে প্রতিহিংসা।
রক্ষীগণ অচেতন সবে মাদক মিশ্রনে,
অপরূপ শক্তি! জলপাত্রে করিয়াছি
সামান্য মিশ্রিত, পান করি সবে মৃত-
প্রায়, সর্দ্দার কুবেণী ভিন্ন, তারা শুধু
করিবেনা সেই জলপান; কি করিবে
সর্দ্দার একাকী? কতক্ষণ যুঝিবেক
মম অনুচরগণ সহ। আর এইবার
রাক্ষসী কুবেণী, দিব তোরে প্রতিশোধ;
রাখি অগ্রে তোর, সেই প্রণয়ভাজনে
দিব বলি; তার পর যা ভজিস মোরে,

রেখে দিব তোরে চিরবন্দী করে।

[দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক সর্দ্দারের প্রবেশ।]

সর্দ্দার। যাস্ক!

কেন আসিয়াছ এই নিশীথ সময়ে
অনুচরগণ সহ? একি! রক্ষীগণ মম
অচেতন! রয়েছে শায়িত? অহো, এবে
বুঝিয়াছি সকলি কৌশল তব। মত্ত
করি মম রক্ষীগণে, দস্যু সম আসি
হেথা, বধিয়া আমায়, চাহ লভিবারে
সর্ব্বস্ব আমার। অতি ভ্রান্ত আমি, তাই
দিয়াছি আশ্রয় তোরে নরকের কীট!
মম অন্নে হ'য়ে পুষ্টদেহ আসিয়াছ
মম শত্রু ভাবে? একা আমি দিব দণ্ড
তোরে নরাধম। কুবেণী! কুবেণী! উঠ
জানাও মণ্ডলগণে, যাস্ক একা পেয়ে
আমা, হরিতেছে মোর রাজ্য ধন।

যাস্ক। যাও
শিঘ্র রোধ কুবেণীর পথ, প্রয়োজন
বোধে কর হত্যা তায়।

(অনুচরগণের অগ্রসর হওন।)

সর্দ্দার। কোথা যাবি তোরা
পাপিষ্ঠ নারকী! অগ্রে যুঝ মোর সনে।

(সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।)

[মত্তভাবে কুমারের, কুঁবেণীর সহিত প্রবেশ ।]

কুমার । কোথা লয়ে যাও মোরে, পা যে মোর বড়
হয়েছে অবশ, অগ্রসর হ'তে নারি
এক পদ, ছেড়ে দাও, করিব শয়ন ।

কুবেণী । কুমার ! কুমার !! হয়োনা বিকল, দূর
কর শ্লথ ভাব, ত্যজ মত্ত জড়তায়
তব । যাস্ক আসি বধিবে এখনি ।

কুমার । যাস্ক
কোথা যাস্ক ? দাও অস্ত্র করি আমি রণ ।

কুবে । একা তুমি কি করিবে রণে, আশু যাও
হস্ত পদ রাখিয়া স্ববশে, অদূরেই
আছে বাঁধা পিতৃ অশ্ব মম, যাবে লয়ে
তোমা নিরাপদ স্থানে ।

কুমা । একা আমি নাহি
যাব রাখি তোমা সবে বিপদ মাঝারে ।

কুবে । যাও শীঘ্র যাও, তিলমাত্র না সহে
বিলম্ব, আমি তব পিছে যাব ডাকিতে
মণ্ডলগণে, শীঘ্র হবে দেখা পুনঃ ।

(উভয়ের প্রস্থান ।)

[যাস্কের প্রবেশ ।]

যাস্ক । বৃদ্ধের দুর্ব্বল হস্তে এত বল ধরে ?
যুঝেছিল সিংহ পরাক্রমে, ভঙ্গ দিল
অনুচরগণ ; অজস্র শোণিত পাতে
যদি নাহি হ'ত বলক্ষয়, কোথা ছিল

জয় আশা মম? কে পারে জিনিতে তারে
যদি না হ'ত নিরস্ত্র? কিন্তু পলায়েছে
রাক্ষসী কুবেণী, আর তার সেই বিদেশী
প্রেমিক; বড় সাধে মোর হ'ল বাদ এবে;
কোথা যাবে? পাতি পাতি করিয়া সন্ধান
লব তার প্রাণ; আমি রাজা এ রাজ্যের!
(স্বগত) বধিয়া সর্দ্দারে করি নাই ভাল; হ'তে
পারে প্রজাগণ দ্রোহী, তার শোকে এবে।

[যাস্কের অনুচরগণকে অবলম্বন পূর্ব্বক আহত সর্দ্দারের প্রবেশ।]

সর্দ্দা। যাস্ক! যাস্ক!! কেন ম্রিয়মান, পূরায়েছ
নিজ মনস্কাম। অতি শীঘ্র নিভে যাবে
জীবন প্রদীপ মম; আর কিছু নাহি
আশা আছে এ জগতে; শুধু তব হিত
তরে কহিতেছি কথা, সাহসে দুর্ব্বার
তুমি; কিন্তু নাহি হিতাহিত জ্ঞান তব,
আমার শত্রুতা সাধি হইয়াছ দেশ-
শত্রু আজি; প্রজাগণ নাহি দিবে রাজ্য
তোমা। দাঁড়াইয়া মৃত্যু সাগরের পারে
দিই উপদেশ, তুষিও প্রজারে সবে,
দিয়া অর্দ্ধরাজ্য কুবেণীরে আর সেই
বিদেশী যুবারে। যদি নাহি কর তাহা,
সেই হবে রাজা এদেশের। ক'র স্নেহ
ভগ্নি সম কুবেণীরে, হ'য়ে এল শেষ;

মাগো, মৃত্যুকালে না পেলাম তোর দেখা।
প্রভো! দয়া কর তারে, যাস্ক! ক্ষমিলাম।

(পতন ও মৃত্যু)

যাস্ক। সর্দ্দার! সর্দ্দার!! আহা চলে গেছে এবে
ইহলোক হ'তে, বন্ধুগণ কর গতি
এঁর উপযুক্ত ভাবে। কিন্তু প্রাণে মোর
বুঝাতে না পারি কেমনে সম্ভাষি' আজি
ভগ্নিভাবে কুবেণীরে, হবে শেষে পুত্নী
বিদেশী যুবার! আমা-সম অৰ্দ্ধরাজ্য
অধিকারী? না সহিব তাহা, বিনা যুদ্ধে
নাহি দিব সূচ্যগ্র-ভূমি। সর্দ্দারের
ধনে পুষ্ট করি নিজ সৈন্যে, যুঝিব
প্রজাগণ-সহ, যদি তারা হয় দ্রোহী।

(যবনিকা পতন)

চতুর্থ অঙ্ক।

—:০÷০:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্রতীর।

কুমারের প্রবেশ।

কুমার। লয়ে এ'ল অশ্ব সাগরের উপকূলে
অতি মনোহর দৃশ্য; বুঝি অভাগিনী
কুবেণীর পিতা আসে এইস্থানে লভিতে
বিশ্রাম। আহা! কিবা সুশীতল উষাবায়ু,
স্নিগ্ধ হ'ল দেহ। যেন এবে লভিতেছি
নবীন জীবন, তথাপি আঁখি জড়িত
নিদ্রায়, কি ভীষণ গেছে গত নিশি!
মনে হয় এ জীবনে মম নাহি সীমা
বিপদের। অপরূপ বিধাতার লীলা!
ছিনু আমি রাজ্যেশ্বর, অকারণে পড়ি
পিতৃ কোপানলে, নির্ব্বাসিত আজি, কোথা
মহারাজ, দিয়া মোরে রাজ্যভার হইবে
নিশ্চিন্ত, মম শোকে হ'য়ে অভিভূত অতি
ক্লেশে পালিছেন রাজ্য। নির্ব্বাসনে কোথা
হ'তে এ'ল পাণ্ডু মালাধিপ কন্যা, প্রেমে

প্রাণ হইল প্রফুল্ল, কিন্তু পরক্ষণে
সহি ঘোর অপমান. হইয়া লাঞ্ছিত,
চলে এনু তথা হ'তে ; পুনঃ করি জল
মগ্ন, নিরাশ্রয় সহায় বিহীন, দিল
ফেলি বিধি তাম্রপর্ণদ্বীপ উপকুলে ;
কোথা হ'তে আনি কুবেণী বালায় করি
সেবা, বাঁচালেন প্রাণ! তার স্নেহ দয়া
ক'রেছিল আবরিত— যত দুঃখ শোক,
কোথা হ'তে আসি যাস্ক, হরিল সে সুখ ;
শেষে নিতে চায় প্রাণ। কেন হেয় প্রাণ—
না রাখিব আর ; যথা গেছে মম প্রিয়
সৈন্যগণ, জীবনের চিরসাথী গৌতম
আমার, যাব তথা। হে তপন, কেন হেরি
তব রক্তবর্ণ আঁখি ? জলধীর নীল
জল হ'তে করি গ্রীবা উত্তোলন, ধীরে,
ধীরে উদিছ হে সুনীল আকাশে। অর্দ্ধ
মগ্ন জলে, অর্দ্ধদেহ আকাশের প্রান্ত
রেখা মাঝে, তব রাঙ্গা মুখ-ছবি, মুছি
সাগরের নীল আভা, নিজরাগে করেছে
রঞ্জিত, হেরি এবে দ্রুতগতি উদিয়া
আকাশে পুনঃ আরম্ভিলে তব কার্য্য।
তাই বুঝি ভৎর্সনা আমায় ? কিন্তু দেব !
এ জীবনের কার্য্য হ'য়ে গেছে শেষ ;
পশিব সাগর জলে আলিঙ্গিতে মৃত্যু !

(দ্রুতগতি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হওন ও দুইজন সৈনিক দুই-
দিক হইতে হস্ত ধারণ।)

সৈনিকদ্বয়। প্রভু! প্রভু! এসেছি আমরা।

কুমার। কে তোমরা, কেন আমায় বাধা দাও?

সৈনিক। আমরা আপনার দাস, গত রাত্র হ'তে আপনার সন্ধানে এই খানেই ছিলাম। শেষ রাত্রে নিদ্রিত হ'য়ে আপনাকেই স্বপ্নে দেখছিলাম। ওঃ, কি সৌভাগ্য! স্বপ্ন আমার সফল হ'ল, আজ আপনাকে জীবিত দেখে এ দেহ ধন্য হ'ল। (অপর সৈনিকের প্রতি) বন্ধু তুমি এই দণ্ডেই গৌতম দেবকে সংবাদ দাও।

(সৈনিকের প্রস্থান।)

কুমার। কি বল্লে গৌতম দেব! জীবিত! আর সব?

সৈনিক। সকলেই জীবিত কেহই জলমগ্ন হয় নি।

কুমার। বৎস! এস আমায় আলিঙ্গন কর। মঙ্গলময়! এই জন্যই আমার জীবন রেখেছেন। বল বল কেমন করে তোমরা এখানে এলে।

সৈনিক। একে একে সকলই বলচি, সেই ঝড়ের সময়, গৌতম দেব আমাদের উর্দ্ধভে এসে, সকলকে সাহস দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে কি যে হ'ল তা কিছুই জানিতে পারলাম না। জ্ঞান হতে দেখলেম যে, আমাদের পোত ভেঙ্গে চুরে গিয়ে এই তীরে এসে লেগেছে। তাহার পর যে পোতে স্ত্রীলোকেরা ছিল, তাহারও কোন সন্ধান হলনা, দু একদিন গত হ'লে কাণ্ডারী স্ত্রীলোকদের নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হ'ল;

কিন্তু আপনাকে না দেখতে পেয়ে সকলেই হতাশ্বাস ও ম্রিয়মান হ'য়ে রইল।

কুমার। গৌতম কি ক'ল্লে ?

সৈনিক। তিনিত কেঁদেই অস্থির, শয্যা থেকে উঠতে চান না। আমরা অনেক কাকুতি মিনতি করায়, তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে, আজ্ঞা দিলেন ছয়মাস সমুদ্রতীরে আপনার জন্য অনু-সন্ধান ক'রতে হবে ; তাই আমরা এখানে আপনার সন্ধানে এসেছি। প্রভো! আপনার ঊর্দ্ধভের কি হ'ল ?

কুমার। আমার ঊর্দ্ধভের নাবিকগণের মহামূল্য জীবন হারিয়েছি। ঊর্দ্ধভখানি জলমগ্ন হয়েছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নি। আমাদের সাত জনকে সমুদ্রের তরঙ্গ, এই তীরে অচেতন ভাবে ফেলে দিয়েছিল।

সৈনিক। প্রভু আপনাকে যে ফিরিয়ে পেয়েছি এই আমাদের পরম সৌভাগ্য।

কুমার। বৎস! যে আনন্দ দিলে মোর প্রাণে,
কি দিব তোমায়, রিক্তহস্ত এবে, যথা
কালে করায়ো স্মরণ, চল ত্বরা যাই
গৌতমের পাশে, করি আলিঙ্গন তারে
হেরি মম প্রিয়তম সৈন্যগণ মুখ।

সৈনিক। এই যে গৌতম দেব ও সৈন্যগণ এই দিকেই আসছে।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্যগণ। জয় বিজয় সিংহের জয়।

(গৌতমের প্রবেশ)

গৌতম। সখা! একি সপ্ন! সত্যই কি হেরিতেছি

তোমা? কেন আসে অশ্রু নয়নে আমার
আজি এ সুখের দিনে? এস সখা এস
মোর হৃদে।

কুমার। সখা হরে গেছে বাক্ আজি,
প্রাণ মম চায় শুধু তোমারে করিতে
আলিঙ্গন, এস সখা দাও আলিঙ্গন।

(উভয়ের আলিঙ্গন) (সৈন্যগনের প্রতি)

কোথা মম বীর সেনা, জুড়াক নয়ন
আজি হেরি তাহাদের প্রফুল্ল বদন।

গৌতম। তোমা তরে আসিয়াছে সবে, নাই কেহ
একপ্রাণী নর কিম্বা নারী, শিবিরের
মাঝে।

কুমার। নারীগণে রক্ষিয়া যতনে, এবে
দাও আজ্ঞা সৈন্যগণে হ'তে সুসজ্জিত,
জীবনের মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত মম।
পরম সুহৃদ মম জীবন রক্ষক,
সর্দ্দার ও কন্যা কুবেণীরে আসিয়াছি
রাখিয়া বিপন্ন; না জানি কি ঘটেছে
এখন, পরিচয় দিব তোমা পরে। হ'ক
ভেরী উচ্চ নিনাদিত, কাঁপে যাহে হিয়া
অরাতির, বীরগণ হও অগ্রসর।

(সৈন্যগণ ভেরী নিনাদিত করতঃ অগ্রসর হওন)

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গের সম্মুখস্থ ভূমি।

তাম্রপর্ণবাসীগণ, মণ্ডলগণ, কুবেণী ও যাস্ক।

কুবে। ওই মম পিতৃহন্তা, আততায়ী, নীচ,
অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন যাস্ক, হে মণ্ডল-
গণ! বধ প্রাণ পাপাত্মার, যার অন্নে
আজন্ম পালিত, করেছে যে দান, স্নেহ,
ভালবাসা পিতৃ সম, চির জীবনের
মত ঋণী যার পাশে, এ হেন হিতৈষী
অন্নদাতা জনে, নিশীথ সময় পেয়ে
একা, বধে যেই জন, এখনও জীবিত
সে? সহিতেছে ধরা এত পাপ ভার? আছ
এখনও দাঁড়ায়ে সবে?

মণ্ডলগণ। স্থির হও বালা,
করিব বিচার মোরা।

কুবে। সর্দ্দারের হন্তা
যেই, কি বিচার তার?

যাস্ক। অবশ্য বিচার
আছে, মণ্ডলগণ! মানি বটে ছিল বৃদ্ধ
উদার হৃদয়, পিতৃসম মানিতাম
তারে, কিন্তু করে মন তার কলুষিত
পাপিষ্ঠা কুবেণী, ডেকে আনি বিদেশী
যুবারে, গুপ্ত প্রেম করে তার সনে।

সদা গুপ্ত মন্ত্র দানে বুঝায় সে বৃদ্ধ
সর্দ্দারে, মহারাজ বংশোদ্ভব সেই,
উপযুক্ত রাজা এদেশের। মুগ্ধ হ'য়ে
তনয়া মায়ায়, দিতে রাজ্য ভার তায়,
নিজ তনয়ারে তার করে, রেখেছিল
আপন আলয়ে ; নাহি চাহি স্বদেশের
মুখ, সমর্পিতে তোমা সবাকারে সেই
অজ্ঞাত যুবকে, ছিল ইচ্ছা সর্দ্দারের।
কহ শুনি তোমাদেরও সেই মত ?

মণ্ডলগণ। নহে।

যাস্ক। সে যদি পাইত রাজ্যভার কি হইত
অবস্থা দেশের ? ডেকে আনি আত্মীয়
স্বজনে, হ'য়ে ধনী তোমাদেরই ধনে,
পালিত তাদের। রাজপ্রাসাদ দুর্গ আদি
করিয়া নির্ম্মাণ, দেখাইত তোমা সবে
মহত্ত্ব নিজের। আর তোমরা ? তোমরা
শুধু বন্য পশু সম পালিতে আদেশ ;
যত কেন অত্যাচার অবিচার হ'ত
তোমা পরে, যত কেন আবেদন আর
নিবেদন করিতে রাজারে, বিমুখ
হইয়া শুধু আসিতে ফিরিয়া ; হ'ত
শেষ রোষ অভিমান তব, নিজ গৃহ
কোনে।

মণ্ডলগণ। অতি অত্যাচার! অতি অবিচার!

যাস্ক । আমি হ'য়ে বাদী সর্দ্দারের মতে, পড়ি
তার ক্রোধানলে ; নিজ দুষ্ট অভিসন্ধি
করিতে সফল বধিত আমায় ; তাই
শুধু স্বদেশের তরে, নিজ প্রাণ করিয়া
উৎসর্গ, করি রণ সর্দ্দারের সনে একা ।
বিধির ইচ্ছায় নিবারিত অমঙ্গল
দেশে, ত্যজিয়াছে প্রাণ বৃদ্ধ, মম হস্তে ;
হ'য়ে থাকে অপরাধ, দণ্ড দাও মোরে ।

(মণ্ডলগণ পরস্পর মুখাবলোকন)

কুবেণী । হে মণ্ডলগণ ! তোমরাও হ'লে প্রতারিত
পাপাত্মার মিথ্যা ভাষে ? রে ক্রূর দ্বিজিহ্ব,
রটাইতে হেন মিথ্যা নিরপরাধী জনে,
নাহি হল দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা তোর এই
দণ্ডে ? মণ্ডলেশগণ ! ভুলিলে কি তব
সর্দ্দারের দেশহিতৈষিতা কভু দেশ—
অমঙ্গল পেয়েছে কি স্থান তার মনে ?
ধনী গৃহে কিম্বা দরিদ্র কুটীরে সদা,
সম্পদে বিপদে নিজ প্রাণ দিয়া, হতেন
সহায় পিতা ; ভুলেছ কি পীড়িতের সেবা
তরে পাঠাতেন মোরে তোমাদের গৃহে ?

মণ্ডলগণ । অতি দয়াবান্ ছিল সর্দ্দার মোদের ।

কুবে । আমি কন্যা তার, ধর মম বাণী, পিতা
কভু ডাকে নাই বিদেশীরে দিতে রাজ্য
ভার । শুধু দেশের মঙ্গল তরে, যাহে

হও চির সুখী সবে, তার তরে সেই
শিক্ষিত যুবারে, করিতেন নিয়োজিত
তোমা সবাকার কার্য্যে। কেবা সেই যুবা ?
বঙ্গাধিপ মহারাজ সিংহবাহু পুত্র
বিজয়কুমার।

মণ্ডলগণ। অতি উচ্চবংশোদ্ভব :

কুবে। ছিল শায়ী সেই যুবা অচেতন হ'য়ে
সাগরের কূলে ; আনি পিতৃগৃহে তারে
করিতাম সেবা ; সেই হেতু দুষ্ট যাস্ক
হ'য় রাগে অন্ধ। পিতা মোর করে নাই
তারে বিতাড়িত নিজ গৃহ হ'তে, দেন
নাই যাস্কে বধিতে তাহার প্রাণ, শুধু
এই অপরাধ তাঁর। সে কারণ যাস্ক,
মাদক মিশ্রনে করি অচেতন রক্ষী-
গণে, নিজ অনুচর সনে গভীর
নিশীথে পেয়ে একা, হরিয়াছে তাঁর
প্রাণ। নাহি দিবে প্রতিফল হেন দুষ্ট,
নৃশংস জনে।

মণ্ডলগণ দণ্ড দিব যাস্কে মোরা।

যাস্ক। যদি দণ্ড দাও সবে, লব নিজ শিরে।
কিন্তু কভু বসায়োনা বিদেশীরে রাজ
সিংহাসনে। সোনার শিকল হেরি, যদি
হ'য়ে থাকে সাধ, পরিতে নিগড় পায়,
কিছুদিন হ'লে গত, যাবে মোহ ভেঙ্গে,

হেরিবে তখনি অটুট শৃঙ্খল তাহা,
লৌহ বিনির্ম্মিত ।

মণ্ডলগণ । সত্য যাহা কহে যাস্ক !

[দূতের ব্যগ্রভাবে প্রবেশ] ।

যাস্ক । কেন এত ব্যগ্র দূত, বল কি সংবাদ ?

দূত । প্রভু, পেয়েছি সন্ধান সেই বিদেশীর,
অকস্মাৎ কোথা হতে লয়ে নিজ সেনা
ভীমবেগে আসে দুর্গ পথে ! না রোধিলে
তারে, শীঘ্র হবে অবরুদ্ধ নিজে ।

যাস্ক ! আজ্ঞা
দাও সৈন্যগণে রোধিতে তাহারে পথে ।

(মণ্ডলগণের প্রতি)

হে মণ্ডলগণ, দেশশত্রু যুবা, রয়েছে
দাঁড়ায়ে আসি দেশের দুয়ারে । বল, বল
ত্বরা, নির্ব্বিবাদে তারে ছাড়িবে কি রাজ্য
তব ।

মণ্ডলগণ । নহে, নহে, কভু, নাহি হবে তাহা !

যাস্ক । তবে চলে এস মোর সাথে রণক্ষেত্র
মাঝে । অগ্রে করি বৈরী নির্য্যাতন পরে
যারে ইচ্ছা দিও রাজ্যভার । চল ত্বরা ।

[সকলে অগ্রসর হওন]

কুবেণী । নাহি যাও যাস্ক সাথে । একা আমি
নিবারিব রণে ।

যাস্ক। নারীর মন্ত্রণা নহে
গ্রাহ্য বিপদ সময়ে কভু।

(সকলের প্রস্থান)

কুবেণী। হা বিধাতঃ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ কক্ষ—গৌতম ও বিজয়কুমার।

কুমার। সখা, করিয়াছি সত্য, দুর্গ অধিকার,
এখনও দেশ জয় করি নাই মোরা।
এদেশের অধিবাসী নহে সুশিক্ষিত,
কিন্তু অব্যর্থ সন্ধান। কতবার মম
উষ্ণীষ উপরি, চলে গেছে সুতীক্ষ্ণ
শায়ক ; তুমি না থাকিলে পাশে মম,
কালি মোর হ'ত আয়ু শেষ ; সেও ছিল
ভাল, নাহি যদি হারাতাম অমূল্য
জীবন শত, শত ; হায় সখা, ইচ্ছা-
মৃত্যু আলিঙ্গিয়া, পুরাইতে দুর্গ খাদে,
ধেয়ে এল শত শত বীর ; বুক ভেঙ্গে
গেছে সখা, হতে পার দুর্গের পরিখা,
সেই সব শবরাশি দলি ; অতীব

দুর্জ্জেয় দুর্গ ; কিন্তু, পলায়েছে যাক্ষ
লয়ে নিজ সৈন্যগণ, সেই চিন্তা মোর ;
গত নিশি রণে হইয়াছে কত সেনা
হত ?

গৌত । দুই শত সৈন্য তব গেছে স্বর্গে
চলি, আর একশত হয়েছে আহত ;
কিন্তু বিপক্ষের তব, শুধু শতজন
আহত, ত্যজি তাহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে ।
অবশিষ্ট শত্রু, হয়ে গেল নিরুদ্দেশ ।

কুমার । মম সৈন্যগণ করে নাই অবরোধ
বিপক্ষের সেনা ?

গৌত । জানে নাই পূর্ব্ব হতে
সন্ধান তাদের ; পঞ্চশত সৈন্য তব,
গিয়াছিল গ্রাম মাঝে খাদ্য আহরণ
তরে, দেখে অকস্মাৎ জ্বলিতেছে অগ্নি
চারি ধারে, শুধু এক দিকে হেরি পথ,
নির্গমন কালে, হেরে সম্মুখে রয়েছে
শত্রু ; বাধিল তুমুল রণ, উভ দলে ;
শেষে তাম্রপর্ণবাসী না পারি সহিতে
তব বঙ্গসেনা বীর্য্য, হইল অদৃশ্য ।
অতি ক্লেশে ফিরে ছিলু তব যোদ্ধাগণ,
হতাহতে রাখি রণস্থলে ।

কুমার । কি হ'ল
তাদের সখা ?

গৌত। অনিয়াছি দুর্গমাঝে
আহত জনেরে, মৃতজনে করিয়া
প্রোথিত।

কুমার। আর শত্রুর আহত জনে?

গৌত। ভুলি নাই সখা, ভুলেছি যদিও আমি
মাধ্যমিক শূন্য-যুক্তি বাদ; হয়ে তব
সহচর, রাজবুদ্ধি লভিয়াছি সখা।
শত্রুর আহত জনে আনিয়াছি শিবির
মাঝারে, করি সেবা পরম যতনে সবে,
লভিয়াছি মোরা হৃদয় তাদের এবে।

কুমার। এ জীবনে শুধিবেনা ঋণ তব সখা;
তুমি আছ সহায় যাহার কি অভাব
তার?

গৌত। অভাব অনেক আছে, এই যদি
তুমি হও রাজা, রাণীর অভাব, কিন্তু
আছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী তব প্রণয়ের,
পাণ্ডুমালাধিপ কন্যা, আর কুবেণী,
হবে কুবেণীরই জয়, অন্তর্হিত হয়
প্রেম অন্তরে, অন্তরে।

কুমার। হেন ঔৎসুক্যের
দিনে, কেন সখা বাড়াও যাতনা বৃথা?
বল, কেমনে করিবে জয় এই দেশ?

গৌত। থাকে যদি গুপ্তশত্রু তব পিছে, কোথা
জয় আশা তব! ভেবে দেখ মনে এই

দুর্গ জয়ে হইয়াছে হত অর্দ্ধ সেনা ;
হবে রণ যাস্ক সনে সদা, নাহি জানি
কেমনে জিনিবে তারে। বুঝায়ে মণ্ডলে,
করি সহায় তাদের, জিনিব এদেশ।
সেই মম শেষ আশা ; তাই কর সখা,
থাকে যদি যাস্ক গুপ্ত ভাবে, ভূজঙ্গম
সম রহিয়া অদৃশ্য, কোথা হতে করি
আক্রমণ, করিবে সে বলক্ষয় মম।
যথার্থ শাস্ত্রের কথা, "সর্পসহ করা
গৃহবাস", অনুচিত সদা। শেষে অল্প
সৈন্য সহ, হতে হবে বন্দী তার পাশে।
নাহি জানি পার্ব্বতীয় পথ, কেবা দিবে
মোরে যাস্কের সন্ধান ?

গৌত। দিইবেন তিনি
যিনি দিয়াছেন এদেশ সন্ধান তোমা,
যিনি দিয়াছেন তব, হৃত সৈন্যের
সন্ধান, হারানিধি প্রাপ্তি সম পুনঃ।

(দূতের প্রবেশ)।

দূত। প্রভো ! আসিয়াছে তাম্রপর্ণ যুবা, তব
পাশে ; আজ্ঞা হলে লয়ে আসি।

কুমার। লয়ে এস।

(দূতের প্রস্থান)।

গৌত। সখা ! থা'ক সাবধানে নাহি জানি কেবা
আসে কোন ছলে ; কেন আসে হেথা ?

কুমার। নির্ভয় হৃদয় মম। তুমি আছ পাশে,
আছে অস্ত্র সাথে, কি আশঙ্কা এবে।

[তাম্রপর্ণ যুবার প্রবেশ]

যুবা। হে রাজন! আছকি নিশ্চিন্ত এবে
করি দুর্গ অধিকার? জেনেছ কি কোথা
যাস্ক?

কুমার। (স্বগতঃ) যেন কুবেণীর স্বর; ভ্রান্তি মম।

যুবা। অতি ক্রুরমতি যাস্ক, কৌশলী সদা,
বৃথা তব রাজ্য আশা, যদি রহে সে
জীবিত, বিপন্ন জীবন তব, যদি
বন্দী, নাহি কর তারে, কিম্বা অন্তর্হিত
ইহলোক হতে। হয়ে তব শুভাকাঙ্ক্ষী
আসিয়াছি হেথা।

কুমার। হে যুবক! যদি হয়েছ
সদয়, বল মোরে যাস্কের সন্ধান।

যুবা। দেব!
অতীব দুর্গম সেই পার্ব্বতীয় পথ,
পর্ব্বতের অধিত্যকা মাঝে আছে বসে।
পারি তোমা লয়ে যেতে; লহ সঙ্গে তব
সাহসিক সেনা, মরণে ডরেনা যারা।

গৌত। সখা, সহজে বিশ্বাস কভু না কর
যুবারে। আসিয়াছে শত্রুভাবে, কিম্বা
মিত্রভাবে, কিবা নিদর্শন তার।

কুমার। নাহি
শঙ্কা তব, রাখিব সতত পাশে এরে,
হেরি যদি বিন্দুমাত্র চিহ্ন শত্রুতার,
অমনি বধিব প্রাণে। পরে বিপদের
হ'ব সম্মুখীন।
যুবা। তাই কর, রেখ সঙ্গে
তব, বিলম্বে বিফল হবে মনোরথ।
এই দণ্ডে কর যাত্রা, আজ্ঞা দাও সৈন্যে।
কুমার। লয়ে চল সাথে তব, যথা যেতে হবে।
যুবা। ভিন্ন, ভিন্ন, দলে, দলে হ'ক সম্মিলীত
সৈন্যগণ, পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে ; গুপ্ত
ভাবে যেতে হবে সবে ; অগ্রে যদি জানে
যাস্ক কভু, তব আক্রমণ, পলায়ণ
করিবে তখনি, যদি বন্দী নাহি হয়,
হ'বে সব পণ্ড।
কুমার। রুধিয়া সকল পথ
তার, ধেয়ে যাব রণে প্রভঞ্জন বেগে।
যুবা! পার যদি সফল করিতে মম
আশা, দিব তোমা উপযুক্ত পুরস্কার!
যুবা। তব দয়া বিনা দেব, নাহি চাহি কিছু ;
যেতে হবে বহুপথ, চল ত্বরা করি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

তাম্রপর্ণ কুটীরবাসীগণ কুটীরের সম্মুখস্থ ভূমিতে দণ্ডায়মান।

ভেমো। হাঁরে অম্বখুড়ো, কোথা থেকে আমাদের দেশটা এখন হ'ল বল্ দেখি? কোথা থেকে এক বেটা বিজয়সিং, সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে, তিড়িং মিড়িং করে দেশটাকে উচ্ছন্ন দিলে।

অম্ব। বরাৎ বাবা! বরাৎ! তার আর দোষ কি? ঐ যক্ষেরই ত যত দোষ, কেন সে, বুড়া সর্দ্দারকে খুন কল্লে বল দেখি! বুড়ো যদি বিজয়সিংকে জামাই করত, কার আর কি ক্ষতি হত! কেন? যাক্ষের কি এদেশে আর কনে মিলত না, যে ঐ রূপের ধুচুনী কুবেণীর জন্য এত হাঙ্গাম ফেসাদ?

বেগো। ওগো ভেমো দাদা! তা বুঝি কিছু জান না। তোমরা এত পাঁচ কথা কও—আর এইটে বুঝি শোননি? তোমরা কি কানে তালা দিয়ে থাক নাকি?

ভেমো। আরে কি হয়েছে রে বেগো! বলেই ফেল্‌না, অত ভণিতে করচিস্ কেন?

বেগো। তা তোমরা যদি কারুকে না বলত, আমি বল্‌তে পারি। মড়লরা শুন্‌লে আর আমায় আস্ত রাখবে না।

ভেমো। বলিবিত বল্ শিগ্‌গির।

বেগো। বলচি, আমাকে বল্‌তে বারণ করেছে, ও সব বড় ঘরের কথায় আমার আর কাজ কি বাপ।

ভেমো। এ ছোঁড়া জ্বালালে, বল্‌বি ত বল, নইলে মেরে তাড়াব।

বেগো। মারই, ধরই চটকরে কাউকে বলচিনা।

অম্ব। না বাবা বেগো তোমায় কেউ মারবে না। সোণার চাঁদ আমার, বলত বাবা—আমরা কাউকে বল্‌ব না।

বেগো। ওগো সেই বিজয়সিঙ্গি, না ধিঙ্গি, যে যাস্ককে দুগ্‌গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তার কথা গো, তার কথা।

অম্ব। কি হয়েছে বাবা?

বেগো। হবে আর কি, সেই নাকি দিনের বেলায় মানুষ হয়, আর রাত্তির বেলায় সিঙ্গি হয়ে মানুষ খায়। (অনুচ্চস্বরে) দেখ কাউকে বলনা—সেই নাকি কুবেণীকে গিলে খেয়েছে।

ভেমো। দুর মুখ্‌খু, তাকি কখন হতে পারে? এ সব গোলমাল দেখে কুবেণী এখন লুকিয়ে পড়েছে; যেই কেউ রাজা হবে, অমনি তাকেই বে করবে। বিজয়সিঙ্গি কিন্তু মোড়লদের যে রকম হাত করেছে, সেই রাজা হবে।

বেগো। বিজয়সিঙ্গির মন্‌তিরিটী কিন্তু খুব ভাল। কত ওষুধ জানে। কারুর বেয়ারাম হ'লে নিজেই আসে, বলে, আমরা তোমাদের বন্ধু, এখন আমরা তোমাদের দেশের লোক হ'য়েছি। আমার ছেলেটীর বেয়ারাম, কিন্তু খুব চট্‌ আরাম কল্লে বাবা।

ভেমো। বিজয়সিংও খুব ভাল লোক। সে যদি রাজা হয় তাহলেও আমাদের ভাল হবে।

অম্ব। বাবা! এখনও ত বোঝনি, অমনি করে ভুলিয়ে ভালিয়ে সেঁদুবে, তার পর একটু জেঁকে বসতে পারলেই, বেণো জল ঢুকে ঘরো জল শুদ্দু বের করে নিয়ে যাবে।

বেগো। না গো! যাস্কের সেপাইদের যে জুলুম, তার চেয়ে এরা ভাল।

এরা কলাটী মুলটীর পর্য্যন্ত দাম দেয়; আর মেয়ে ছেলে দেখলে সরে দাঁড়ায়।

অম্ব। বরাতে যা আছে তাই হবে। যাস্কও চুপ্ করে বসে নেই; দেখা যাক এ যুদ্ধে কি হয়। তার পরই বোঝা যাবে কে কেমন লোক।

বেগো। ওগো দেখ, ওদিক থেকে মোড়লরা, আর সেপাইরা সব, ঐই দিকে আসছে।

ভেমো। ওগো ও যে গুঁতো মন্তিরী! এরা যে সব ওদেরই সেপাই গো।

অম্ব। তাইত বটে; তবে যাস্ক হেরে গিয়েছে রে, এরাই রাজা হ'ল! আয় আমরা একটু একপাশে দাঁড়িয়ে দেখি।

(মণ্ডলগণ, সৈন্যগণ ও গৌতমের প্রবেশ।)

সৈন্যগণ। জয় রাজা বিজয়সিংহের জয়। (ঢক্কা বাদন।)

১ম মণ্ডল। শুন সবে তাম্রপর্ণবাসী, দুষ্ট যাস্ক
বন্দী এবে সর্দ্দারের বধ অপরাধে;
শীঘ্র তার বিচারের সভা হইবে
আহুত; মৃত সর্দ্দারের স্থলে, মোরা
পাইয়াছি নূতন সর্দ্দার; এ নহে
বিদেশী, এবে স্বদেশী মোদের; যিনি
সর্দ্দার, তিনি রাজা এদেশের; আজি
হ'তে ইনি রাজা, নহে শুধু রাজা, বন্ধু
আমাদের।

২য় মণ্ডল। শাসিবেন তাম্রপর্ণ এবে
মঙ্গলের তরে, যুদ্ধ হেতু ক্ষতিগ্রস্ত

যারা, রাজকোষ হতে করিবেন দান,
তাহাদের কল্যাণ বিধানে। ইনি এবে
পুত্রসম স্নেহে পালিবেন তোমা সবে।

৩য় মণ্ডল। ছিলে যথা বশীভূত মৃত সর্দ্দারের,
ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া উপহার, সেইমত
দিও সবে ভক্তি শ্রদ্ধা, বিজয়সিংহ রাজে।

(ঢক্কা বাদন।)

সকলে। জয় রাজা বিজয়সিংহের জয়।

গৌতম। হে তাম্রপর্ণবাসী! হে স্বদেশবাসী
মোর, তাম্রপর্ণ এবে হয়েছে আমার
দেশ, ভ্রাতৃগণ! তব শৌর্য্য বীর্য্য সদা
রয়েছে বর্ণিত ইতিহাসে। লঙ্কাবাসী
করেছিল জয় দেবতারে। আর্য্যাবর্ত্ত
সনে করিয়াছ বিনিময় জ্ঞানশাস্ত্র,
নহে বিজিত তোমরা কভু। আজিও হে
বন্ধুগণ নহে জিত অস্ত্র শস্ত্রে। শুধু
প্রেমে জিনিয়াছি তোমা। প্রেম অবতার
বুদ্ধদেব করেছেন দয়া তোমাপরে।
আমি দাস তাঁর, বিলাইতে সে রতন
গৃহে, গৃহে তব আসিয়াছি হেথা। শুন
সবে সে অমৃতময়ী বাণী; প্রভুর
করুণ প্রাণে বেজেছিল, হেরি জীব
দুঃখ, ক্লেশ, জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি জরা, ভবে।
রাজার তনয় ছাড়ি রাজসুখ ভোগ,

নিজ ষোড়ষী কামিনী, সুকুমার শিশু,
চলিলেন তপস্যায় গহন কাননে।
করি শুষ্ক দেহ, শুষ্ক প্রাণে আসিলেন
প্রেমনদী তীরে, ভরিল সে প্রেম সুধা
হৃদয় তাঁহার। উছলিয়া সেই হৃদি
ভেসে গেল সমগ্র ভারত সেই প্রেমে।
ভারতের কুল ছাপি আসিয়াছে, সেই
প্রেমবন্যা তোমাদের মাঝে। ধর, ধর,
পিয়, সবে আজি সেই প্রেমসুধা। কর
চিরদাস মোরে তোমাদের।

মণ্ডল। ধন্য প্রভো!
তোমার মুখারবিন্দ হ'তে পিইয়াছি
যেই সুধা, ভরে গেছে হৃদয় মোদের।

গৌতম। এস তবে করি তাঁর মহিমা কীর্ত্তন।

(সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান।)

গীত।

দয়াময় বুদ্ধ আজি হয়েছেন সদয় হে;
এস, এস, সবে আজি, করি মৃত্যু জরা জয় হে;
নিজ মায়া আবরণে, পাও দুঃখ অকারণে,
ছিঁড়ি মায়াডোর এবে, জীবনমুক্তি লভ হে।
লয়ে পারহিত ব্রত, ছাড় ভোগ, সুখ যত,
অহিংসা, জীবে দয়ায় চির শান্তি পাবে হে॥

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দুর্গ-মধ্যস্থ বিচার সভা—রাজা বিজয়সিংহ, গৌতম, তাম্রপর্ণ যুবা ও মণ্ডলগণ আসীন। প্রহরীগণ ও বন্দীভাবে যাস্ক দণ্ডায়মান।

বিজয় রাজ। যুবা! কিবা উপহার বাঞ্ছা তব আজি?
অচিরেই দিব তাহা, বল; কেন মৌন?

যুবা। দেব! তব স্নেহ, দয়া, বিনা নাহি চাহি
কিছু। পাইয়াছি আশাতীত ভাবে।

বিজয়। আছে তব হৃদিমাঝে গভীর যাতনা,
যার তরে হইয়াছ বীতরাগ নিজ
শুভাশুভে। অগ্রে করি যাস্কের বিচার
পরে দিব উপহার।

যুবা। সেই ভাল প্রভু।

বিজয়। হে মণ্ডলগণ! করুন বিচার এবে
যাস্কের অপরাধ, বৃদ্ধ সর্দ্দারের
হত্যা।

মণ্ডল। দেব! দণ্ড দাও যেবা ইচ্ছা তব।

যাস্ক। ধিক্! ধিক্! মণ্ডলেশগণ! শতধিক্!
শত ধিক্! পাদলেহীগণ! সাজিয়াছ
চাটুকার রাজ সভাসদ্, তব রাজ
বাক্যে দিতে সায়? প্রাণে নাহি হয় লজ্জা,
এ বিদেশী যুবারে বরিতে রাজপদে?

ধিক্ মম প্রাণে! হেন হীন জাতি মাঝে
জন্ম মম! এই দণ্ডে ইচ্ছি মরিবারে।

বিজয়। অচিরেই পুরাব সে সাধ তব যাস্ক।

যাস্ক। কে তুমি বিদেশী যুবা, করিবে বিচার
তাম্রপর্ণ সর্দ্দারের? ভাগ্যবলে জিনি
রণে লভিয়াছ সিংহাসন। তা'না হ'লে
হ'ত স্থান বিনিময় তোমার আমার।
ধিক্ রে দুরাত্মা! অতর্কিত পেয়ে মোরে
জিনিয়াছ রণ। শৃগাল হইয়া ব'স
সিংহের আসনে! কর যথা ইচ্ছা তব।

মণ্ডল। হেন দুর্ব্বিনীত জনে দণ্ড দিন রাজা।

বিজয়। মম কলহের বশে না করি বিচার
তব যাস্ক; তাম্রপর্ণবাসী ডাকিয়াছে
মোরে সর্দ্দারের সিংহাসনে। তাঁর
প্রেত আত্মা কহিতেছে সদা, "এই
যাস্ক বধিয়াছে মোরে, নৃশংসেরে দাও
সমুচিত দণ্ড।" হে মণ্ডলগণ! ইচ্ছা
মম বধিতে যাস্কের প্রাণ, সর্দ্দারের
প্রাণ বিনিময়ে।

মণ্ডলগণ। একবাক্যে দিনু মত।

যাস্ক। জানিলে কেমনে, আমি করিয়াছি হত্যা
বৃদ্ধ সর্দ্দারের? নিজে নাহি জ্ঞান কিছু;
তুমি করেছিলে প্রাণ লয়ে পলায়ন,

শুধু কুবেণী কৃপায় ; নারীর দয়ায়
রক্ষিত জীবন যার, কেমনে সে দেয়
পরিচয় বীর বলে ! বীরের সম্মান
কেমনে জানিবে সেই ? উত্তম বিচার।

বিজয়। (স্বগত) সত্য অপরাধ এখনও হয় নাই
প্রমাণিত। সামান্য অপরাধী সম,
রেখেছি দাঁড়ায়ে যাস্কে।(প্রকাশ্যে) রক্ষীগণ ! কর
মুক্ত অবিলম্বে যাস্কে। লহ তব অস্ত্র ; (অস্ত্র প্রদান)
বল, কে করেছে সর্দ্দারের হত্যা ? নাহি
করে থাক, মিত্রভাবে সম্ভাষিব তোমা,
তুষিব তোমায় দিয়া রাজ্য; মৌন কেন ?

মঙ্গল। রাজা ! যাস্ক কহেছিল কুবেণী সম্মুখে,
সর্দ্দারের হত্যাকারী নিজে।

বিজয়। হায় যদি
অভাগিনী থাকিত হেথায়, হ'ত কত
উল্লাসিতা !

(তাম্রপর্ণ যুবা ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক)

কুবেণী। দেব ! আসিয়াছি আমি, কিন্তু
নহে উল্লাসিতা আজি।

বিজয়। একি! কুবেণীই
সেই অজানিত তাম্রপর্ণ বন্ধু যুবা ?

কুবেণী। দেব ! মনে হয় আজি সাধিয়াছি দেশ

অকল্যাণ নিজ স্বার্থ আশে, দিইয়াছি
যাস্কের সন্ধান তোমা; পিতৃহত্যা দোষে
দিতে যাস্কে প্রতিফল, অধীনতা পাশে
বাঁধিয়াছি মাতৃভূমি। ভাল করি নাই
প্রভো।

বিজয়। কুবেণী! লহ ফিরি তব পিতৃ-
রাজ্য, শুধু তব অতিথির সম, রহি
কিছুদিন চলে যাব মোরা।

কুবেণী। নাহি চাই
তায়, ইচ্ছা মম, তুমি থাক রাজা, চির
দিন এই দেশে।

যাস্ক। রাক্ষসী, মায়াবিনী,
এত ছল তোর? হেরি তব চতুরতা
মনে হয় ধিক্ নারী জন্মে, এতদিনে
জানিলাম, কেবা দিয়েছিল বিদেশীরে
আমার সন্ধান, কেমনে সে করে বশ
দেশ বাসীগণে। একা আমি করে থাকি
অপরাধ তব, সমগ্র জনম ভুমি
করেছে কি দোষ? এত দিন, জেনেছিলে
হবে তব বিদেশী যুবার রাণী, এবে
হয়েছ নিরাশ। তাই কর ভাণ আজি
স্বদেশের হিত।

বিজয়। নাহি কহ কটু যাস্ক।

সরলা বালায়, কুবেণী দয়ায় স্বর্গ
তুল্য তাম্রপর্ণ দেশ। কেনা জানে তাহা ?

যাস্ক। বিজয় ! হয়েছে অন্যায় অতি, তুমি
এরে দিতে উপহার, তার পূর্ব্বে, আমি
দিব উপহার কুবেণীরে। সর্ব্বনাশী,
বিশ্বাসঘাতিনী, লহ তব উপযুক্ত
উপহার।

(কুবেণীর বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও কুবেণীর পতন।)

কুবেণী। প্রভো ! ক্ষম এবে যাস্কে, নিভিল
সকল জ্বালা মম। (মৃত্যু।)

বিজয়। যাস্ক ! এক অপরাধে
হয়েছ দণ্ডিত ; পুনঃ কর অপরাধ ? মম
অগ্রে কর নারী হত্যা ? রে বর্ব্বর ! ধর
অস্ত্র, এখনি হরিব তব পাপভার
নিজ হস্তে ; হেন পাপী হ'ক অপসৃত
ধরা হতে।

(উভয়ে যুদ্ধ—যাস্কের পতন ও মৃত্যু।)

মৃত যাস্ক নহে মোর শত্রু,
বন্ধুগণ ! সর্দ্দার সম্ভ্রমে কর এর গতি।

গৌতম। সখা ! এতদিনে হ'ল নিষ্কণ্টক রাজ্য
তব। শিশু, বৃদ্ধ, যুবা বরিয়াছে তোমা
রাজপদে, প্রসন্ন অন্তরে সবে। আজি

হ'তে তব বংশধারা নাম অনুসরি
"সিংহল" নামে হ'ক অভিহিত এই
তাম্রপর্ণ দেশ। সিংহল বিজয় তব
রবে খ্যাত পৃথিবীর চারি ভিতে, ব্যাপি
অনাদি অনন্ত যুগ, সুবর্ণ অক্ষরে।

(যবনিকা পতন।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডুনগরস্থ রাজঅন্তঃপুর রাজকুমারীর কক্ষ।

অনুপমা আসীন। বিদেশিনীর প্রবেশ।

অনু। কে তুমি গ' বিদেশিনী ? কি চাহ এখানে ?

বিদে। আসিয়াছি রাজকুমারীর পাশে, কিছু
ভিক্ষা আশে।

অনু। রহ অপেক্ষায় একধারে।

(নিরূপমা ও রাজকুমারীর প্রবেশ।)

গীত।

এস, এস, নাথ হৃদয়ে আমার, এস সখা আজি এস হে।
আঁখি শুধু চায় হেরিতে তোমারে, তোমা বিনা নাহিশ্চাহি হে।
চলে গেলে পুনঃ আসিবে বলিয়া, এখনও নাএলে ফিরি হে।
প্রাণ আছে শুধু হেরিতে তোমারে দেখা দিয়া প্রাণ রাখ হে॥

অনু। সখি, ছাড় তার আশ, সেকি আর আসিবে
ফিরিয়া ; করেছেন মহারাজ সন্ধান
তাঁহার, দেশে, দেশে, নগরে, নগরে, এক
জনও নাহি জানে কিছু ; সকলেই কহে,
পঞ্চদশ পোত তার ডুবেছে সাগর
জলে, উঠেছিল যেই ঝঞ্ঝাবাত, তব

স্বয়ম্বর সভা পরে, সেই ঝঞ্ঝাবায়ে।
কেন তবে নিশি দিন থাক তার লাগি।
কমণীয় কান্তি তব হয়েছে মলিন,
জটা হয়ে কেশ রাশি পড়েছে এলায়ে ;
তব ছায়া সম হেরিলো তোমারে, কেন
আর দুঃখ দাও সখি ?

নিরু। শুনেছ কি, হেথা
এসেছেন অঙ্গরাজ, নিমন্ত্রিত হ'য়ে ?
থাকে যদি তব মত, হয় পরিণয় ;
মনোহর অঙ্গরাজ, যোগ্য তব দেবী,
ভুষিত গৌরবে তিনি, এ নব বয়সে,
ন'ন কিসে কুমারের সমকক্ষ ? রাজ-
বালা বর তাঁরে ; হেরে জুড়াক নয়ন।

রাজকুমারী। সখি ! জ্বালার উপর জ্বালা বাড়ায়না
আর ; তিলে, তিলে মরিতেছি আমি, মন
মাঝে বাড়িছে আঁধার, শুধু আর দুই
দিন পরে হবে সব শেষ। তার পর
ডেকে এন অঙ্গরাজে তব। এ জীবনে
কভু, আর কারো হইব না দাসী। যদি
নাথ, নাহি আসে ফিরে, মম মরণের
কালে লয়ে যেও সখি ! সেই কাননের
মাঝে, সেই শিলাতলে রেখে অঙ্গ মোর,
কয়ো শুধু তারি কথা কাণে, চেয়ে সেই
সরোবর পানে, সরমিয়া সেই মুখ,

যাব সেই শান্তিময় রাজ্যে, যথা নাহি
আছে বিরহ প্রণয়ে, শুধু ভালবাসা ।

নিরু । সখি ! হ'য়না অধীর, বোধ হয় লয়ে
অঙ্গরাজে, আসিছেন মহারাজ এবে,
হ'য়না লো বিষাদিনী ।

রাজ-কু । নিবার, নিবার
সখি ! মহারাজে, কেন আসে অঙ্গরাজ ?
অহো ! প্রাণ যায় মম ।

(পতন ও মূর্চ্ছা)

(পাণ্ডুরাজ ও অঙ্গরাজের প্রবেশ) ।

পাণ্ডুরাজ । ফেটে যায় বুক মোর, অঙ্গরাজ ! হেরি
অভাগিনী কন্যা মম । পাই যদি সেই
নিষ্ঠুর বিজয়ে দেখা, দেখাতাম তায়
কি দশা করেছে মম, অবলা বালায় ।
বেঁচে নাই নির্ব্বাসিত যুবা । (সখীদের প্রতি) কর চেষ্টা
বৎসে, ভুলাতে বালারে ; চলিলাম এবে ।

(প্রস্থান) ।

(রাজকুমারীর উপবেশন) ।

রাজ-কু । সখি ! এসেছে কি বিজয়কুমার মোর ?

অঙ্গরাজ । সুন্দরি ! কোথা তব বিজয় কুমার ?
নির্ব্বাসিত যুবা হইয়াছে সুনিশ্চিত
জলমগ্ন । বৃথা তার আশা, আসিয়াছি
তব পিতৃরাজ্যে অভ্যাগত অতিথির
সম, কর এবে অতিথি পূজন, তব

লোচন কৌমুদী জুড়াক আমার হিয়া,
সুধা মাখা ভাষে কর আজ্ঞা বসিতে
আমায়, দাস ভাবে করি নিয়োজিত,
দাও আজ্ঞা সুবদনী, করি তব সেবা।

রাজ-কু। সখি! কেবা এই প্রগল্‌ভ যুবক? এসে
থাকে অতিথির সম, অন্তঃপুর নহে
স্থান অতিথির। যা'ক অতিথির শালে
লভিবে সে উপযুক্ত পরিচর্য্যা।

অঙ্গরাজ। আসি
নাই সামান্য অতিথি সম, তব পিতৃ
রাজ্যে; আসিয়াছি লভিতে তোমায়। রাজ-
বালা, যে অবধি হেরিয়াছি ও চারু
আনন তব, সেই মম চিন্তা নিশি
দিন; রাজকুমারী, বিশাল সাম্রাজ্য
মোর, সহ দণ্ড, কোষ, সিংহাসন, দিনু
আজি তব পদে, নিদয় হইয়া যদি
নাহি লহ তাহা, আত্মঘাতি জুড়াইব
জীবনের জ্বালা।

রাজকু। বৃথা আকিঞ্চন তব;
আমি আর নহেক আমার; প্রাণ মন
মম, যাহা কিছু ছিল, সঁপিয়াছি তারে,
আর কারে নাহি পারি দিতে, যদি ভুলে
সে আমায় জনমের মত, তবু তারি
তরে শুধু রাখিব জীবন। ছাড় আশা

মম, অঙ্গঅধিপতি। কর দয়া এবে
সরলা অবলা জনে ; যাও চলি রাজা।

অঙ্গ। দেবী ! একান্তই যদি নহে ইচ্ছা তব
বরিতে আমায়, চলিনু এখন ; তবু
রব আমি তব আশে, যদি একদিন
কভু, পড়ে মোরে মনে ডেক তব পাশে।
(প্রস্থান।)

রাজকু। অহো ! আজি আমি জুড়াইব এ জীবন
জ্বালা ; মাতা, পিতা, ভ্রাতা সদা দিতেছে
গঞ্জনা, অজানিত যুবা আসি কহে
কথা মোর সনে, চেষ্টা ভুলাতে আমারে,
পিতা হ'য়ে নাহি মানা তাহে ? যত গত
হবে দিন, হব সদা তত জ্বালাতন ;
তার চেয়ে করি তীব্র বিষপান, যাক
নিভে হৃদয়ের জ্বালা ; শুধু একদিন
রব তার আশে।

অনু। তোমার যাতনা হেরি
ইচ্ছা হয় আমরাও করি বিষপান।
সখি ! আছে বিদেশিনী তব অপেক্ষায়।

রাজকু। কি চাহ তুমি বিদেশিনী বল ত্বরা,
মানব সংসর্গ মম, নাহি লাগে ভাল।

বিদেশিনী। আসিয়াছি বহু দূর হ'তে তব পাশে,
লহ আশীর্ব্বাদ, হও চির সুখী এবে।
(ধান্য দূর্ব্বার সহিত পত্র প্রদান ও প্রস্থান

রাজকু। একি কোথা গেল সেই বিদেশিনী ? কার
পত্র দিলে মোরে ? এযে তাঁরই হস্তলিপি !
একি সত্য ! নহে স্বপ্ন ? হেরি শূন্য ধরা।
(পতন ও মূর্চ্ছা।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডু রাজ্যর মন্ত্রণাগৃহ—রাজা ও মন্ত্রী আসীন।

মন্ত্রী। মহারাজ! এখনও নাহি হ'ল তব
তনয়ার পরিণয়, সেই কথা লয়ে
প্রজাগণ কহে কত কথা। হ'ক পুনঃ
স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রিত রাজগণ এবে।

পাণ্ডুরাজ। মন্ত্রি! বৃথা তার আয়োজন, কন্যা মম
বরিবেনা কাঁরে, বিনা সেই বিজয়-
কুমারে, কোথা পাব তত্ত্ব সেই জল-
মগ্ন যুবকের ?

মন্ত্রী। দিন আজ্ঞা স্বয়ম্বরা
হ'তে ; না মানেন রাজবালা, কর তাঁরে
নির্ব্বাসিত তব রাজ্য হতে, যতদিন
কন্যা তব রবে গৃহে, তব তত দিন
হবে সহিতে গঞ্জনা সবে। তার চেয়ে
নির্ব্বাসিত করি তনয়ারে, পা'ন এবে
পরিত্রাণ। জেনে থা'কু প্রজাগণ সবে,
কন্যা তব গেছে পরলোকে।

পাণ্ডু। অসম্ভব !

মন্ত্রী। যথা ইচ্ছা মহারাজ ; যাই নিজ কার্য্যে।

(প্রস্থান)

(দূতের প্রবেশ)।

দূত। মহারাজ ! অপরূপ যুবা এক ল'য়ে
উপহার চাহে তব দেখা।

পাণ্ডু। লয়ে এস।

(সিংহলরাজ দূতের প্রবেশ)।

দূত। রাজন ! এসেছি সিংহল হ'তে দিতে
উপহার ; আমি সিংহলের রাজদূত।

পাণ্ডু। সিংহল ! নাহি জানি হেন দেশ, কোথায়
সিংহল ? নহে ভারতের মাঝে।

দূত। অগ্র
ভাগে ভারতের, আছে জলধির মাঝে।
পুরাণের কালে "লঙ্কা" নামে অভিহিত
পরে, "তাম্রপর্ণ" এবে হয়েছে "সিংহল" !

পাণ্ডু। কিহেতু সিংহল নামে হ'ল অভিহিত ?

দূত। রাজা এবে বিজয় কুমার সিংহ, সেই
দেশে। তাঁর বংশগত নাম অনুযায়ি
ধরে এই নাম !

পাণ্ডু। বিজয়সিংহ ? বঙ্গাধিপ
পুত্র বিজয় কুমার ? কোথা সে বিজয় ?

দূত। পোত সহ হ'য়ে জলমগ্ন, ভাগ্যক্রমে
হ'ন বিতাড়িত সাগরের উপকূলে,

এবে হয়েছেন রাজা, করি জয় সেই
দেশ।

পাণ্ডু। অতি সুসংবাদ দূত শুনি তব
মুখে। লহ উপহার মম কণ্ঠহার।

(কণ্ঠহার গ্রহণ)।

দূত। ধন্য আমি ; ধর দেব তব উপহার।

(উপহার প্রদান)।

পাণ্ডু। হেন শ্রেষ্ঠ উপহার হেরি নাই কভু ;
হস্তীদন্তে অতি চমৎকার কারুকার্য্য।
প্রবাল খচিত স্বর্ণ রৌপ্য দান অতি
মনোহর। দিয়াছেন লিপি পুনঃ মোরে।

(লিপি পাঠ)।

"মহারাজ! লভিয়াছি তাম্রপর্ণ রাজ্য
বৎসরেক মধ্যে। হয়ে থাকি যদি তব
তনয়ার যোগ্য পতি এবে, এই মম
বিশ্বস্ত অনুচর সহ, প্রেরিবেন তাঁরে।
পূর্ব্বে বরেছেন মোরে গান্ধর্ব্ব বিধানে,
লৌকিক আচারে এবে হবে পরিণীত।
আসে যদি তাঁর সাথে সহচরীগণ,
দিব শুভ পরিণয় সবে, অভিপ্সীত
যোদ্ধাগণ সহ। বাঞ্ছা তব মঙ্গলের।"

পাণ্ডু। (স্বগতঃ) কোন দূর অজানিত দেশে হয়েছেন
রাজা, কেমনে দিইব তাঁরে তনয়ায় ?

দূত। রাজন! কুমার সহেছেন অপমান

শত, শুধু তব তনয়ার তরে। কিন্তু
সহিবেনা অপমান পুনঃ। শত, শত,
পোত তাঁর লয়ে আনি সৈন্য অগনন
প্রজ্জ্বলিত করিবেন সমর অনল
তব রাজ্যে, আমি যদি ফিরে যাই একা।

পাণ্ডু। নহে ভীত তাহে আমি। শুভ পরিণয়
সূত্রে হবে যে গ্রথিত, হেন রুষ্টভাব
সাজে কি তাহারে? যাও দূত এবে লভগে
বিশ্রাম; পুনঃ আসি হবে জ্ঞাত মমাদেশ।

(দূতের প্রস্থান।)

(রাজকুমারীর প্রবেশ।)

রাজকু। পিতঃ, আমি শুনিয়াছি সব, অন্তরাল
হ'তে। হ'য়না নিদয় পিতা। যাব আমি
যথা আছে প্রাণপতি মম। হয় যদি
গহন কাননে কিংবা জলধির অতল
প্রদেশে তবু রব আমি তাঁর পাশে।
দাও আজ্ঞা পিতঃ অচিরেই করি যাত্রা
সিংহলের দেশে সহচরীগণ সহ।

পাণ্ডু। হায় বিধি! দুর্ব্বোধ্য তোমার লীলা, শিশু-
কাল হ'তে এত স্নেহে পালিয়াছি যারে,
একদিন শুধু, হেরি নিজ প্রণয়ীরে,
এত মুগ্ধ তার প্রেমে! পিতামাতা
ভালবাসা অকাতরে দেয় বিসর্জ্জন!
এত সে আপন! সেই হেতু শাস্ত্রে আছে,

“কন্যা আর গচ্ছিত রতন, থাকে পাশে,
ততদিন, অধিকারী যাবৎ না আসে।”
মন্ত্রীবাক্য হ'য়েছে সফল এবে, সেচ্ছা
নির্ব্বাসনে যাবে কন্যা মম। দিব আজ্ঞা
আজি, জাগাতে উৎসব নগরের মাঝে।
আছে যত আমা সম ভাগ্যহীন পিতা
তনয়ার. শুভক্ষণ তাহাদের, কোথা
পাবে, এমন সুযোগ দিতে পরিণয়
সবে। হ'বে তারা অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, বীর
বঙ্গ যুবকের, রাজবালা সহচরী সদা।
কেমনে দিব প্রবোধ রাণীরে আজি ?

রাজকু। পিতঃ, তবে ফুল্লচিত্তে দিবেন বিদায়
মোরে। ক্ষমিলেন করিয়াছি অপরাধ
যত। যাব এবে সহচরী পাশে পিতা।

পাণ্ডু। বৎসে ! মুছে ফেল তব শোক ভাব, হাসি
দেখা দিক পুনঃ প্রফুল্ল বদনে তব। কর
এবে উৎসবের আয়োজন সহচরী
গণ সাথে ; অচিরে পাঠাব তোমা বৎসে
সিংহল প্রদেশে। দিওমা প্রবোধ তব
জননীরে হে পাষাণী ! পতিবাসে, সদা
তুষিও সবার মন মধুর বচনে।
করি আশীর্ব্বাদ, হও যেন মাতৃরূপা
তব প্রজাদের, রাজ্যে লক্ষ্মীরূপা।
হয়ে দাসী পতিপদে, থাক চিরসুখী

উভে। পড়ে যদি মনে তব অভাগা
পিতারে, আসিও মা পুনঃ, হেরি তব
মুখইন্দু, আবার জুড়াব মম হিয়া।
চল, যাই তব জননীর পাশে বৎসে!
(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বঙ্গভূমি, লালিপুরস্থ রাজপ্রাসাদ, যজ্ঞাগার রাজা সুমিত্রসিংহ ও পুরোহিত আসীন।

সুমিত্র। করিয়াছি অশ্বমেধ যজ্ঞ আয়োজন,
কিন্তু প্রাণ মম হয়েছে আকুল আজি,
গত হ'ল এতদিন, নাহি ফিরে এল
অশ্ব। গুরুদেব! সকলি তোমার ইচ্ছা;
করিয়াছ মোরে আর্য্য ঋষিগণ মতে
প্রবর্ত্তিত, বেদবিধি অনুসরি লভিতে
অব্যর্থ মুক্তি। হ'য়েছিল কর্ম্মহীন মম
জীবনের গতি, শিখেছিনু একমাত্র
জীবে দয়া; রাজকার্য্য সনে সদাই
বিরোধ তার। নাহি জানি কভু ব্রহ্মের
স্বরূপ, কেমনে জীব হ'বে মুক্ত? ভ্রান্ত
বৌদ্ধগণ, থাকে সদা শূন্য মনে বসি।
নির্ব্বাণত' নিভে যাওয়া, চাহিনা সে

নির্ব্বাণ মোক্ষপদ। সম্পন্ন করি এই
যজ্ঞে, পুনঃ জাগাইব আর্য্য ঋষি ধর্ম্ম।

(ঋত্বিক, হোতা, শ্রোতা, যাজক ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।)

সকলে। জয় হ'ক মহারাজ।

সুমিত্র। নমি আমি পদে।

হোতা। স্বস্তি, স্বস্তি, সদা তব ধার্ম্মিক প্রবর,
হ'ক সর্ব্বাঙ্গীন কুশল রাজ্যে তব।

পুরোহিত। রাজন! প্রস্তুত সব যজ্ঞ আয়োজন,
আসে নাই তব পূজ্য গুরুদেব, আর
যজ্ঞ অশ্ব; কেন এবে হতেছে বিলম্ব।
গুরুদেব তব আসিবেন যথাকালে,
কোন মূঢ়জন রোধিবে বা যজ্ঞ অশ্বে?
তব পরাক্রমে দেব, নির্বীর্য্য ব্রাহ্মণ
হইয়াছে তেজোদ্দীপ্ত পুনঃ। হও ব্রতী
হে ঋত্বিক, হোতা, শ্রোতা, পাঠক, যাজক!

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ! অজপার বৌদ্ধমঠধারী,
বাঁধিয়াছে তব যজ্ঞ অশ্ব।

সুমিত্র। মঠধারী?
আছে সেনাপতি কাষ্ঠপুত্তলিকা সম?

দূত। মহারাজ! রাজ আজ্ঞা বিনা কে করিবে
অস্ত্রাঘাত ভিক্ষু, বৌদ্ধগণে? দিন আজ্ঞা।

সুমিত্র। এই দণ্ডে লয়ে এস, বন্দি করি সবে
মম যজ্ঞ অশ্বসহ। ত্বরা যাও দূত!

(দূতের প্রস্থান)

শির। দেখলে হে স্মৃতিরত্ন ভায়া, ঐ যে সব নেড়া মাথা, কাছা খোলার দল আছে, ওরা হিংসায় ফেটে মরছে, যে মহারাজ এখন আমাদের মতেই সব কাজ করছেন, এঁ্যাঃ পাষণ্ডদের কি—একটু ভয় হ'লনা যে, মহারাজ সুমিত্রসিংহের সঙ্গে বিবাদ করবে ?

স্মৃতি। আর বলতে হবে না শিরমনি ভায়া, পাষণ্ডরা যেমন বেড়ে উঠেছে তেমনি প্রতিফল হাতে হাতে পাবে, ওরাই না বলে যে, যেমন কর্ম্ম করবে তেমনি ফল পাবে। এখন ফল ভোগ করুক।

শির। যা'ক একেবারে উচ্ছন্ন যা'ক। ওদের জ্বালায়, ধর্ম্ম একেবারে তিরোহিত হয়েছিল। কেউ আর মন্সা পূজা মাকাল পুজাটি পর্য্যন্ত করতে চাইত না।

বিদ্যার্ণব। তা আর বলতে। শুভঙ্কর ব্রহ্মচারী যদি মহারাজকে পুনরায় দীক্ষিত না করতেন তাহলে এতদিন আমাদের এদেশ থেকে পাঁজি পুঁথি নিয়ে বেরিয়ে যেতে হ'ত।

স্মৃতি। দেখ বিদ্যার্ণব, পাপিষ্ঠেরা যদি এতটা বাড়াবাড়ি না ক'রত তাহলে ওদেরও চলত, আমাদেরও চলত, বাড়াবাড়ি করলেই পতন হবে। সর্ব্বং অত্যন্তং গর্হিতং।

জনৈক ব্রাহ্মণ। ভোঃ ভোঃ স্মৃতিরত্ন ঘৃতং কিঞ্চিৎ ন্যুন্যং পশ্যাম্যহং।

স্মৃতি। আরে আগে যজ্ঞই হ'ক তার পর তোমার ন্যুনং কি অধিকং দেখ।

(যজ্ঞাশ্ব আলিঙ্গন পূর্ব্বক বন্দীভাবে মঠধারী ও ভিক্ষুকগণের প্রবেশ)।

সকলে। বুদ্ধ, বুদ্ধ, বুদ্ধদেব, বুদ্ধ প্রবুদ্ধ সিদ্ধদেব।

মঠধারী। অহিংসা পরমোধর্ম্ম,

জীবে দয়া ভিন্ন কর্ম্ম,
নাহি কিছু আর এ জীবনে।
দয়া কর মহারাজ,
পশুঘাতি কিবা কাজ,
হবে পাপ অশ্বের মরণে॥

সুমিত্র। শুনিব না তব মুখে পাপ পুণ্য কথা,
অবিলম্বে ত্যজ মম অশ্ব, মঠধারী।
যদি নাহি ত্যজ অশ্ব, আশু দিব বলি
অশ্ব সহ যুপ কাষ্ঠে। রক্ষীগণ কর
ভিন্ন ইহাদের, বল প্রয়োগিয়া, যজ্ঞ
অশ্ব হতে!

মঠ। প্রভো! আছে তব রাজশক্তি,
আজ্ঞা দিতে অনুচরগণে, দিন আজ্ঞা।
অগ্রে বধি আমাদের, করে ছিন্ন যজ্ঞ
অশ্ব হতে; প্রাণ যায় সেও ভাল, নাহি
দিব অশ্ব মোরা। এমন সুন্দর গ্রীবা
হবে ছিন্ন, দেহ হতে, ভাবিলেও ফেটে
যায় বুক। ক্ষান্ত হ'ন মহারাজ, বধে।

স্মৃতি। চুপ কর ভণ্ড, যত দুঃখ ওঁর যজ্ঞাশ্বের জন্য, আর আমরা যদি না খেতে পেয়েও মরে যাই, তথাপিও ওঁদের ছেলেটি পর্য্যন্ত একবার উঁকি মারেন না। জাননা রাজআজ্ঞা লঙ্ঘন করে মহাপাপের অর্জ্জন করেছ।

মঠ। হে ব্রাহ্মণ! বৃথা কেন কহ কটু! বধি
এই অশ্বে, করিবে যে পাপের সঞ্চয়

অবশ্য ভুঞ্জিবে তার ফল। দেবার্চ্চনা
করি লভ যদি পুণ্য শতগুণ তার,
মুছিবেনা তাহে কভু এই পাপ।

স্মার্ত। হে বৌদ্ধ! বেদ বিধি আচরিয়া অবশ্য
পালিব স্বীয় ধর্ম্ম। নিঃসৃত যে বাণী
ব্রহ্মমুখ হতে, স্বয়ং ঈশ্বর যদি
করেন আদেশ, লঙ্ঘিতে তাহারে, তবু
না মানিব তাহা। নাহি করি লক্ষ্য মোরা
ফলাফলে। সর্ব্ব ফল অর্পিয়াছি সেই
হৃষিকেশে। কিবা ক্ষতি তায় যদি ভুঞ্জি
অশ্বমেধ পাপ। ক্ষাত্ররাজোচিত, যজ্ঞ
অশ্বমেধ, নাহি করি তার অনুষ্ঠান,
হবে লুপ্ত ক্ষত্রধর্ম্ম, হবে ব্যভিচার
সমাজের মাঝে, হবে বর্ণের সঙ্কর।

মঠধারী। না করি নিষেধ মোরা পালিতে কর্ত্তব্য
কারে। অহিংসা ও জীবে দয়া মানবের
সনাতন ধর্ম্ম; সমাজ কর্ত্তব্য যদি
হয়, বিরোধী তাহার, অকর্ত্তব্য তাহা।
বিতণ্ডার কিবা প্রয়োজন? জয় বুদ্ধ
দেব, প্রভো কর দয়া এবে এই জীবে।

(বৌদ্ধগণ যুপকাষ্ঠের নিকট অগ্রসর হইয়া।)

সকলে। মহারাজ অগ্রে কর বধ আমাদের।

সুমিত্র। ফেলে রাখ সবে যুপকাষ্ঠ অন্তরালে।
(স্বগত) ঘোর এ বিপদে, রক্ষা কর গুরুদেব!

আরম্ভিয়া যজ্ঞ, হবে সব পণ্ড শেষে ?

স্মৃতিরত্ন। ওহে বিদ্যার্ণব ভাঁয়া, একটু এগিয়ে, এক এক জনকে ধরনা, দেখি কি করে ?

বিদ্যার্ণব। কাজ নেই ভায়া, যদি কামড়ে দেয় ত ক্ষত অবস্থায় আর যজ্ঞ করতে পারা যাবে না।

(শুভঙ্কর ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।)

শুভঙ্কর। বৎস, হয়েছ কাতর ? কি আশঙ্কা তব ?
রক্ষীগণ, অবিলম্বে কর মুক্ত বৌদ্ধ
ভিক্ষুগণে। (মঠধারীর প্রতি) মহাত্মন, লয়ে যাও এই
অশ্বে, যদি ব্যজে তব সকরুণ প্রাণে।
মহারাজ ! থাকে যদি মম মতি ব্রহ্ম-
পদে, কুশ অশ্ব করিয়া নির্ম্মাণ দিব
পূর্ণাহুতি যজ্ঞে তব। শুন বৌদ্ধগণ !
আর্য্যভূমি মাঝে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম
না হবে নিধন কভু। রুধিয়া সে আর্য্য-
ধর্ম্ম হ'বে বিতাড়িত আর্য্যাবর্ত্ত হ'তে।

সকলে। জয় শুভঙ্কর দেবের জয়।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লালপুর রাজপ্রাসাদ।

সিংহবাহু মহিষীর প্রবেশ।

মহিষী। শুনিয়াছি আসিয়াছে বিজয়ের দূত,
বাছা মোর নির্ব্বাসিত, দীর্ঘবর্ষ ব্যাপি ;

তৃষিত চাতক সম সদা চেয়ে আছি
তার আশে ; জিজ্ঞাসিয়া বিদেশী বণিকে
নাহি পাই তার কোন সমাচার কভু ;
একমাত্র বাসনা আমার, শুনিতে সে,
আছে বেঁচে। কোথা মহারাজ ! হের আসি
হেথা, সাধিয়াছ নিজ সর্ব্বনাশ নিজে ;
হেন মূঢ়জন আছে ধরামাঝে ! স্বহস্তে
বর্দ্ধিয়া অমৃতের তরু, তারে করিবে
ছেদন, যেমনি সে হয় ফলোন্মুখ !
গেছ চলি ইহলোক হ'তে, কুমারের
শোকে, হয়েছে শ্মশান এবে তব রাজ্য।
কুমার সুমিত্রসিংহ, নহে দৃঢ়মতি,
কুচক্রী ব্রাহ্মণ হরিয়াছে তার মন ;
ঈর্ষানল জ্বালায়েছে বৌদ্ধ হৃদি মাঝে
কুমার বিহনে অরাজক তারা সবে।

(সুমিত্রসিংহের প্রবেশ ।)

সুমিত্র। বৃথা কেন কর শোক মাতঃ ? নির্ব্বাসিত
হয়ে কেবা আসে ফিরে ? আসিয়াছে দূত
জ্যেষ্ঠ পাশ হ'তে লয়ে নিমন্ত্রণ, তাঁর
শুভ পরিণয়ে। না পারি যাইতে তথা
ত্যজি এ বিশাল রাজ্যভার। একা তোমা
নাহি দিব যেতে।

মহিষী। লয়ে এস দূতে ; শুধু,
জুড়াই তাপিত প্রাণ তার কথা শুনি।

(সুমিত্রসিংহের প্রস্থান ।)

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। প্রণাম জননী তব পদে। বহুদিন
মোরা হেরি নাই মাতঃ শ্রীচরণ তব।

মহিষী। কে তুমি বৎস, এসেছ কুমারের পাশ
হ'তে? বল, বল, বৎস, কোথা সে কুমার
মোর? আছেত কুশলে? বর্ষ হ'ল গত,
হেরি নাই তার চাঁদমুখ; কোথা গেলে
পাব তার দেখা? বলে দাও মোরে বৎস।

দূত। তব আশীর্ব্বাদে সদাই কুশল তাঁর,
দৈবদুর্ব্বিপাক মাতঃ, লয়ে যায় তাঁরে
তাম্রপর্ণ দ্বীপে, আমরাও সবে, হই
উপনীত সেই দেশে; মিলি আমাদের
সনে, করেছেন জয় সেই দেশ। তুষি
অধিবাসীগণে, হয়েছেন রাজা সেই দ্বীপে।
এবে হয়েছে সিংহল নাম তার, স্বর্গ-
গত রাজা সিংহবাহু নামে। পাঠালেন
মোরে তোমাদের পাশে এ শুভ বারতা
দিতে, আছেন চিন্তিত সদা কুশলের
তরে, দিই সুসংবাদ মাতঃ, হবে তাঁর
পরিণয় পাণ্ডুমালাধিপ কন্যা সনে।
হায় যদি থাকিতেন মহারাজ আজি,
কি আনন্দ আমাদের; হ'ত সে সিংহল,
বঙ্গভূমি উপরাজ্য। কি আর কহিব।

মহিষী। হায় মহারাজ! কোথায় রহিলে এবে,

করেছিলে নির্ব্বাসিত যারে, সেই তব
বিজয়কুমার হয়েছে উদিত আজি,
সিংহল গগনে ? শোভে যথা শশধর
চিত্রাসহ হিমানীর অন্তে, রাজিবেন
তথা পাণ্ডুমালাধিপ কন্যা তাঁর বামে।
কে আনিবে ফিরায়ে কুমারে, মাতাইতে
নিরানন্দ বঙ্গবাসী জনে, মিলন
উৎসবে তার ? ব'ল তারে দূত, বিনা
সেই নয়নের মণি হইয়াছি তারা
হারা আমি, মৃত মহারাজ শুধু তারি
শোকে ত্যজেছেন প্রাণ, করি "অনুতাপ"
ব'ল তারে, এই দূর দূরান্তর হ'তে
পাঠাতেছি অব্যর্থ আশিষ মম, থাকে
যেন চিরসুখী উভে। অভাগিনী আমি,
না হেরিল বধূমাতা মুখশশী কভূ।

(বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের প্রবেশ)।

বৌদ্ধ। এসেছেন কুমারের রাজদূত হেথা ?

মহিষী। আসিয়াছে প্রভো! করি সবে নমস্কার।

দূত। দয়াময়গণ, ল'ন বিনীত প্রণাম।

বৌদ্ধ। জয় হ'ক বৎস! আছেন কুশলে তিনি,
গৌতম কুশলে সদা ? এরাজ্যে মোদের
নাহি স্থান, অত্যাচার করে দ্বিজ, বৌদ্ধ
ধর্ম্মযাজকের প্রতি, করি অবিচার
নাহি দেন দণ্ড তার রাজা, অরাজক

এই রাজ্য। নায়ক বিহীন মোরা সবে
গৌতম বিহনে। যাব তব সাথে।

দূত। মহাত্মনগণ! অতি সৌভাগ্য আমার।
যদি যান সাথে, কি আনন্দ সবাকার।
সিংহল হইবে কেন্দ্রস্থল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-
যাজকের, পৃথিবীর চারি ভিতে সেই
মহাধর্ম্ম করিতে প্রচার। যান মাতঃ
অন্তঃপুরে এবে, মাগি মা বিদায়।
(প্রস্থান)।

মহিষী। হা বিধাতঃ, এই ছিল মনে (দীর্ঘশ্বাস সহিত)।
(প্রস্থান)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সিংহল রাজদুর্গ,—রাজা বিজয়সিংহ ও গৌতম।

গৌতম। সখা! কেন হেরি এত বিষাদিত আজি
উৎসবের দিনে? বুঝি এখনও হের
নাই পাণ্ডুমালাধিপ-বালা মুখইন্দু?

বিজয়। সখা! আজি মোর পড়িয়াছে মনে, সেই
অভাগিনী জননীরে মম; আর সেই
কুবেণী বালায়। আমা তরে হারায়েছে
নিজ পিতার জীবন, চির কৃতজ্ঞতা
পাশে বাঁধিয়া আমায়, চলে গেছে স্বর্গে
বালা, সাধিয়া আমার কাজ। হায় সখা!

আজি চলে গেছে পরলোকে পিতা মম,
শুধু আমা তরে হ'য়ে শোকে অভিভূত।
ভাগ্যহীন আমি, হারালাম এসবায়।

গৌতম। নশ্বর জগতে নহে চিরস্থায়ী কেহ,
শুধু কর্ম্মফল ভোগ হেতু, এ জগতে
আসা মানবের। হ'লে ভোগ ক্ষয় তার,
কে পারে রাখিতে তারে? বৃথা শোক তব।
আজি উৎসবের দিনে, কর ভোগ শুধু,
বিমল আনন্দ

বিজয়। সেই ভাল বন্ধুবর।

গৌতম। হের সখা, আসিছেন মরাল গমনে,
তব আনন্দের প্রস্রবন, নির্ঝরিণী,
কিম্বা পবন হিল্লোলে নাচে কল্লোলিনী
যথা, হেলিতে দুলিতে এবে, আসিছেন
ধনী।

বিজয়। নহে ভাল অতিশয়; সাবধান।

(সিংহলরাণী ইন্দুবালার প্রবেশ)

ইন্দুবালা। গৌতম দেব, আমি আপনাদের নিকট এলেই, যত— বিদ্রুপের হাসি আপনাদের মুখে দেখা দেয়। আপনারা যে বিশেষ গুণবান তা সকলেই জানে। সেই জন্যই কি আমায় গিরি, প্রস্রবন, নির্ঝরিণী, কল্লোলিনী বলে উপহাস কর্‌তে হয়? তা বলবেনইত, আমিত, আপনাকে কিছু বলতে জানিনা।

গৌতম। দেবী! কেন আর সে দুঃখ রাখেন, আপনার যা মনে আসে সব বলে ফেলুন।

ইন্দু। আচ্ছা বলছি। আপনার ঐ খঞ্জনকে গঞ্জন দিয়ে চলন দেখে অবধি, আমার সেই তন্বাঙ্গী সখীটী, আপনার গুণের পক্ষপাতিনী হ'য়ে পড়েছেন। এখন তাকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী করলেই, যেন পূর্ণচন্দ্রের পাশে অর্দ্ধচন্দ্রের শোভা, যেন, রজত-গিরির পাশে হেম গিরির, যেন, জলধির সহ স্রোতস্বিনীর, যেন, দিননাথের সহ পদ্মরাণীর, আর যেন কি অনির্ব্বচনীয়ের সঙ্গে অনির্ব্বচনীয়ের মিলন হয়।

গৌতম। দেবী! ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, ধর্ম্মযাজকের পক্ষে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তবে আপনার কবিতা-দেবীর বীণার ঝঙ্কারে, আমি প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আপনার স্কন্ধেই অবস্থান করুন, এ দরিদ্রের উপর কৃপা না করলেই ভাল হয়।

বিজয়। সখা! মিলন উৎসব আজি, হয় যাহে
সর্ব্ব মনোনীত, ক'র সে উপায় এবে;
নিমন্ত্রিতগণ হ'বে উপনীত সবে।

গৌতম। বসি নির্দ্দিষ্ট আসনে, হের উভে, কিবা
আয়োজন করিয়াছি আমি। যদি নাহি
হয় পরিতুষ্ট সবে, বৃথা মন্ত্রীপদে
বরিয়াছ মোরে; মিলন উৎসব দৃশ্য
রবে আজীবন স্মৃতিপটে সবাকার।
(রাজা ও রাণীর সিংহাসনে উপবেশন)

(সিংহল অধিবাসীগণের প্রবেশ)

সিংহল অধিবাসী। হে রাজন সিংহলের, বীর শ্রেষ্ঠ ধরণীর,
শ্রেষ্ঠ রাজবংশে জন্ম তব, লভিয়া
তোমারে সর্দ্দারের স্থলে, এবে হব মোরা
শ্রেষ্ঠজাতি ধরামাঝে। রহ চিরদিন
রাজা এদেশের। হে জননী! রহ তুমি
চিরদিন সিংহলের রাজলক্ষ্মী হয়ে।
তোমাদের সিংহাসন তলে রবে বাঁধা
ভক্তি, শ্রদ্ধা, আমাদের। ধর নিদর্শন।

(অভিবাদন ও উপহার প্রদান)।

(মণ্ডলগণের প্রবেশ)।

মণ্ডল। প্রভো! বরিয়াছি রাজপদে এদেশের,
কি আছে মোদের দিব উপযুক্ত তব,
আছে শুধু রাজভক্তি হৃদে; আজীবন
উৎসবে বিপদে তব, অকাতরে দিব
তাহা সবে। ল'ন নিদর্শন, উপহার।

(অভিবাদন ও উপহার প্রদান)।

(বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণের প্রবেশ)।

ধর্ম্মযাজক। হে রাজন! অসিয়াছি তব সুদূর
জনমভূমি বঙ্গভূমি হতে, দিইতে
আশীষ তোমা। নব ভূপালের যশ
হ'ক ব্যাপ্ত দিগ্‌ দিগন্তরে, চিরশান্তি
মাঝে যাপিয়া জীবন শুভে, পাল তব

প্রজাগণ। চিরজয়যুক্ত হ'ক প্রেম-
পূর্ণ রাজ্য তব, ধর্মবলে হন পৃথ্বীশ্বর।

রাজা। ধন্য এ জীবন মম, তব শুভ আগমনে।

১ম। সৈনিকগণের রণবাদ্য বাদন।

২য়। অস্ত্র পরিচালনা প্রদর্শন।

৩য়। দীপ লীলা প্রদর্শন।

পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ।

গীত।

মোহন, মোহন, মোহন বামে।
মোহিনী, মোহিনী, মোহিনী ঠামে
মোহনরাজা, মোহিনী রাণী।
হেরে নয়নে জুড়াব প্রাণী॥
মোহন সাজে সেজেছে ধরা।
মোহিনী সাজে সেজেছি মোরা॥
মোহিত সবে হেরি দুজনায়।
মোহন মিলন আজি এ ধরায়॥

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।